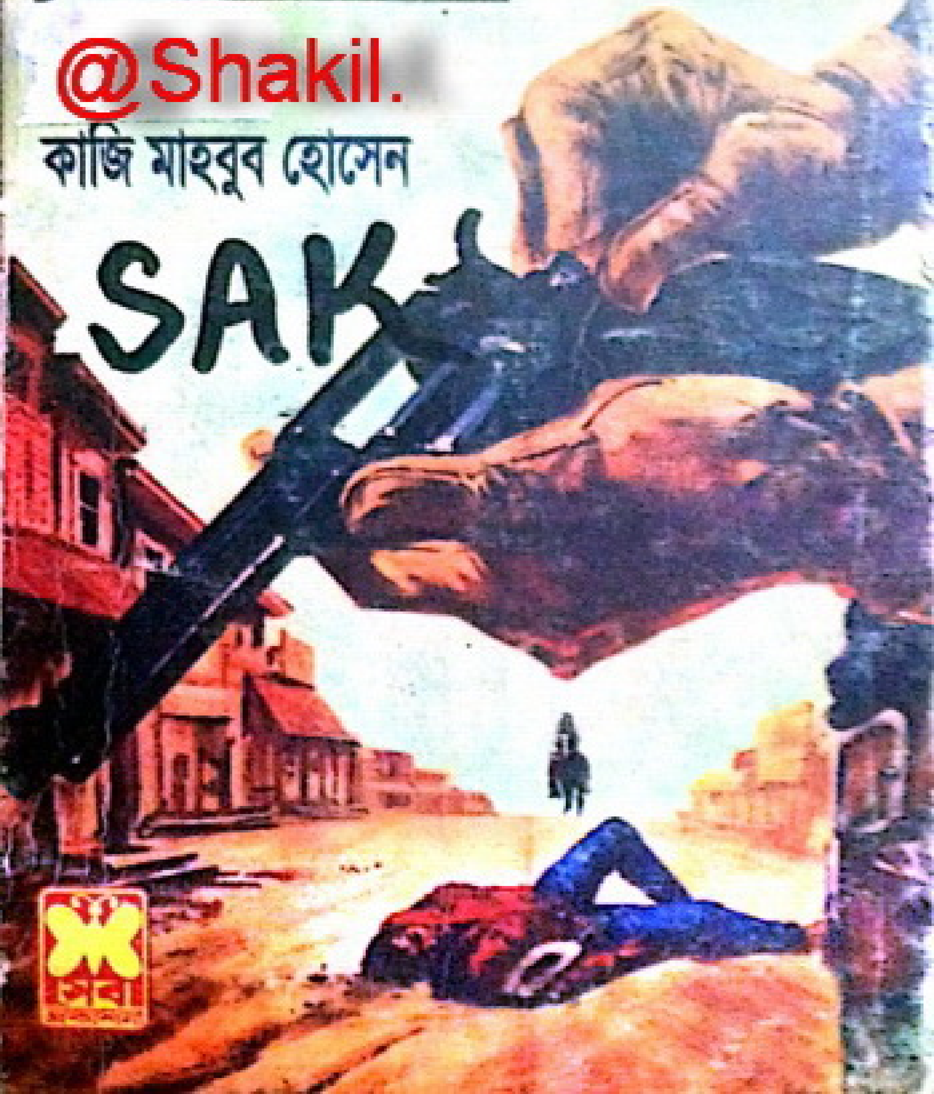
ওয়েস্টার্ন

মানুষ শিকার

কাজি মাহবুব হোসেন



মানুষ শিকার

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

টেক্সাস ফ্ল্যাটের কাছে উঁচু জায়গায় জমাটবাঁধা আগুনের শিখার মত লাভার উপর একটা হাত নড়ছে। হাতটা একটু নড়েই স্থির হয়ে গেল। বিশাল ধূসর প্রান্তরে কিছু নড়ছে না, কোন শব্দ নেই।

করাতের মত খাঁজ কাটা টিবিটার অনেক উপরে একটা শকুন উড়ছে। অলসভাবে আকাশে চক্কর কাটার ফাঁকেও হাতের সামান্য নড়ে ওঠা ওর নজর এড়াল না। ঘুরে আরও নীচে নেমে এসে পাথরের তাকে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখতে পেল সে। ক্ষয়ে যাওয়া বুট আর জীনস পরা মাঝারি গড়নের লোক—মেদহীন শক্ত চেহারা ওর।

লোকটা একজন শিকারী, কিন্তু এখন তাকেই শিকার করা হচ্ছে। পাশে পড়ে আছে ওর রাইফেল। বেল্ট দিয়ে কোমরে বাঁধা রয়েছে একটা খাপে ভরা পিস্তল। কিন্তু মরেনি লোকটা—শকুনের ধৈর্য ধরতে হবে।

টিলার ঠিক নীচে থেকেই একটা পানি গড়াবার বালু বিছানো সরু পথ লম্বালম্বি ভাবে বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে ওপাশের শুকনো লেকটার সাথে মিশেছে। এই মুহূর্তে ওই পথে এগিয়ে আসছে তিনদল ঘোড়সওয়ার। ওদের উদ্দেশ্য একটাই।

যাকে তাড়া করা হচ্ছে, তার ডাইনে আর বাঁয়ে রয়েছে চিরুনির মত একসারি পাহাড়। উঁচু দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে অসংখ্য ক্যানিয়ন। এর মধ্যে মানুষের পক্ষে হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

এলাকাটা খুব শুকনো। পানির বড় অভাব। আমেরিকানরা কেউ সচরাচর এদিকে আসে না। তবে মাঝেমধ্যে রেড-ইন্ডিয়ানরা আসে। ওদের হাতে পড়লে সাদাচামড়া লোকদের আর রক্ষে নেই।

উঁচু-নিচু মালভূমিগুলো একটার চেয়ে একটা উঁচু। আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে ওরা। মাথার উপর প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে জ্বলছে সূর্য। তেতে উঠছে ক্যানিয়নগুলো।

দূরে ভাঙাচোরা জমির ওপাশে কয়েকটা চূড়া দেখা যাচ্ছে—প্রায় মেঘের সাথে গিয়ে মিশেছে। ঠাণ্ডা, ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওইসব পাহাড়ে পানি পাওয়া যাবে—ঘাস আছে ওখানে। আর আছে ছায়া, বন্য জীবজন্তু, পাখি। একটা মানুষের বাঁচার মত আশ্রয় মিলবে। ওদিকে তাকায়নি লোকটা, সে জানে পাহাড়গুলো ওখানে রয়েছে—ওই মাঝের এলাকা কেমন জায়গাটা, তাও জানে সে।

উত্তরে, বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা ছায়া নড়ছে। শকুনের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। বাতাসে নয়, নিজস্ব গতিতে নড়ছে ছায়া। আরও কাছে গিয়ে দেখল ওগুলো ঘোড়ার পিঠে মানুষ।

সব বোঝার মত যুক্তি বা বুদ্ধি শকুনের নেই। কিন্তু এটুকু সে বোঝে যে এই ধরনের পরিস্থিতি হলেই খাবার পাওয়া যায়। তার জীবনে বহুবার সে দেখেছে

মানুষ এমন দলবেঁধে গেলেই ওদের আশেপাশে কারও না কারও মৃত্যু ঘটে।

কঠিন মাটিতে সংগ্রাম করে কঠিন মানুষ হয়েই গড়ে উঠেছে ওরা। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ওদের চোখের চারপাশটা লাল। ক্ষারে মুখ সাদা আর পরিশ্রমে পেশী ক্লান্ত, কিন্তু ওরা জানে যাকে ধাওয়া করছে সে খুব বেশি দূরে নেই। তাই ক্লান্তি উপেক্ষা করে দুপুর রোদের ভিতর এগিয়ে চলেছে।

পিছনের লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না মার্ক, তবে এটা সে নিশ্চিত জানে, ওরা তাকে এখনও খুঁজছে—ফিরে যায়নি। সাতঘণ্টা আগে ওকে প্রায় বাগে পেয়ে গিয়েছিল—মার্কের রক্তাক্ত শার্টটা সাক্ষী দিচ্ছে খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে।

'মকিং বার্ড পাস'-এর উপরে পাহাড়ে মার্কের নাগাল পেয়েছিল ওরা। একদল হাউন্ড যেমন ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একা পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওরা। রুখে দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে কোণঠাসা নেকড়ের মতই যুদ্ধ করেছে মার্ক। হার স্বীকার করেনি—বরং সে যে সোজা লোক নয় পাল্টা আক্রমণ করে ওদের তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

একটা বুলেট পাথরে বাড়ি খেয়ে ওর কোমরের একটু উপর থেকে এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে কুৎসিত একটা জখমের সৃষ্টি করেছে। অনেক রক্ত হারিয়েছে সে।

ওকে মাটিতে পড়তে দেখে একেবারে শেষ করে ফেলার উদ্দেশে ছুটে এগিয়ে এসেছিল ওরা। কার বিরুদ্ধে লাগতে গেছে ঠিক বুঝতে পারেনি। এই বোকামির মাশুল হিসাবে ওদের একজন প্রাণ দিয়েছে, একজন মারাত্মক ভাবে আহত। শেষ পর্যন্ত ওরা ওখানে পৌঁছে দেখেছে কেউ নেই—পাখি উড়ে গেছে। ভবিষ্যতে সুযোগ এলে পরের বার অবশ্যই আরও সতর্ক থাকবে ওরা।

লোকটা যে কী ধরনের মানুষ তার কিছু নমুনা ওরা পেয়েছে। আহত হয়েছে সে—রক্ত পড়ে আছে ওখানে। কিন্তু ওই আহত অবস্থাতেও সে শুধু সবাইকে ফাঁকি দিয়েই পালায়নি, যাবার আগে ওদের একজনকে শেষও করে গেছে।

যে করেই হোক রক্ত বন্ধ করতে পেরেছে লোকটা। কারণ রক্তের কোন দাগ মাটিতে নেই। কোন্ দিকে গেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নির্জন মরুভূমি যেন বেমালুম গ্রাস করেছে ওকে।

দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক মার্ক সায়মন। জীবনে একাকী চলতে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে। বন্য ঘোড়া ধরা, র‍্যাঞ্চে কাজ করা, মহিষ শিকার, ইত্যাদি আরও হাজারও রকম বিভিন্ন কাজ সে করেছে।

নড়লেই ওর খালি পানির বোতলটা পাথরের সাথে বাড়ি খেয়ে শব্দ করছে—তাই স্থির হয়ে পড়ে আছে—পানির কথা সে ভুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে নড়তে হবে এবার…ওরা এখনই এসে পড়বে। ওদের সে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওরা ঠিকই খুঁজে বের করবে ওকে। বিশ্রাম দরকার তার—পানিও দরকার। কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে ওদের ফাঁকি দিতে হবে।

ক্রল করে একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। পাথরটা ধরে দুলতে দুলতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল—সব কিছুই ঝাপসা দেখছে ও। অনেক বাধা পেরিয়ে বহু কষ্টে এখানে উঠেছে মার্ক। অনুসরণকারীরা

যদি উত্তর বা দক্ষিণে যায় তবে উল্টো দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারবে ভেবেই এখানে আশ্রয় নিয়েছে সে।

নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছে দুর্বল হাতে একটা সিগারেট তৈরি করার ফাঁকে সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে মার্ক।

আর কেউ এই এলাকা ভাল করে না চিনলেও লুই পেরেজ চিনবে। নিশ্চয় ওকেই ট্র্যাকার হিসাবে সাথে আনবে ওরা। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় সে-ই সবচেয়ে ভাল ট্র্যাকার।

ওর নাম শুনেছে মার্ক। পশ্চিমে এই ধরনের লোকের কথা মুখে মুখেই ছড়ায়। চাকরির সন্ধানে আর ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় যারা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তারা আগুনের ধারে বসে এসব গল্প করে। মদের দোকানে আর জুয়ার আড্ডায় সেগুলো বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। বন্দুকবাজ, ট্র্যাকার, ডেপুটি মার্শাল, অসৎ জুয়াড়ী–সবরকম লোকের গল্পই হয়। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা লোক এক একটা গল্পের ভাণ্ডার হয়ে দাঁড়ায়।

লুই পেরেজ ওলন্দাজ-ইন্ডিয়ান। ওর বাবা হল্যান্ড থেকে পাড়ি দেওয়া ব্যবসায়ী, আর মা ইউটে ইন্ডিয়ান। ট্র্যাক করার সময়ে চোখের সাথে মাথাটাও ব্যবহার করে পেরেজ। ওর চোখ যখন মাটির উপর চিহ্ন দেখছে তখন অবিরাম চিন্তা চলে ওর মগজে। যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সে কোন্ দিকে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছতে চায়, কী তার উদ্দেশ্য–এসব কথা ভাবে লোকটা।

একটা প্ল্যান অনুযায়ী চলা খুব বিপজ্জনক। কারণ পেরেজ তার গতিবিধি দেখে তার গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য জেনে যাবে। কিন্তু তবু একটা প্ল্যান মার্কের থাকতেই হবে। পেরেজ বুঝে ওঠার আগেই প্ল্যান বদলে অন্য প্ল্যান ধরতে হবে। এভাবে হয়তো ওর চোখে ধুলো দিয়ে দূরে সরে যেতে পারবে মার্ক।

প্রথমে একটা স্থির গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়েছে বলে বোঝাতে হবে তাকে। ভাব দেখাতে হবে দেশ ছেড়েই পালাচ্ছে সে। কলোরাডো যাবার জন্য দূরে উত্তর-পশ্চিমে নদীর একটা ফেরি আছে। পেরেজ আর অন্যান্যদের কাছে এটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হবে। ওই পথে কোন শহর পড়বে না, লোক চলাচলও কম। অনুসরণকারীরা লোক মারফত ওর খবর পাবে না। নিরাপদ ভেবেই মার্ক ওই পথ বেছে নিয়েছে বলে ধরে নেবে ওরা।

মাঝ পথে সুযোগ বুঝে যেখানে ট্র্যাক করা কঠিন এমন জায়গায় মোড় নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তা ধরবে সে। নইলে এদিককার সব পথঘাট ওরা চেনে, সহজ কোন পথ বেছে নিয়ে ওর আগেই সেখানে হাজির হয়ে হয়তো ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে পারে ওরা।

ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়াটাকে কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে উঁচু জঙ্গলের মত মেসা আর ক্যানিয়নের গোলক ধাঁধায় ঢুকল মার্ক। ক্যানিয়ন দিয়ে চলাচল করা সহজ কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও আছে। আগে থেকে চেনা না থাকলে মাইলের পর মাইল পথ চলার পর হয়তো দেখা যাবে এগোনোর পথ বন্ধ–ওটা অন্ধ গলি।

মেসার উপরে ওঠার একটা পথ ওকে খুঁজে বের করতে হবে। ইন্ডিয়ানরা যে পথে চলে, যেখানে বাতাস বইছে, তেমন পথই বেছে নিতে হবে। ওই পথে

ঘোড়ার খুরের চিহ্ন সহজেই ধুলো-বাতাসে মুছে যাবে।

পা ছেড়ে কুঁজো হয়ে জিনের উপর বসেছে মার্ক। ঘামে ভেজা জামা ধুলোয় শক্ত হয়ে উঠেছে। ওর চমৎকার বলিষ্ঠ ঘোড়াটা ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। নিজের হাতে যত ঘোড়া সে ধরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালটাই সে নিজের জন্য রেখেছে। কিন্তু এইসব কঠিন পথ বেয়ে অনবরত ছুটতে ছুটতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। এক রাত এক দিন পার হতে চলল এক ফোঁটা পানিও পায়নি সে।

একটা ক্ষীণ হরিণ চলার পথ উঠে গেছে শুকনো নদীর পাশ দিয়ে। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলায় সুবিধা। তাই নদীর বালু ছেড়ে ওই পথে উঠে এল মার্ক।

পুরো একঘণ্টা একটানা পাথুরে পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠেছে সে। পাহাড়ের একটা অংশ ভেঙে নীচে পড়েছে। ধসে পড়া কয়েকটা বড় পাথরের টুকরো দেখা যাচ্ছে নীচে। জখমের দিকে সামান্য কাত হয়ে চললে ব্যথা কম লাগে, তাই একটু কাত হয়েই চলছে মার্ক। মেসার মাথায় উঠে পিছন ফিরে চাইল সে।

কতটা উপরে উঠেছে দেখে নিজেই অবাক হলো মার্ক। কয়েক মাইল পিছনে চিমনির মত পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। কপাল ভাল বলেই এদিকে চলে আসার ঠিক দিকনির্দেশটা বেছে নিতে পেরেছে সে।

নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখল মার্ক। ওর পছন্দসই কিছুই নেই। পরিষ্কার মাথা খেলছে ওর, কিন্তু এটা যে ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যাবার পূর্ব-লক্ষণ তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে। খুব দুর্বল বোধ করছে। বিশ্রাম, পানি আর সেই সাথে ক্ষতটা সারিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দরকার।

যারা ওকে ধাওয়া করছে তারা যে কী প্রকৃতির মানুষ তা আর ওকে কারও বলে দিতে হবে না। নির্দয় আর একগুঁয়ে—ওকে শেষ না করে কিছুতেই ওরা পিছু ছাড়বে না। এই এলাকাটাও ওদের কাছে পরিচিত, তা ছাড়া দলেও ওরা ভারি—সবদিকেই ওদের সুবিধা।

খুব সহজেই তার ট্রেইল যে-কোন মানুষের চোখে পড়বে, তবে ও যে-দিকে যাচ্ছে সেটা ধাঁধায় পড়বে ওরা। ওদের যেটুকু দেরি করানো যায় সেটুকুই লাভ।

মাথাটা দপদপ করছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, ঠোঁটের চামড়া উঠে ফেটেফেটে গেছে। জ্বরও এসেছে···বুঝতে পারছে সে। ক্ষতটা পরিষ্কার করা হয়নি, একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনবরত কামড়াচ্ছে ওকে।

মেসার মাথায় উঠে ঘোড়াটাকে অল্পক্ষণের জন্য থামাল মার্ক। হাওয়া বইছে টের পেল। ঘামে ভেজা শার্টের ভিতর দিয়ে বাতাসটাকে ঠাণ্ডাই মনে হলো তার। জিনের উপর ঘুরে আবার পিছন দিকে চাইল।

বহুদূরে এক জায়গায় সামান্য কিছুটা ধুলো উড়তে দেখল, তারপরে আরও দু'জায়গায় ধুলো ওর চোখে পড়ল।

হেঁটে এগিয়ে চলল ঘোড়া—মেসার উপরটা সমতল। সোজা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। মাঝেমাঝে পাথর উঁচু হয়ে আছে। কয়েকটা গাঁটওয়ালা সিডার গাছ জন্মেছে। ক্বচিৎ দেখা যাচ্ছে একটু-আধটু ঘাস বালি-কামড়ে রয়েছে। কোন

কোন জায়গায় বাতাস মেসার পিঠের উপর থেকে ধুলোবালি উড়িয়ে নিয়ে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে। হেঁটে চলেছে ঘোড়া।

তেষ্টা কমাবার জন্য মুখের ভিতর একটা নুড়ি রেখেছে মার্ক। দুবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য হেঁটেছে সে। কত শীঘ্রি তাকে আবার ছুটতে হবে কিছুই বলা যায় না। ঘোড়ার সতেজ থাকার উপর ওর জীবন নির্ভর করতে পারে।

কয়েক মাইল হাঁটার পর সে পড়ে গেল---

অনেকক্ষণ ওখানেই পড়ে থাকল সে। উঠে দাঁড়াবার মত শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। বাতাসে মাথার এক গোছা চুল ওর কপালে বাড়ি খাচ্ছে। ঘোড়াটা অস্থিরভাবে নাক দিয়ে ঠেলা দিল ওকে। পরিষ্কার চিন্তাও করতে পারছে না আর। মাতালের মত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে রেকাব ধরে নিজেকে টেনে তুলে কোনমতে জিনের উপর উঠে বসল মার্ক। আপনা থেকেই হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

দূরে বাতাসে কেঁপেকেঁপে তাপের ভাপ উঠছে। আকাশে কয়েক টুকরো তুলোর মত সাদা মেঘ ভেসে আছে। দেহ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে---মেসার উপর ওর চোখের সামনে ধুলো-বাতাসের ঘূর্ণি খেলে বেড়াচ্ছে। মরীচিকার নীল লেকের উপর দিয়ে সিডার গাছের মাথাগুলো উঁকি দিচ্ছে। ভিন্ন জগতের কোন প্রাণীর মত দেখাচ্ছে ওগুলো।

চোয়াল নাড়তে গিয়ে ওর মাথাটার ভিতরটা আরও বেশি দপদপ করে উঠল। চোখ নাড়াতেও কষ্ট হচ্ছে—বালি কিচকিচ করছে চোখে। ঘোরের মধ্যে চলে গেছে মার্ক—মাঝেমাঝে কেবল অল্পক্ষণের জন্য ক্ষীণভাবে চেতনা ফিরে পাচ্ছে।

বিশ্রাম দরকার—এখন যদি একবার পড়ে যায় তা হলে আর কিছুতেই উঠতে পারবে না সে। শকুনরা এসে ওকে শেষ করার অপেক্ষায় অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে। অথচ কোন অপরাধ করেনি—তার অবস্থায় পড়লে যে-কোন মানুষই তাই করত। নিছক কর্তব্য পালন করেছে সে।

বুড়ো ওয়াল্টার পীচ---পাড়ের গোদা বুড়োকে গুলি করে হত্যা করেছে মার্ক। ধুলো ভরা রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েছিল ওয়াল্টার। ওর ছেলেরা আর ভাগনেরা মিলে যে-করেই হোক মার্ককে খুঁজে বের করে খুন করবে—রেহাই দেবে না।

কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সে ছিল একজন বুনো ঘোড়া শিকারী। কোনরকম দুশ্চিন্তাই ছিল না। সে আর তার পার্টনার ক্লেমেন্ট গোমেজ আরও পশ্চিমে গিয়ে একমাস অনেক চেষ্টার পর একটা বক্স ক্যানিয়নে ফাঁদে ফেলে একসাথে বারোটা ঘোড়া ধরে ফেলেছিল। একে একে ঘোড়াগুলোকে বশ মানিয়ে 'এসজি' মার্কা মেরেছে। এসজি, অর্থাৎ স্যামসন গোমেজ। প্রত্যেকটাই ভাল ঘোড়া—বুনো ঘোড়ার ভিতর এমন চমৎকার ঘোড়া সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোড়াগুলো বিক্রির ব্যবস্থা আর তাদের শেষ তিন ডলার নিয়ে কিছু খাবার আনতে শহরে গিয়েছিল মার্ক—কারণ তখনও কয়েকটা ভাল ঘোড়া ধরা বাকি রয়ে গেছিল।

তুচানগোর একজন ব্যবসায়ী মার্ককে চিনতে পেরে ওকে রসদ কেনার জন্য কিছু টাকা ধার দিলে সে রসদ নিয়ে ক্যাম্পে ফেরে।

কিন্তু সেখানে তখন আর ক্যাম্পও নেই—কোন ঘোড়াও নেই। ক্যাম্পটা ঘোড়ার খুরের তলায় তছনছ হয়ে গেছে। পানির ধারে মরে পড়ে আছে ক্লেমেন্ট। ওদের দেহে চারটা বুলেটের দাগ—পিস্তলটা নেই।

স্তব্ধ দুপুর। বাতাস বইছে না। মাথার উপর প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে সূর্যটা জ্বলছে। ছোট্ট জলাশয়ের পাশে হাত পা ছড়িয়ে উত্তপ্ত মাটির উপর পড়ে আছে ক্লেমেন্টের প্রাণহীন দেহ। ওইভাবে পড়ে থাকা অবস্থায় ওর পিঠে আরও দুটো গুলি করা হয়েছে। কাজটা যারাই করে থাকুক, কোন ঝুঁকি না নিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্ক সায়মনকে চেনেনি ওরা।

যাদের সাথে মার্কের পরিচয় আছে তারা জানে ওর সাথে মানিয়ে চলা খুব সোজা। কেউ কেউ বলে, পিস্তল ব্যবহারে ওর জুড়ি নেই, আর অ্যাপাচির মতই ট্রেইল অনুসরণ করতে পারে সে। সেলুনে বা ক্যাম্পে খালি হাতে মারামারি করে কেউ ওর সাথে পারেনি কোনদিন। টাসকোসায় মার্ককে মিথ্যাবাদী ডেকে একজন প্রাণ হারিয়েছে ওর হাতে। ওকে ফাঁদে ফেলে মারতে চেষ্টা করে চারজন ইন্ডিয়ান মারা পড়েছিল অ্যাডোব ওয়ালস্-এর কাছে। রিডোজোতে একজন বন্দুকবাজ গায়ে-পড়ে ওর সাথে লাগতে গিয়ে মরেছে। খুব ঠাণ্ডা লোক মার্ক।

চেষ্টা করে প্রত্যেকটা চিহ্ন খুঁটিয়ে খেয়াল করে কী ঘটেছিল ভাল করে বুঝে নিল সে।

উত্তর থেকে ছয়জন লোক এসেছিল। ক্যাম্পটা চোখে পড়ায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ক্যাম্পের উপর নজর রাখে।

ক্লেমেন্টের পাশে পানির বালতিটা উল্টে পড়ে আছে, ফ্রাইং প্যানটা আগুনের পাশে মাটিতে রাখা। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটার অল্প আগের ঘটনা। বালতি করে পানি ভরে ফেরত আসছিল ক্লেমেন্ট (পানির ধার থেকে উঠে আসা ছাপগুলো বেশি গভীর)—ধীর গতিতে নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে ওরা—ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ক্লেমেন্ট।

পরবর্তী দুইদিন ঝরনার ধারে ঘুরে কাটিয়েছে মার্ক। ওই ছয়টা ঘোড়ার পায়ের ছাপ ওর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ওদের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে শুধু ঘোড়াই নয়, ঘোড়ার আরোহীদের চিন্তাধারা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা তার হয়েছে।

ওদের ভিতর একজনের অভ্যাস, সে কখনোই অর্ধেকের বেশি সিগারেট টানে না। অস্থিরভাবে কয়েকটা টান দিয়েই সিগারেট ফেলে দেয়। আর একজনের পায়ের বুটের সাথে ঝুলছে মেক্সিকান নক্সার স্পার। পা মুড়ে মাটিতে যখন বসেছে স্পষ্ট ছাপ পড়েছে মাটিতে।

এক সপ্তাহ পরে টোকেওয়ানুয় পৌঁছল মার্ক। ছোট্ট জায়গা, একটাই রাস্তা। রাস্তায় অকারণেই ঘুরছিল লোকটা, হঠাৎ মার্কের ঘোড়ার মার্কাটা ওর চোখে পড়তেই চট করে সেলুনে ঢুকে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে কাঠের রেলের সাথে নিজের ঘোড়াকে ফস্কা গেরো দিয়ে বাঁধল মার্ক। কিন্তু সেলুনে ঢুকে যাকে খুঁজছে সেই লোকটাকে কোথাও দেখতে পেল না সে। একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে তাস খেলায় ব্যস্ত তিনজনের দিকে

চাইল। আর একজন লোক বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে ওর স্পার দুটো দেখল মার্ক।

বারে দাঁড়ানো লোকটাও অর্ডার দিয়ে তার ড্রিঙ্কের জন্য অপেক্ষা করছিল। বারটেন্ডার দুটো গ্লাসই একসাথে কাউন্টারের উপর নামিয়ে রাখল।

মার্কের আরও কাছে সরে এসে নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে সে বলল, 'চীয়ার্স। তোমার পরবর্তী যাত্রা শুভ হোক।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মার্ক বলল, 'বলা যায় না, কিছুদিন এখানে থেকেও যেতে পারি।'

'আমার উপদেশ শোনো। তোমার জলদি রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল,' বিদ্রূপের হাসি লোকটার ঠোঁটে।

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। রাস্তার সেই লোকটা নিশ্চয়ই ওর ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখে ওকে চিনেছে। হয় ওই লোকটা ক্লেমেন্টের হত্যার ব্যাপারে কিছু জানে, অথবা সে নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিল। সেলুনের পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সে নিশ্চয়ই এই লোকটাকে কিছু বলেছে। তাই তাকে সাবধান করে দেওয়া হলো। বোঝাই যাচ্ছে ওই ছয়জনের যথেষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছে, আর ওরা এই এলাকায় বেশ প্রভাবশালী।

'কিছু ঘোড়া চুরি গেছে,' বলল মার্ক, 'আমার পার্টনারকেও খুন করা হয়েছে। ওদের পিছু নিয়ে খুঁজতে খুঁজতেই এখানে পৌঁছেছি।' মুখ থেকে লোকটার হাসি মিলিয়ে গেছে। গ্লাস থেকে বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে গ্লাস নামিয়ে রেখে বার থেকে পিছিয়ে গেল। বলল, 'একজন মানুষের কতখানি জায়গার দরকার সেটাই হচ্ছে বড় কথা।'

কথার ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছে মার্ক। কামরার ভিতর কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। টেবিলের লোকগুলোও সতর্ক হয়ে উঠেছে। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে ওরা।

'বাইরে ছয় হাজার মাইল,' বলল লোকটা, 'আর এখানে ছয় ফুট।'

কঠিন জীবনের ছাপ রয়েছে মার্কের মুখে। বার ছেড়ে এগিয়ে এল সে। ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছে বুঝতে পেরে এক পা পিছিয়ে গিয়ে সতর্ক ভাবে লক্ষ করছে লোকটা।

'খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে,' বলল মার্ক। 'ওরাই তাস বেঁটেছে।'

বার থেকে বেরিয়ে দেখল স্টীলডাস্ট ঘোড়ায় চড়ে একজন বিরাট আকৃতির বুড়ো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওই ঘোড়াটাকে মার্ক নিজের হাতেই পোষ মানিয়েছে। অনেক সময় লেগেছিল। তার ঘোড়াটার পরে ওটাই ছিল বাকিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তেজী।

বুড়োর মাথার চুল একপাশে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। তোয়াক্কাহীন ভীষণ একজোড়া চোখ। ঘোড়া থেকে নামার সময়ে রাজকীয় চালে নামল সে।

বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় নেমে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল মার্ক সায়মন। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে জেনেশুনেই বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছে সে। রাস্তায় একজন লোক থমকে থেমে দাঁড়াল⋯আর একজনকে দেখা গেল দোকানের দরজায়।

স্টীলডাস্টের মার্ক-SG কে কৌশলে বদলে BG বানানো হয়েছে।

বুড়ো লোকটা জিনের উপর দিয়ে মার্কের দিকে চাইল। বয়স হলেও শক্তসমর্থ গড়ন—ভয়াবহ চোখ।

'কী ব্যাপার? কী খুঁজছ?'

ক্লেমেন্ট গোমেজের মরা চেহারাটা মার্কের চোখের সামনে ভেসে উঠল। কঠিন গলায় সে জবাব দিল, 'এই ঘোড়াটা যে আমার কাছ থেকে চুরি করেছে তাকেই খুঁজছি আমি। ঘোড়াটা আমার—আমিই বাগ মানিয়েছি ওকে—নিজের হাতেই মার্কা দিয়েছিলাম "SG"।'

লোকটার ভীষণ চোখ দুটো জ্বলেজ্বলে জ্বলে উঠল। 'আমাকে ঘোড়া চোর বলছ তুমি?' ঘোড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মার্কের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। ওর পিস্তলটা বন্দুকবাজদের কায়দায় চামড়ার ফিতে দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা।

'আমি বলছি তুমি যে ঘোড়াটা চালাচ্ছ ওটা আমার কাছ থেকে চুরি করা ঘোড়া।'

'একটা জঘন্য পাজি মিথ্যুক তুমি!'

পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল লোকটা। চোখের নিমেষে বিদ্যুৎ গতিতে নিজের পিস্তল বের করে গুলি করল মার্ক। বুকে গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে ধপাস করে মাটিতে পড়ল ওর বিশাল দেহ।

মার্কের পিস্তলের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া পরিষ্কার করে সে দর্শক দুজনের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা দুজনে ওই ঘোড়ার জিন নামিয়ে কম্বলটা সরাও।' ওরা এগিয়ে এলে সে আবার বলল, 'ওর তলায় চার ইঞ্চি একটা কাটা দাগ আছে।'

কম্বল সরাতেই দাগটা বেরিয়ে পড়ল।

'হতে পারে এটা তোমারই ঘোড়া,' একজন বলে উঠল, 'কিন্তু এই বুড়ো কোন চোর ছিল না। ওরা ফাঁসিতে ঝোলাবার আগেই তোমার এখান থেকে সরে পড়া ভাল।'

এক মুহূর্ত মরণাপন্ন বুড়োর চোখের দিকে চেয়ে মার্ক বলল, 'এই ঘোড়াটা আমার। ঘোড়াটা চুরি করার সময়ে আমার পার্টনারকে খুন করা হয়েছে।'

সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছু বলার চেষ্টা করছে বুড়ো লোকটা, কিন্তু কথার বদলে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল—মারা গেল সে। তবে একটা ব্যাপারে মার্ক নিশ্চিত, মরার আগে লোকটা তার কথা বিশ্বাস করেছে।

রাস্তার অন্য মাথা থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'ওয়ালটার দাঁচকে মেরে ফেলেছে। গুলি করেছে!'

দরজা খুলে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

বাঁধন খুলে ঘোড়ার পাশে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল মার্ক। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল ঘোড়া। পিছন থেকে গুলির শব্দ হলো কয়েকবার, কিন্তু একটাও ওর গায়ে লাগল না।

এই করেই আজ সে হাজির হয়েছে উঁচু উঁচু মেসার মাথায়। ক্লান্ত, দুর্বল, মরমর অবস্থা। যেদিকেই চোখ যায় কেবল বিশাল দুরন্তই চোখে পড়ে—যেখার

আর কিছুই নেই। কেবল রয়েছে ওই দূরের নাম না জানা মেঠো পাহাড়ের সারি।

মাসট্যাং ঘোড়াটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে চাইল।

ব্যথায় মুখ বিকৃত করে কষ্ট করে ঘুরে চারপাশটা একবার ভাল করে চেয়ে দেখল মার্ক। বিরাট শূন্যতা—জীবনের কোন চিহ্নই ওর চোখে পড়ল না। কেবল একটা শকুন অলসভাবে একাকী উড়ছে আকাশে—অনেক উপরে। আর কোন গতি নেই কোথাও। জুনিপার ফুলের উপর দিয়ে উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ কেঁপে কেঁপে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ চিহ্নগুলো চোখে পড়ল।

মাটিতে মেঠো ইঁদুর আর হরিণের রেখে যাওয়া ছাপ।

দাগটা ক্লিফের ধারে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এটা তো সাধারণ ব্যাপার—তবে ঘোড়াটা থামল কেন? নিজের অসংলগ্ন চিন্তাগুলোকে সোজা পথে চালাতে চেষ্টা করল মার্ক। মাসট্যাংটা ওদিকে যাবার জন্য গলা বাড়িয়ে লাগামে টান দিচ্ছে। লাগামে ঢিল দিল মার্ক। সাথে সাথে পাহাড়ী ঘোড়াটা ক্লিফের ধারে গিয়ে থামল। সূক্ষ্ম একটা জন্তুর ট্রেইল নীচে নেমে গেছে। জোর করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবার চেষ্টা করল মার্ক। শুধু ইঁদুরের চিহ্নের কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নেই, কিন্তু সাথে হরিণের পায়ের ছাপ থাকার মানে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও পানি থাকতে পারে। পানির গন্ধেই সম্ভবত ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছে। পিপাসায় ক্লান্ত ঘোড়াটারও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

ওই অবস্থাতেও দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে নিল মার্ক। পাহাড়ী অঞ্চলের ঘোড়া—কয়েক সপ্তাহ আগেও সে ছিল বুনো—এই এলাকায় পানি কোথায় আছে চিনতে ভুল হবে না তার। ট্রেইলটা প্রায় খাড়াভাবেই নীচের দিকে নেমে গেছে। ঘোড়াটা কোনমতে একবার পা ফস্কালেই সোজা হাজার ফুট নীচে গিয়ে পড়বে ওরা। কিন্তু ক্ষতি কী? আর এগোতে পারছে না সে, পানি না পেলে এমনিতেই মৃত্যু অবধারিত। পথটা অসম্ভব কঠিন···মৃদুস্বরে ঘোড়ার সাথে কথা বলল মার্ক।

মুহূর্তের জন্য ঘোড়ার কান দুটো খাড়া হলো। একটু ইতস্তত করল সে। কিন্তু বাঁচার তাগিদ আর মনিবের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ওই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াল। ভিতর দিকের পা-দানটা ক্যানিয়নের দেয়ালের সাথে ঘষা খাচ্ছে আর বাইরেরটা অনিশ্চিতভাবে শূন্যে ঝুলছে। ঘোড়াটা হালকা পায়ে সাবধানে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। চল্লিশ গজ নামার পরে অত্যন্ত সরু পথটা প্রশস্ত হয়ে দশফুট চওড়া হলো। ওখানেই ঘোড়া থেকে নামল মার্ক।

এক গোছা ঘাস নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আবার মেসার মাথা পর্যন্ত পৌঁছে চিহ্নগুলো সব মুছে দিল সে। তারপর মুঠো ভরে বালি নিয়ে ট্রেইলের উপর ছিটাতে ছিটাতে আবার নীচে নেমে এল। ওই পথ বেয়ে কোন মানুষ নেমেছে তা চিহ্ন দেখে বোঝার আর কোন উপায় রইল না। আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল সে।

মেসার উপর থেকে ওদের দেখা যাবে না এখন। মাথার উপর পাহাড়ের গা থেকে একটা পাথর বেরিয়ে ওদের আড়াল করেছে। কিন্তু পথটা এবার আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় পথটা খুব ঢালু ভাবে নেমে গেছে। ঘোড়ার পিঠে আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে মার্ক ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না কোন কৌশলে ঘোড়াটা পিছলে না পড়ে ওর উপর দিয়ে পার হলো।

আরও আধমাইল চলার পর হঠাৎ করে ট্রেইলটা শেষ হলো। সামনেই বিঘা দুই সমতল জায়গা। বেরিয়ে থাকা পাথর মাথার উপরে ছাদের মত ঢেকে সম্পূর্ণ এলাকাটাকে আড়াল করে রেখেছে।

ম্যানজানিটা আর জুনিপার ঝোপের কোণ জন্মেছে কিনার ঘেঁষে। ক্যানিয়নের ওপার থেকেও দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে।

ঘোড়াটা নিজে থেকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অনাধারে ধ্বংসস্তূপটার দিকে। যতই কাছে যাচ্ছে ওর চলার গতিও ততই বেড়ে চলেছে···এই সময়ে পানি পড়ার শব্দ মার্কের কানে এল।

ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল মার্ক। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল। প্রকৃতির তৈরি স্বচ্ছ পানির চৌবাচ্চা। একটা ফাটল বেয়ে অল্প অল্প পানি পড়ে জমা হচ্ছে একটা বারো ফুট চওড়া গর্তে। উপুড় হয়ে শুয়ে পানিতে চুমুক দিল মার্ক। আশ মিটিয়ে প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা পানি খেয়ে গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুলো। ভাবতে চেষ্টা করছে সে।

ভুরু কুঁচকে রয়েছে ওর ক্ষতের ব্যথায়। বিরতিহীনভাবে দপদপ করছে মাথা। যে পথে সে এখানে পৌঁছেছে সেই ট্রেইলটার কথা মনে মনে ভাবছে মার্ক। নাহ্, লুই পেরেজের মত লোকও ধোঁকায় পড়তে বাধ্য। মেসার মাথায় নগ্ন পাথরই বেশি। উপর থেকে এই জায়গার অস্তিত্ব টের পাবার কোন উপায় নেই। তা ছাড়া সুস্থ মস্তিষ্কে কোন মানুষ ওই পথ বেয়ে নামার চেষ্টা করবে না।

আর একদফা পানি খেল সে···তারপর আবার। দেহের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ঠাণ্ডা পানি ঢুকে ওর তৃষ্ণা সম্পূর্ণ মেটাল। কিছুক্ষণ পরে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার জিন আর লাগাম খুলে নিয়ে ওকে ঘন সবুজ ঘাসের উপর চরতে দিল।

এবার একটা আগুন জ্বালা প্রয়োজন। কিছু শুকনো কাঠ দরকার···তা হলে আর ধোঁয়া উঠবে না। ধ্বংসস্তূপটা আগুনের প্রতিফলন আড়াল করবে। ক্ষতটা ধোয়ার জন্য। গরম পানি ওর অবশ্যই লাগবে।

অনেক দেরি করে আবার চোখ খুলল মার্ক। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কান খাড়া করে পানির আওয়াজ শুনতে পেল সে। ঠাণ্ডা রাত।

হামাগুড়ি দিয়ে জিনের কাছে গিয়ে কোনমতে তার কম্বল টেনে বের করে নিল মার্ক। কম্বল গায়ে জড়িয়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল সে। মাথার ভিতরটা অর্ধেক খালি ঠেকছে−মনে হচ্ছে যেন তার মগজ তরল হয়ে মাথার ভিতর নড়াচড়া করছে। জ্বরে ঠোঁট ফেটে গেছে···দূরে ক্লিফের ধার ঘেঁসে আকাশে একটা তারা উঠেছে।

ঘোরের মধ্যে পানি পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছে মার্ক। সাবধান থাকতে হবে ওকে। খুব সাবধান। শত্রুরা হয়তো এখনও তার থেকে অনেক দূরে রয়েছে। কিন্তু শুষ্ক মরুভূমিতে রাতের বেলা শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাবে। ভোর হতেই ওরা হাজির হয়ে যাবে−তিরিশ-চল্লিশজন রক্ত-পিপাসু ভয়ঙ্কর মানুষ। সকালের আলো ফুটলেই ওকে রাইফেল হাতে ওই সরু ট্রেইলটার পাহারায় বসতে

হবে।

ক্ষুধার্ত ইঁদুরের মত জখমের ব্যথাটা অনবরত ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ক্ষতটা সামান্যই, কিন্তু ওটাকে পরিষ্কার করে পরিচর্যা করা দরকার। আকাশের নিঃসঙ্গ তারাটার দিকে চোখ পড়ল ওর। ওটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল মার্ক। ট্রেইল ধরে নেমে এসে একটা ইঁদুর একটু থমকে কৌতূহল নিয়ে ঘুমন্ত লোকটাকে উঁকি দিয়ে দেখল একবার, তারপর নির্ভয়ে এগিয়ে গেল পানির ধারে। একটা ছোট পাথর অনেক দিন কান্দের ক্ষয়ের সাথে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত খসে পড়ল ক্যানিয়নের গভীরে। অল্পক্ষণ পরেই মিলিয়ে গেল হালকা পতনের শব্দ।

মেসার মাথায় লম্বা একটানা বাতাস জুনিপারের ঝোপে করুণ কান্নার আওয়াজ তুলেছে। অনুসরণকারী দলের জ্বালানো আগুনের শিখাগুলোকেও কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ মারা পড়েছে। ওদের রীতি অনুযায়ী হত্যাকারীকেও মরতে হবে। একটা কয়োটি চাঁদের দিকে মুখ তুলে ডাক ছাড়ল। ভৌতিক শব্দটা কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থেকে মিলিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় ধোয়া রাতটা আবার নিস্তব্ধ হলো। ঘুমের মধ্যে অস্ফুট কাতর স্বরে বিলাপ করে পাশ ফিরল হতভাগ্য লোকটা।

রাতের পরে রোদে উত্তপ্ত লম্বা একটা দিন। গাঢ় আর ফিকে ঘোরের মধ্যে কাটল ওর। ভোর হবার অল্প পরেই মেসার মাথায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে মার্ক। আরও কিছুক্ষণ পরে ধীর পায়ে আরোহীদের আবার ফিরে আসতে শুনেছে। রাইফেল নিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে অপেক্ষা করেছে সে। ওরা মার্ককে খুঁজে পেলে ওদেরও কিছু লোক মারা পড়বে।

ক্লেমেন্টকে যে ছয়জন খুন করেছে তারা বাদে ওই দলের আর কারও প্রতি মার্কের আক্রোশ নেই। ওদের যেমন রীতিনীতি আছে মার্কও অনেকটা তেমনি একটা নীতিতে বিশ্বাসী। তবে ওদের মত দলবল নিয়ে নয়, সুযোগ পেলে সমানে সমানে লড়ে শোধ তুলবে সে। এখানে পানি যথেষ্ট রয়েছে—দুইশো রাউণ্ড গুলিও আছে ওর কাছে। এখন অপেক্ষা করতে হবে তাকে। সাথে কোন খাবার নেই, সুতরাং ক্ষুধায় বা জখমের কারণে না মরা পর্যন্ত এখানেই আটক থাকতে হবে তাকে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল, নাকি জ্ঞান হারিয়েছিল, ঠিক জানে না মার্ক। আবছা ভাবে তার মনে পড়ছে একবার উঠে পানি খেয়ে চোখেমুখে পানি দিয়েছে। এও মনে পড়ছে কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বেলেছিল সে। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে একটা পুরোনো পাত্র খুঁজে পেয়ে তাতে পানি গরম করেছিল। তারপর জখমের বাঁধন খুলে দেখেছিল ফুটে উঠে ভয়ানক দেখাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষত পরিষ্কার করা আর তার হয়ে ওঠেনি। এসব করার মাঝেই আবার জ্ঞান হারিয়েছিল মার্ক। এতক্ষণে চোখ খুলে টের পেল মাথাটা যন্ত্রণায় আবার দপদপ করছে, পাশটা ব্যথায় টন টন করছে। পানি খাওয়ার দরকার—খুব তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু দুর্বল শরীরে হামাগুড়ি দিয়ে পানির কাছে যাবার শক্তিটুকুও আর ওর নেই।

হঠাৎ মার্কের মনে হলো আশেপাশে যেন কিছু নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বিপদ! কান খাড়া করে হালকা খসখস শব্দটা কীসের তা বোঝার চেষ্টা করল। পেটিকোটের শব্দ! কিন্তু তা কী করে হয়?

একটু সুস্থ আর আরাম বোধ করছে সে। তার দেহের পাশে ব্যথাটা এখনও আছে, তবে আড়ষ্টতা অনেক কমে গেছে। মাথাটা এখনও ভারি...চোখ খুলতে ইচ্ছা করছে না। ওর কপালে কীসের যেন ছোঁয়া লাগল। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে একটুও নড়ছে না মার্ক। শব্দগুলো চেনার চেষ্টা করছে ও...ভয় হচ্ছে দয়া হাওয়ার আগে হয়তো ঘোরের মধ্যে ভ্রম হচ্ছে।

জলের শব্দ আগের মতই শোনা যাচ্ছে। ঘোড়ার ঘাস ছিঁড়ে খাবার শব্দও কানে আসছে। জুনিপারের ঝোপে বাতাসের মৃদু আওয়াজ। কাঠ পোড়ার পরিচিত গন্ধ নাকে আসছে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু...

চোখ বুজেই তার পিস্তলটা ঠিক কোন্ জায়গায় রেখেছিল ভাবার চেষ্টা করল মার্ক। এই এলাকার আশেপাশে তার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। অর্থাৎ যে-কোন মানুষ বা জন্তুই তার জন্য বিপজ্জনক।

কপালের আরামদায়ক ঠাণ্ডা ছোঁয়াটা সরে গেল। মার্ক অনুভব করছে কেউ যেন তার বেল্ট খুলে শার্ট সরাল। জখমের পাশে ঠাণ্ডা মৃদু ছোঁয়া লাগল। তারপরেই ওর আহত পাশটাতে হালকা করে চেপে ধরা গরম আরামের সেক লাগল।

চোখ খুলে চাইল মার্ক। মাথার উপর পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা শিলার ছাদটা দেখা যাচ্ছে। কপালের ছোঁয়াটা স্মৃতি হয়ে হারিয়ে গেলেও তার পাশের গরম সেকটা এখনও রয়েছে। চোখ নামাল সে।

একটা মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার পাশে। মেয়েটার সুন্দর মসৃণ কাঁধ দেখতে পাচ্ছে মার্ক। একটা লাল ব্লাউজ ওর পরনে। কালো চুল।

নিশ্চয়ই জ্বরের ঘোরে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ও। নইলে নির্জন এলাকায় এই মেয়ে কোত্থেকে আসবে? সে যেখানে লুকিয়ে আছে সেটা জনবসতি থেকে অনেক মাইল দূরে। মেয়েটা এই সময়ে ঘুরে চাইল।

কালো বড় বড় চোখ দুটো ঘন লম্বা পাপড়ি দিয়ে ঘেরা। প্রথম দৃষ্টিতেই ওই চোখ জোড়ায় কোমল নম্র একটা নারী মনের আভাস পেল মার্ক। তারপরেই তা হারিয়ে গেল। চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটা।

'এখন কেমন বোধ করছ?'

হুট করে প্রশ্ন করল মেয়েটা। গলার স্বরে সে বন্ধু না শত্রু ঠিক বোঝা গেল না।

কয়েকবার চেষ্টা করে অনেক কষ্টে একটা শব্দ মার্কের গলা দিয়ে বেরুল। 'ভাল'। তারপর একটু থেমে আঙুল দিয়ে পুলটিসটা দেখিয়ে বলল, 'বেশ আরাম হচ্ছে।'

কথাটা ওর কানে গেছে কিনা মেয়েটার মুখ দেখে তা বোঝা গেল না। উঁচু ক্লিফের ধারে একটা ম্যানজানিটা ঝোপের আড়ালে থেকে ক্যানিয়নের ভিতর উঁকি দিল মেয়েটা। শোনার চেষ্টা করেও কোন শব্দ শুনতে পেল না মার্ক। কয়েক

মিনিট পরে মেয়েটা আবার ওর পাশে ফিরে এল।
একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে পানি গরম করছে মেয়েটা। আগুনে আরও কয়েকটা কাঠি গুঁজে দিল সে।
'ধন্যবাদ,' ফিসফিস করে বলল মার্ক। 'অনেক ধন্যবাদ।'
ঝট করে ফিরে তাকাল মেয়েটা। 'মানুষ এটুকু কুকুরের জন্যেও করে।'
পুলটিসটা সরাল সে। ওর আঙুলে কোমল ভাবটা আর নেই। মেয়েটার কাজ করা দেখছে মার্ক। কালো চুল যেভাবে ওর কাঁধে বিছিয়ে আছে দেখতে বেশ লাগছে। পাতলা ব্লাউজের ভিতর ওর বুক উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু মুখটা বিষণ্ণ আর গম্ভীর।
'ওরা যদি টের পায় তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, বিপদ হবে তোমার।'
'সব কিছুতেই বিপদ থাকে।'
আর কথা বলারও শক্তি নেই—চুপচাপ উপরের দিকে চেয়ে পড়ে থাকল মার্ক। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। জেগে উঠে দেখল মেয়েটা চলে গেছে। আগুনটা নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ক্ষতের উপর নতুন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অজান্তেই ওর হাত-মুখ ধোওয়ানো হয়েছে।
করার কিছু নেই। চুপ করে শুয়ে শুয়ে মেয়েটার কথাই ভাবছে মার্ক। অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটা তার সাথে কোমল ব্যবহার করল, কিন্তু সে সজাগ হয়েছে বুঝতে পেরেই ওর হাবভাব সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কোন মানে হয় না···কিন্তু মেয়েটার এখানে উপস্থিতিরও তো কোন অর্থ নেই?
মেয়েটা তার কাছে কিছু জানতে চায়নি। তার মানে মার্ক এখানে কেন এসেছে সে জানে। জামাকাপড় পরিপাটি, অর্থাৎ খুব দূর থেকে আসেনি ও। কিন্তু সে যদি ধারে কাছেই কোথাও থাকে, তবে লীচ পরিবারের লোকজন নিশ্চয়ই ওকে চিনবে। লীচদের কথায় নিজের রাইফেল আর পিস্তলের কথা ওর মনে পড়ল।
কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দেখল জিনটা সরিয়ে কাছে এনে রাখা হয়েছে। রাইফেলটা তার হাতে নাগালের মধ্যে জিনের সাথে হেলান দিয়ে রাখা। পিস্তল দুটোও তার পাশেই রাখা আছে। সাধারণত একটা পিস্তল সে কোমরে পরে, অন্যটা বাড়তি।
পাহাড়ের উপর থেকে পথটা শুকনো ঝোপ আর ডালপালা দিয়ে আটকানো হয়েছে। কেউ ওদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে শব্দে মার্কের ঘুম অবশ্যই ভেঙে যাবে। মেয়েটা যে-ই হোক সে কিছুতেই লীচদের বন্ধু হতে পারে না।
কিন্তু রাস্তাটা বন্ধ থাকলে মেয়েটা উপরে এল কীভাবে? আরও কোন পথ আছে ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। মেয়েটা যদি ওই পথের কথা জানে তবে অন্য লোকও সে কথা জানতে পারে। এই প্রথম সে জায়গাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল।
তাকের মত জায়গাটায় যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে ঘন ঘাস জন্মেছে। কিছু ঝোপ আর গাছও রয়েছে। খুব বেশিদিন তাকে এখানে থাকতে না হলে ওই ঘাসেই ঘোড়াটার চলে যাবে। যেখানে সে শুয়ে আছে ওখানে সূর্যের আলো আসে না। বাতাসের ঝাঁটে বৃষ্টির পানি সামান্য আসতে পারে। তামাক আর সিগারেট

বানাবার কাগজ গ্রাউন্ডশীটের উপর বিছানো কম্বলের এক প্রান্তে রাখা রয়েছে দেখতে পেল। একটা সিগারেট তৈরি করে ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল মার্ক।

মেয়েটা ইন্ডিয়ান হতে পারে, কিন্তু তাকে অ্যাপাচি বলে মনে হয় না। যদিও এটা অ্যাপাচি এলাকা, ওর মুখের গড়ন আর ভাবভঙ্গি দেখে স্প্যানিশ বলে মনে হয়। কিন্তু মেক্সিকান পরিবার সীমান্তের কাছাকাছি বসবাস করে বলে জানে সে–তাও হতে পারে।

খুব গরম পড়েছে। সিগারেট নিভিয়ে একটু কাত হয়ে শুলো মার্ক। গাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। মুখটা বিস্বাদ হয়ে রয়েছে, পানি খেতে খুব মন চাইছে কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ক্যানিয়নের অন্য ধারে অলসভাবে আকাশে চক্কর কাটছে একটা শকুন।

পড়ন্ত বিকেলের নীরবতা ভঙ্গ করার মত কোন শব্দ নেই। ক্যানিয়নের গভীরে বিকেলের ছায়া পড়েছে। একটা ঘোড়া ছুটে চলার শব্দ উঠল–ধীরে ধীরে শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেল।

ঘোড়সওয়ারদের উপত্যকায় আসার শব্দ মারিয়া ক্রিস্টিনা আগেই পেয়েছে। তার বাবার মৃত্যুর পর আর এই ধরনের দল এদিকে আসেনি। বিপদের পূর্বাভাস পাচ্ছে সে। এসব দলের আগমন মানেই খুনোখুনি।

ভেড়ার কাছ থেকে সরে গাছের ছায়ায় ঘোড়াটার কাছে এসে খাপ থেকে একটা পুরোনো ওয়াকার কোল্ট বের করল মারিয়া। দেহের সাথে চেপে ধরায় স্কার্টের ভাঁজে আড়াল হয়ে রইল ওটা।

লোকগুলো যে তার সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে এমন ভাবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। মেক্সিকান মেয়ে মারিয়া–ভেড়া পালে। এ ছাড়া তার পরিচয় হচ্ছে পাবলো চাভেরোর মেয়ে সে। আরও পশ্চিমের একটা ক্যানিয়নে তার বাবা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে মারা গেছে। খুরের শব্দ শুনতে শুনতে ওদের চেহারাগুলোও যেন ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। একমাত্র লীচরাই এত লোকজন জড়ো করতে পারে।

'জুয়ান! ভেড়ার সাথে থাকো!'

এগারো বছর বয়সেই জুয়ান অনেকটা তার বাবার ছাঁচে গড়ে উঠেছে। বড় ভাই গেবরিয়েলের মত হয়নি সে। হেঁটে এগিয়ে গেল মারিয়া–বাতাসে ওর চুলগুলো উড়ছে। লোকগুলো কেন এসেছে জানে সে। বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা নিয়ে পাহাড়ের ধারে একাকী দাঁড়িয়ে আছে–যে-কোন ঘটনার জন্যই সে প্রস্তুত।

এই লোকগুলোই তার বাবাকে খুন করে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে আজ ওরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে। এখন ওরা আবার এসেছে পাথরের খাঁজে লুকিয়ে থাকা সেই আহত মরণাপন্ন লোকটাকে খুঁজে পেলে হত্যা করবে।

এই বিশাল নির্জন এলাকায় ওরা যদি পরিবারের সবাইকে মেরেও ফেলে তবু কেউ জিজ্ঞেস করবে না কেন ওদের মারা হলো। টৌকিওয়াল্লা শহরের লোকের চোখে আর এখন কামনার আগুন জ্বলে না। ওদের কামনায় ইন্ধন জোগাতে মারিয়া আর ওই রাস্তা দিয়ে কোমর দুলিয়ে হাঁটে না।

চার বছর হলো মারিয়া কোন নতুন জামাকাপড় বানায়নি। পুরোনোগুলোই জোড়াতালি দিয়ে নতুন করে বানিয়ে পরে। মাস তিনেক আগে সে একবার শহরে গিয়েছিল। দোকানে ঢুকে জামাগুলো হাতিয়ে দেখেছে। কেনার সামর্থ্য নেই।

শহরে হাঁটতে তার ভালই লাগে। লোকগুলো ফিরে ফিরে চায়, বিভিন্ন মন্তব্য করে—আর মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওর প্রতি আপন পুরুষের আগ্রহ দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে ওরা। ফ্যাকাসে রঙের সাদা চামড়া মেয়েদের মাঝে ওর রোদে পোড়া রঙ অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখায় এটা সে জানে। ওর ভিতর একটা বুনো উদ্ধত ভাব রয়েছে—মাথা উঁচিয়ে চলে ও। অন্যান্য মেয়েদের সুন্দর পোশাক আছে বটে, কিন্তু ওরা মারিয়া ক্রিস্টিনা নয়।

ঢিবির মাথা পেরিয়ে ওরা এল—সবাই ঘন হয়ে একত্রে চলছে। ঢাল বেয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এনে মারিয়ার বারো গজ দূরে থেমে দাঁড়াল ওরা। জনাদশেকের দল—সবার মুখই ওর কাছে পরিচিত।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর নিষ্ঠুর হচ্ছে ডেনিস লীচ। বেশ সুদর্শন, কিন্তু অনেক মানুষ খুন করেছে ও। লোভাতুর চোখে মারিয়াকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখল সে। 'দিন দিন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছ তুমি, মেয়ে। খোদার কসম, তোমাকে একদিন—'

'একদিন!' প্রতিবাদ করে উঠল মারিয়া। 'একদিন মরবে তুমি!'

ডেনিসকে উপেক্ষা করে উইলফ্রেডের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তোমরা?'

উইলফ্রেডের মাঝে কোন বাজে ইতরামি নেই। ডেনিসের চেয়ে লম্বায় একটু খাটো হলেও শক্ত পেশীবহুল দেহ ওর। ঘন দাড়ির জন্য ওর শক্ত চোয়াল দুটো শেভ করার পরও একটু নীলচে দেখায়। 'লাল ঘোড়ায় চড়া একজন আহত লোক এদিকে এসেছে—দেখেছ?'

'না, কাউকে দেখিনি আমি। লোকটা কে?'

চোখ দিয়ে মারিয়াকে গিলছে ডেনিস। ইচ্ছা করেই মারিয়া তার অঙ্গভঙ্গি দিয়ে ওর মনের জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামান্য একজন মেক্সিকান মেয়ে ওকে উপেক্ষা করছে। ওর স্পর্ধা দেখেই আরও চটে উঠছে ডেনিস।

'যদি কাউকে দেখো তবে তোমার ছোট ভাইকে পাঠিয়ে আমাদের খবর দিও,' বলল সে। 'না,. তার চেয়ে পরে একা এসে খোঁজ নিয়ে যাব আমি—সেটাই আরও ভাল।' দাঁত বের করে হাসল ডেনিস, কিন্তু ওর চোখে হাসির কোন ছাপ পড়ল না। 'তোমার একজন পুরুষ দরকার।'

ডেনিসের দিকে ফিরে চাইল মারিয়া। 'পুরুষ কে?' শ্লেষের সাথে প্রশ্ন করল সে, 'তুমি?'

রাগে লাল হয়ে উঠল ডেনিসের মুখ। 'হারামজাদী…!' ঘোড়াটাকে লাফিয়ে মারিয়ার উপর দিয়ে চালাতে চেষ্টা করল সে। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠার সাথে সাথেই ঝট করে ভারি কোল্টটা তুলে গুলি করল মারিয়া।

বিস্ফোরণের শব্দ আর ঝলকে ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে মাথাটা সরিয়ে পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। ডেনিসের একটা কানের লতি লাল হয়ে উঠল। ফোঁটা

ফোঁটা রক্ত ঝরছে ওর কান থেকে।
পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে আছে মারিয়া। ওর মুখের ভাব একটুও বদলায়নি।
'এবার বেঁচে গেছ। কিন্তু পরের বার আর মিস করব না আমি।'
অবিশ্বাস ভরে নিজের কানে হাত দিল ডেনিস। রক্ত মেখে হাতটা লাল হয়ে উঠল। ভয়ে আর বিস্ময়ে ওর মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে।
উইলফ্রেডের চোখে কৌতুকের হাসি। মনোযোগ দিয়ে মারিয়াকে খেয়াল করে দেখল সে। 'তোমার ঘোড়াটা লাফিয়ে সরে না গেলে এতক্ষণে মারাই পড়তে তুমি।'
'ঠিকই বলেছ, উইল। এই ডেঙ্গা চড়ানো মাগীটা আর একটু হলেই আমাকে খুন করেছিল!'
ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল উইলফ্রেড। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। ডেনিস ফিরে তাকিয়ে বলল, 'পিস্তলটা হাতের কাছেই রেখো, আবার ফিরব আমি।'
ঢালের মাথায় উঠে ওদের মধ্যে একজন হাত তুলে বিদায় জানাল। লোকটা লুই পেরেজ।
স্কার্টের পকেট থেকে একটা গুলি বের করে কোল্টে ভরে নিল মারিয়া। পেরেজ যদি এতদূর পর্যন্ত লোকটাকে অনুসরণ করে এসে থাকে তবে সত্যিই বিপদ আছে। ছোটখাট্টো কুঁজো মানুষ পেরেজ–কিন্তু ব্লাড হাউন্ডের মতই একবার পিছু নিলে আর ছাড়ে না। কোনদিন গোসল করে না সে। বিড়ালের মত সারাদিন পাহাড়ের পাহাড়ে ঘুরে সময় কাটায়।
লোকটা কী এমন করেছে যে তাকে এভাবে জন্তুর মত তাড়িয়ে শিকার করতে এসেছে এরা? নিশ্চয়ই একজন নীচ ওর হাতে মারা পড়েছে।
সকালেই দুবার লোকগুলো ঝরনার ধারে থেমেছিল। ওদের কথাবার্তা যেটুকু কানে এসেছে তাতে মারিয়া জেনেছে ওরা একে একে সবগুলো ক্যানিয়নই সাবধানে যত্নের সাথে খুঁজে দেখছে।
ঝোপের থেকে ভেঙে নেওয়া একটা সরু লম্বা ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে হাজির হলো জুয়ান। 'ওরা কাকে খুঁজছে?' প্রশ্ন করল সে।
সস্নেহে ওর দিকে চাইল মারিয়া। ডেনিসের সাথে ঝামেলা শেষ হওয়ার পরে পিছন ফিরে জুয়ানকে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। মাত্র এগারো বছর বয়সেই বাবার মত হয়ে উঠছে ও। বড় বড় চোখ–একটু ফ্যাকাসে চেহারা, কিন্তু রাইফেলটা ছিল ওর হাতে।
'একটা লোক,' জবাব দিল মারিয়া। 'ওরা একজন আহত লোককে খুঁজছে।'
'লোকটাকে খুঁজে না পেলেই আমি খুশি হব।'
'হয়তো পাবে না, কে বলতে পারে?'
ক্যানিয়ন ধরে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক এগিয়ে আসছে। পরনে বাকস্কিনের ব্রীচ আর গায়ে তালি দেওয়া একটা গেঞ্জি। রুক্ষ চেহারার একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আসছে সে। লোকটা গেবরিয়েল, মারিয়ার ভাই।
কঠিন চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল মারিয়া। গেবরিয়েলের সাথে তার কোন আত্মীয়তা আছে স্বীকার করতেও লজ্জা করে ওর। সে ভাবছে একই বাপের দুই

ছেলে কী করে এত ভিন্ন প্রকৃতির হয়? পিস্তল বের করার ক্ষিপ্রতায় গেবরিয়েলের জুড়ি মেলা ভার। সম্ভবত ডেনিস লীডের চেয়েও ক্ষিপ্র সে। ডেনিস আজ পর্যন্ত এগারোজন লোক মেরেছে, আর গেবরিয়েল শূন্য। খুব দুর্বল মানুষ। ওর সাহসের খুব অভাব।

'এখানে কী করছে ওরা? কাকে খুঁজছে?' জানতে চাইল গেবরিয়েল।

'কেন, ভয় লাগছে তোমার?' ব্যঙ্গ করল মারিয়া।

'কাউকে ভয় পাই না আমি,' প্রতিবাদ করল গেব। 'ভয় পাব কেন?'

'কেন? তা জানি না; তবে এটুকু জানি তুমি একটা ভীতুর ডিম। সবকিছুতেই তোমার ভয়।'

জুয়ান আর খবরটা চেপে রাখতে পারল না। বলল, 'মারিয়া সিনর ডেনিসকে গুলি করেছে।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে গেব। 'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া। 'মরেনি, ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠেছিল, তাই কানে লেগেছে।'

বড় বড় চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল গেব। এই মেয়েই পরিবারের সবার মৃত্যু ডেকে আনবে। তাদের বলতে গেলে কিছুই নেই, তবু এখানে তারা অন্তত ঝামেলামুক্ত ছিল। মেক্সিকান হয়ে সাদা চামড়াদের ব্যাপারে নাক গলানোর কী মানে হয়?

বাবার কথা মনে পড়ল ওর। বাবার ভক্ত ছিল সে-সমর্থ শক্তিশালী মানুষ ছিল তার বাবা। কিন্তু কী লাভ তাতে? সেই তো ঘোড়া সিংহের মত পাথরের উপর তাকে খুন করে ফেলে রেখে গেল ওরা? ওদের বিরুদ্ধে গেব একা কী করবে?

বিষণ্ণ চোখে উঁচু-নিচু পাহাড়গুলোর দিকে চাইল গেব। সে ভাবছে, লোকটাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে পেয়ে ওরা বিদায় হলেই ভাল হয়। হতে পারে সে একটু ভয় পায়, কিন্তু বেঁচে তো আছে?

'লোকটাকে খুঁজে পেলেই ওরা চলে যাবে,' মনের চিন্তাটা প্রকাশ করে ফেলল সে।

কঠিন ভর্ৎসনার চোখে তাকাল মারিয়া। 'তুমি একটা বোকা গাধা!'

রেগে উঠে একটা জবাব দিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল গেব। রাগের ঠেলায় ঘোড়ার পিঠে একেবারে সিধে হয়ে বসেছে। ওকে কী মনে করে মারিয়া? বর্তমানে সে-ই এই পরিবারের কর্তা—আর তার সাথেই কিনা এই ব্যবহার! কিন্তু সে জানে এই রাগ পুষে তার কোন লাভ হবে না। সংসারে মারিয়াই আসলে সবকিছু চালায়—ওকে ভয় করে চলে গেব।

প্রস্থানরত গেবরিয়েলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারিয়া। আর একটা সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে সে। লোকটা এমন কোথায় লুকাল যে লুই পেরেজও ওকে খুঁজে পাচ্ছে না?

নিরাপদ জায়গায় থাকলেও এখন নড়াচড়া করা বিপজ্জনক। যে স্থির রয়েছে তাকে অনুসরণ করা যায় না। চুপচাপ ঘাপটি মেরে পাহাড়ের তাকে বসে থাকলে লোকটা বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু মারিয়াকে সাবধানে...খুব সাবধানে চলতে হবে।

বাবার মৃত্যুর পর মারিয়া ক্রিস্টিনাই সবাইকে এখানে নিয়ে এসেছে। পাহাড়ের ওই গুপ্ত জায়গাটার কথা অনেক আগেই জেনেছে সে। প্রায়ই একা থাকার ইচ্ছা হলে সে ওখানে গিয়ে বসে। মারিয়া যতদূর জানে, ওটার কথা আর কেউ জানে না। যারা আগে ওখানে বাস করেছে সেই ইন্ডিয়ানরা খুব সতর্কতার সাথেই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল। ওটা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

কিছু ভেড়া কিনেছে মারিয়া। ওগুলোর দেখাশোনা আর সময় মত পশম কেটে উল বিক্রি করে ওদের দিন চলে। সে-ই জিদ করে তাদের বর্তমান বাসাটি তৈরি করিয়েছে। বিয়ের পরে যা কিছু আসবাবপত্র ছিল সেগুলোও স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে আনিয়ে নিয়েছে।

পনেরো বছর বয়সেই একজন আমেরিকান ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে বিয়ে করেছিল মারিয়া। তার বাবার মৃত্যুর পরে স্বামীর সাথে সে নেভাডার ভার্জিনিয়া শহরে চলে যায়। ওখানে রুপার খনিতে অনেক টাকা কামিয়ে ওরা স্যান ফ্রান্সিসকোয় বাস করতে যায়। কিন্তু মদ আর জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে ওর স্বামী। একদিন মাতাল অবস্থায় মারামারি করতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে সে নিহত হলো। এরপরেই মারিয়া আবার ভাইদের কাছে ফিরে এসেছে।

দ্বিতীয়বার হঠাৎ করেই মার্কের সামনে হাজির হলো মারিয়া। কাপড়ের সামান্য খস্‌খস্‌ শব্দ। মোকাসিনের জুতো পায়ে পাথরের উপর দিয়ে নিঃশব্দেই সে হাজির হলো। সোজা এগিয়ে এসে মার্কের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটা পেয়ালা নামিয়ে রাখল। স্ট্যু—এখনও গরম রয়েছে।

'খাও···কথা বলার সময় নেই।'

ক্ষুধার্তভাবে খেতে শুরু করল মার্ক। ওর ব্যান্ডেজ বদলে দেওয়ায় ব্যস্ত হলো মারিয়া। ফোলা অনেক কমে গেছে। ক্ষতটা এখন অনেক সহনীয় দেখাচ্ছে। ধুয়ে-মুছে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আবার ওটা বেঁধে দিল সে।

মার্কের খাওয়া শেষ হলে পেয়ালাটা ধুয়ে আনল মেয়েটা। তারপর ফিরে এসে কাপড়ে পেঁচানো কিছু শুকনো মাংস আর খাবার ওর হাতে দিল। 'আগুন জ্বেলো না,' সাবধান করল মারিয়া। 'ওরা তোমাকে খুঁজছে।'

উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মার্ক ওর স্কার্ট ধরে ফেলল। মাথা নামিয়ে ওর দিকে চাইল মারিয়া। ওর গম্ভীর মুখ দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই।

'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমি?'

'কিন্তু তা হলে কাকে ধন্যবাদ জানাব?'

' "ধন্যবাদ"···দরকার নেই।'

'অন্তত তোমার নামটা বলো?'

কোন জবাব দিল না মেয়েটা। ধৈর্য ধরে চুপ করে অপেক্ষা করল সে। স্কার্ট ছেড়ে দিল মার্ক। সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে রওনা হলো মেয়েটা। গলা উঁচিয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করল আহত মার্ক। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'তুমি···অপূর্ব সুন্দরী তুমি।'

'বেশি কথা বল তুমি···এবার ঘুমাও।'

পাথরের আড়ালে চলে যাবার আগে মেয়েটা একটু থমকে দাঁড়াল। ফিরে চাইল না, মাথাটা সামান্য ফিরিয়ে বলল, 'মারিয়া ক্রিস্টিনা,' পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ওর যাওয়ার শব্দ শোনার চেষ্টা করল মার্ক, কিন্তু পানি পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। নিজের জীবন বিপন্ন করে মেয়েটা এখানে এসেছিল। নীচের লোকদের কাছে মেয়ে-পুরুষ বাচ-বিচার নেই। ওদের চোখে শত্রু শত্রুই।

লুই পেরেজকে নিয়েই ওর বেশি ভয়। লোকটার নাম ডাক আর নষ্টামি সবই আছে। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের অভিযানে স্কাউট ছিল লোকটা। নিজের খেয়াল খুশিমত ওদের ফাঁদে ফেলত সে। ইন্ডিয়ানদের সাথে বহুদিন বাস করেছে পেরেজ। শুধু মায়ের দিকের ইউতে ইন্ডিয়ান নয়, নাভাজো আর অ্যাপাচিদের সাথেও অনেকদিন কাটিয়েছে সে। ওই লোকটা ঠিকই মেয়েটার দিকে নজর রাখবে। আহত লোকের পরিচর্যা আর খাবার দরকার। এদিকে লোক বসতি নেই—সুতরাং সাহায্য পেতে হলে মার্ককে এই পরিবারের উপরই নির্ভর করতে হবে। কথাটা লুই পেরেজকে কারও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

'মারিয়া ক্রিস্টিনা।'

ফিসফিস করে আপন মনেই উচ্চারণ করল মার্ক। শব্দটা ওর কাছে খুব মধুর শোনাল। নিশ্চয়ই স্প্যানিশ। যদিও মেয়েটার চলাফেরা ইন্ডিয়ান মেয়েদের মতই, কিন্তু ওর মাঝে সেই সাথে একটা বনেদী স্প্যানিশ আভিজাত্যও রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তিত্ব এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিরল। মার্কের মনে দাগ কেটেছে মারিয়া।

রাইফেল আর পিস্তলগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখল মার্ক। সাবধান থাকতে হবে। যে-কোন মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। যে-কোন মুহূর্তে ওর জীবনের ইতি ঘটতে পারে। সে নিজে কোন চিহ্ন রাখছে না বটে, কিন্তু মেয়েটার যাওয়া আসা কতক্ষণ গোপন থাকবে।

ওর কাছে যা খাবার আছে তাতে অল্প করে খেলে ওর দু'দিন চলে যাবে। মেয়েটা আবার কবে আসতে পারবে বা আদৌ আর আসবে কিনা কিছুই বলা যায় না।

যে পথে মেয়েটা উপরে আসে সেটা নিশ্চয়ই খুব ভাল মত আড়ালে আছে। তবু উপরে ওঠার পথটা যে কেউ চেনে এতেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। পথটা ওরা খুঁজে পেলে আর পালাবার কোন উপায়ই থাকবে না। নিজে না মরা পর্যন্ত ওদের সাথে লড়ে শেষে তাকেও মরতে হবে। ওরা যখন আসে তখন যেন সে জেগে থাকে, এটুকুই চায় সে।

আকাশের দিকে চেয়ে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। শরীর খুব দুর্বল—সামান্য চলাফেরাতেও সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকদিন, হয়তো যাত্রা করার মত সুস্থ হতে তার কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। কিন্তু সে অনেক লম্বা সময়। বারবারই ঘুরে ফিরে মারিয়া ক্রিস্টিনার কথা মনে পড়ছে ওর।

মাঝে মাঝে ক্যানিয়নে কিংবা মেসার মাথায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। অক্লান্তভাবে ওকে খোঁজা হচ্ছে। ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা

খেয়ে উঠল। ছায়াগুলো বড় হচ্ছে—আকাশে গত রাতের সেই নিঃসঙ্গ তারাটিকে দেখার অপেক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে রইল মার্ক।

তার ওপরে একটির জায়গায় দুটো তারা উঠেছে। একটা উপরে, অন্যটা তার একটু নীচে। কিন্তু না, নীচেরটা তারা নয়—ক্রেস্টের উপরে একটা আগুন জ্বলছে। মানুষ-শিকারী মানুষগুলো ওখানে ক্যাম্প করেছে।

দুই

দুই লোকের কাছে আছে আহতদের দায়। মার্ক যেখানে আছে সেখান থেকে আট মাইল দূরে ওদের ক্যাম্প। ট্রেইলিং করছে ওয়াকার-লোবো নামে আধা ইন্ডিয়ানের লোক। সবাইকেই ট্র্যাক ধরে নিচ্ছে—কিন্তু ওরা কেউ ট্র্যাকারের মত না। নিজের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হবে দুই লোকের। একজনের পরে আর হাইওয়ানের মত মার্ককে অনুসরণ করতে এসে তার ট্রেইল হারিয়েছে সে। মার্ক তার চোখে ধুলো দিয়েছে। হয় সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কিংবা এখানেই কোথাও নিরাপদে লুকিয়ে আছে।

ট্রেইলটা হঠাৎ করে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ঠিক কোথায় যে হারিয়ে গেছে তাও নিশ্চিত বলা মুশকিল। রেমিংসের ধারণা মার্ক মেসার ওটোম-উইলিয়ামসনেও একই মত। কিন্তু লোকের বিশ্বাস ও মেসার উপর উঠেছিল। কেন যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি ও। মেসার মাথায় কেবল মাত্র দুটো টাটকা চিহ্ন দেখতে পেয়েছে সে—কিন্তু তার কোনটাই মার্কের বলে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অনেক রক্ত হারিয়েছে আহত লোকটা, কিন্তু তবু সামনে এগিয়ে গেছে। আর এগোনোর সময়ে মাথা খাটাতে ভোলেনি সে। এই ধরনের লোকই সাংঘাতিক মানুষ হয়।

মার্ককে চেনে না লোকে। কিন্তু ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে বুঝেছে যে লোকটা কথা নির্জন এলাকায় চলতে অভ্যস্ত। সে জানে কী ভাবে চিহ্ন লুকাতে হয়। সাধারণ চালাক পদ্ধতিগুলোর একটিও সে ব্যবহার করেনি। একই উপায়ে দুবার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টাও সে করেনি।

যে এলাকা দিয়ে চলেছে ওরা তা একেবারে জনমানবহীন আর ধুলো। মেক্সিকো আর অ্যারিজোনার সীমান্ত রয়েছে ওদের উত্তরে। সনোরা আর চিহুয়াহুয়ার সীমানা দক্ষিণে। এখানে বসবাস পানির বড় অভাব। তাই এদিকে লোকবসতি গড়ে উঠেনি। মেক্সিকোতে ঢুকেও প্রথম পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কারও বাস নেই।

অতীতে সীমান্তের ধারে ইন্ডিয়ানদের সাথে অনেকেরই কঠিন মারপিট হয়েছে। ওদের মধ্যে কেবল পাবলো চাভেজই শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু শক্তিশালী দাঁড় দলের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকেও মরতে হয়েছে। সুতরাং আহত লোকটির সাহায্য পেতে হলে ওই একমাত্র চাভেজ পরিবার ছাড়া আর কোন গতি নেই।

'গোর্ডনরেঞ্জটা একটা ভুলভুল,' বলল স্টিফেন।

'কিন্তু এই মেয়েটি সাহসী,' মন্তব্য করল উইল।

'সাহস থাকলেই কী, এই খোলামেলা জায়গায় লোকটাকে সাহায্য করতে গেলে আমরা কেউ বেঁচে ফিরব না,' জবাব দিল স্টিফেন।

'কিন্তু লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ কই?'

ওদের আলোচনা উপেক্ষা করে মনে মনে মেয়েটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল পেরেক। মার্সিয়ানদের জন্য ওর কোন সহানুভূতি এখন আর নেই—এটা ভাল করেই জানে সে। সঙ্গত কারণেই শীটদের দেখতে পারে না মেয়েটা। প্রশ্ন হচ্ছে: তবে কি শীটদের প্রতি আক্রোশের বশেই সবকিছু হারাবার ঝুঁকি নেবে এই মেয়ে?

নিতে পারে...

মেয়েটার উপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল সে। গোর্ডনরেঞ্জের চোখ দুটো যে রকম অস্থিরভাবে বারবার পাহাড়গুলোর ভিতরে কাউকে খুঁজে ফিরছে তা দেখেই পেরেক বুঝে নিয়েছে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে এই মেক্সিকান যুবক। যে-কোন অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ লোকের মনে হতে পারত সব ঠিক আছে। কিন্তু পেরেক আন্দাজ করল ঝামেলা এড়াতে চায় সে। শীটদের দলটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই গোলমাল বাধার সম্ভাবনা আছে বুঝেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও।

মেসার মাথায় ঝোপের আড়ালে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসল পেরেক। ওর হাতে দুরবীন। ওখান থেকে মার্সিয়ানদের বাড়ির আশেপাশে সব গতিবিধির উপর নজর রাখা সম্ভব। অসীম ধৈর্য আছে লোকটার। ট্র্যাক করার কাজ শুরু হলে সময় ওর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন আর কিছুই ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।

বিকেলে মারিয়া আর হুয়ান ভেড়া নিয়ে ফিরে এল। বাড়ির কাছেই খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হলো ভেড়া। বড় কুকুরগুলোকে খাওয়ানো হলো। বাড়ির চিমনি দিয়ে অলস গতিতে ধোঁয়া উঠছে।

কেউ বেরিয়ে এসে কাঠ কাটছে। কুড়ালের উঠানামা দেখতে পাচ্ছে পেরেক। সেখান থেকে কিছুক্ষণ পরে কুঠার পড়ার ভোঁতা শব্দটা এতদূরে ওর কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। ডোবার আগে ছায়াগুলোকে সূর্য তার কমলা রঙের ছোপ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। দূরে ওগুলো জ্বলন্ত আগুনের মত দেখাচ্ছে। পাইপ ধরিয়ে অপেক্ষা করছে পেরেক। সময় হয়েছে...

কিন্তু কিছুই ঘটল না। ভুতুড়ে মত পাহাড়গুলোর আঙুলের মত ছায়া আরও লম্বা হলো। অপেক্ষাকৃত গভীর ক্যানিয়নগুলো আঁধার গ্রাস করল। মারিয়া ক্রিস্টিনাকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে শিকারী হাউন্ডের মত খাড়া হয়ে বসল পেরেক। কিন্তু মেয়েটা কেবল খোঁয়াড়ের বেড়াগুলো ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখে আবার ঘরে ঢুকল। একসময়ে ওই ক্যানিয়নটাও অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বাড়ির দুটো জানালায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হয়ে এল রাত।

হয়তো সে ভুল করেছে। হয়তো ওরা কিছুই জানে না। তবু রাতে আরও কাছে গিয়ে নজর রাখা যায়।

সন্ধ্যার একটু আগে দুর্বল শরীরে হেঁটে হেঁটে ক্রল করে রিজের ধারে হাজির হলো মার্ক। ঝোপের আড়াল থেকে ক্যানিয়নের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখল সে।

এই প্রথম পরিস্থিতিটা ভাল করে বুঝে দেখার সুযোগ পেল মার্ক। ঠিক তার নীচেই ক্যানিয়নটা চওড়ায় একশো গজেরও কম হবে। কিন্তু অল্পদূর গিয়েই ওটা আরও চওড়া হয়ে দু'মাইল দূরে বিস্তৃত সমতল ভূমির সাথে গিয়ে মিশেছে। সীমান্তের দুই পাশেই ছড়িয়ে আছে ওটা—ওই জমিতেই লীডদের গরু-মহিষ চরে।

ক্যানিয়নের মাঝখানে—যেখানটা সবচেয়ে চওড়া—সেখানে দেখা যাচ্ছে মার্টিয়া ক্রিস্টিনাদের ছোট বাড়ি। এই এলাকাটাতেই ঘাস সবচেয়ে বেশি। জমি চষার উপযোগী নয়, ক্যানিয়নের ঢালগুলোতে প্রচুর ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। ওগুলো গরুর চমৎকার খাবার।

একবার তার মনে হলো ক্যানিয়নের ভিতর কিছু যেন নড়ল, ঠিক উল্টোদিকের খাড়া দেয়ালটার ধারে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও যখন আর কিছু নজরে পড়ল না তখন বুঝল ওটা চোখের ভুল।

ওখানে শুয়ে শুয়ে সব অন্ধকারে মিশে একাকার না হওয়া পর্যন্ত ক্যানিয়নের উপর নজর রাখল মার্ক। উল্টোদিকের খাড়া পাহাড়ের মাথায় বসে পেড্রোও ক্যানিয়নের উপর নজর রেখেছে টের পেল না সে। একটু শীত-শীত করছে। আবার ক্রল করে কম্বলের কাছে ফিরে এল। বিশ্রাম নিয়ে হারানো শক্তি কিছুটা ফিরে পেয়ে এক টুকরো শুকনো মাংস মুখে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে পুরো স্বাদ নিয়ে খেলো।

মেয়েটা তার জন্য নিজের উপর বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে। ওকে এটা করতে দেওয়া মার্কের ঠিক হচ্ছে না—কিন্তু উপায়ই বা কি? বোঝাই যাচ্ছে লীডের লোকজন সবার দৃঢ় ধারণা সে আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে, তা না হলে ওরা অবশ্যই এগিয়ে যেত। কতক্ষণ তার এই লুকিয়ে থাকা জায়গাটা ওদের কাছে অজানা থাকবে? হতে পারে উল্টোদিকের পাহাড়ের মাথা থেকে কারও চোখে পড়ে যাবে তার এই অবস্থানটা। কিংবা ওর পদচিহ্ন দেখে ফেলতে পারে কেউ।

আগুন নিয়ে খেলছে মার্টিয়া ক্রিস্টিনা। দুই পেশাদারের বিরুদ্ধে সে লুকোচুরি খেলতে নেমেছে। শেষ পর্যন্ত কে যে হারবে তাতে সন্দেহ নেই।

সমানে সমানে দৌড়ে তার লাল ঘোড়াটাকে এই এলাকার কোন ঘোড়া ধরতে পারবে না এটা ঠিক—কিন্তু ক্যানিয়নের উপর নিশ্চয়ই নজর রাখা হচ্ছে, আর তা ছাড়া জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার মত শক্তি এখন তার দেহে নেই। কাজ বাকি পড়ে রয়েছে ওর—জেমেটের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি দিতে হবে—সম্ভব হলে চুরি করা ঘোড়াগুলোর দামও সে ওদের কাছ থেকে আদায় করবে।

সূর্য উঠার সাথে সাথে মার্কও উঠল। কিছু টর্টিয়া (Tortilla-চাপাটি রুটির মত স্প্যানিশ প্যান কেক) আর একটু মাংস খেয়ে চৌবাচ্চা থেকে অনেকখানি পানি খেলো সে। পেশীগুলোকে শক্ত আর ঢিল করে আঙুলগুলো নমনীয় রাখার জন্য কিছুক্ষণ ব্যায়াম করল। আর একটু বেলা হতেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে রোদে বসলো সে। পরে ক্রল করে রিজের ধারে যাবার চেষ্টা করেও পারল

মন-শরীর এখনও খুব দুর্বল।

লাল ঘোড়াটা ডাকোটার পিছন দিকে ঘাস খাচ্ছে। ওখানে কারও চোখে পড়ে যাবার ভয় নেই। ক্রিকের ধারে ঝোপঝাড়ের কাছে না গেলে কেউ দেখতে পাবে না ওকে।

ধীরে ধীরে দিন গড়িয়ে চলল...

দুপুরটায় কিছু নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিল মারিয়া। ফোলা একেবারে কমে গেছে। ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতটা ধোয়ার সময়ে সে লক্ষ করল দ্রুত ভালোর দিকে যাচ্ছে ওটা—তবে সারতে এখনও কিছু সময় লাগবে।

জিনের সাথে বাঁধা ব্যাগ থেকে নিজের দূরবীনটা বের করে নিল মার্ক। একটা জার্মান দোকান থেকে শক্তিশালী দূরবীনটা কিনেছিল সে। ঘোড়া শিকারে ওটা তার খুব সহায়তা করেছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে সময় নিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। ক্যানিয়নের খুঁটিনাটি মুখস্থ করে নিচ্ছে সে। বেশ বেলা হয়েছে...হঠাৎ উত্তরদিকের পাহাড়ে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

ওর চেয়ে অনেক নীচে, কিন্তু ভেড়াগুলো থেকে বেশ উপরে। আবার ভাল ভাবে খুঁজে দেখল। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। হয়তো কোন খরগোশ বা মেঠো ইঁদুর চলার সময়ে একটা পাথর খসিয়ে থাকবে, পাথর থেকেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে, ভাবল মার্ক। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবার ওটা দেখল সে।

সামান্য নড়ছে ওটা ওর চোখে পড়েছে। দূরবীন ঘুরিয়ে আবার জায়গাটা ভাল করে দেখল।

ওখানে লুকোবার কোন ভাল জায়গা নেই। তবে কিছু ঝোপ আর ক্যাকটাস গাছ আছে যার পিছনে অনায়াসে একজন মানুষ শুয়ে নিজেকে আড়াল রাখতে পারবে। লোকটা না নড়লে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। এবার লোকটাকে দেখতে পেল সে। রোগাপটকা একটা একহারা চেহারার বুড়ো। সতর্ক চতুর লোক। নিঃসন্দেহে এই লোকটাই লুট পেয়েছে।

দূরবীন নামিয়ে নিল মার্ক। সরাসরি ওর দিকে তাকালে বিপদ হতে পারে। এই ধরনের লোকেরা কেউ তাদের উপর নজর রাখলে ঠিক সেটা টের পেয়ে যায়।

মারিয়া 'চাঁদনি' ছেড়ার পাশে বসেছে। ছুতোর মেকারই সময়ে বাসায় নিয়ে যাবার জন্য একগাদা লাকড়ি জড়ো করে বোঝার দিকে বাঁধছে।

মেয়েটি কি জানে লোকটা গুহার উপর থেকে ওর উপর নজর রেখেছে? ওকে সাবধান করার উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করছে মার্ক। কিন্তু নিজের উপস্থিতি গোপন রেখে সেটা অসম্ভব। নিরুপায় সে...সব কিছু মেয়েটির উপরই ছেড়ে দিয়ে দুশ্চিন্তায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

লোকটা ওর থেকে কত দূরে আছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল মার্ক। চারশো গজ? না, বেশি হবে—উত্তরদিকের পাহাড়ে ভাঙাচোরা পাথুরে জায়গায় রয়েছে—ছয় বা সাড়ে ছয়শো গজ হবে।

রাইফেলটা নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখল সে। ভেতরে গুলি ভরা আছে। রাইফেল তাক করে গুলি কতখানি নীচে নামবে আন্দাজ করার চেষ্টা করল মার্ক।

তারপর রাইফেল নামিয়ে রাখল। একটা মুহূর্তে গুলি করতর্জনি নীচে নামতে আন্দাজ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আর কোন উপায় না থাকলে গুলি করবে সে।

দু'পায়ে উঠল মারিয়া। আগুনের জন্যই উঠেছে সে। একবার হাই তোলার ভান করল, তারপর রান্নার জন্য কিছু শুকনো কাঠি তুলল। দু'বারেই নজর রাখার জন্য পেরেজ তার মুখ পরিবর্তন করল যেন ওকে চোখে চোখে রাখা যায়। তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার উঠল মারিয়া। এবারে সে পেরেজের নীচে ঝিলের তলায় এসে দাঁড়াল—পেরেজ এখন আর দেখতে পাচ্ছে না ওকে।

এর কোন কারণ খুঁজে পেল না মার্ক। হঠাৎ করেই ওর উদ্দেশ্যটা মার্কের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মেয়েটা জানে ওর উপর নজর রাখছে পেরেজ—ওকে একটু ভুলাচ্ছে সে।

ও যে কী করছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না পেরেজ। আর পেরেজের মত লোকের জন্য এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই। এই সময়ে মেয়েটা হয়তো আহত লোকটাকে কোন সংকেত পাঠাচ্ছে—কিংবা ওর জন্য খাবার লুকিয়ে রাখছে—অথবা হয়তো ওর সাথেই রয়েছে—কিছুই বোঝার উপায় নেই ওর।

উপরে ছটফট করে বেড়াচ্ছে পেরেজ। মেয়েটা নিশ্চিন্তে ঝিলের তলায় বসে সেলাই করে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একটা লোক ওর দিকে এগিয়ে গেল। মার্ক জানে না—কিন্তু এই লোকটাই ওর ভাই গেব্রিয়েল।

ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে মারিয়াকে কিছু বলার সুযোগ দিয়ে অপেক্ষা করল গেব। কিন্তু মারিয়া যখন কিছুই বলল না দেখে সে নিজেই বলল, 'ওরা এখনও এখানেই রয়েছে।'

এবারেও কোন জবাব দিল না মারিয়া। ভাইকে ভালবাসে সে, কিন্তু ওর দুর্বলতায় তার গায়ে আগুন ধরে যায়।

'তুমি জানো ও কোথায় আছে।'

'কে? কার কথা বলছ তুমি?'

'ওরা যে লোকটাকে খুঁজছে—ওর নাম মার্ক।'

'আমি কী জানি? তুমি বলার আগে ওর নামও জানতাম না।'

অর্থপূর্ণভাবে বোনের দিকে চেয়ে রইল গেব। তার নাভাজো স্ত্রী লোকের মতই সহজ সরল সে। বোনকে বোঝে গেব—তার মাকেও বোঝে। কিন্তু বোনটাই কেমন যেন ভিন্ন। হয়তো বিজাতীয় সাদা চামড়ার লোককে বিয়ে করেই মেয়েটা এমন হয়ে গেছে। শহরেও বাস করেছে সে—হতে পারে একারণেই তার চিন্তাধারা একটু অন্য রকম। বুঝতে পারে না সে।

মেয়েটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত। কোন পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করবে না অথচ শহরে গেলেই স্কার্ট দুলিয়ে পুরুষদের উত্তেজিত করবে—এটা কিছুতেই ঠিক নয়। একদিন ওর কারণেই হয়তো তার কাউকে খুন করতে হবে। অন্যান্য মেয়েদের মত একজন পুরুষকে সে বেছে নিলেই পারে। পুরুষ ছাড়া মেয়েদের কোন দাম নেই।

বুঝতে পারছে গীচরা যাকে খুঁজছে সেই লোকটা সম্বন্ধে কিছু লুকাচ্ছে মারিয়া। খুবেই আরও ভয় হচ্ছে তার। যদি ডেনিস গীচ বা আর কেউ ব্যাপারটা

টের পায় তবে আর ওদের কারও রক্ষা থাকবে না। সবাইকেই খুন করবে ওরা। অন্তত মারিয়াকে তো মারবেই।

পরিস্থিতি সেইরকম দাঁড়ালে শেরিডেনকে ওদের সাথে মারপিট করতে হবে—কিন্তু লড়াই চায় না সে। ও একা মানুষ, আর ওরা অনেক।

মারিয়া জানে ওর ভাই কী ভাবছে। এমন কী বুড়ি লেপেজ কী ভাবছে এটাও সে জানে। সেই সকালে পাহাড়ের বাঁকেই ঢুকেছিল। আর্মিনগোটা ভাল করেই চেনে মারিয়া, তাই লেপেজ যে এখন ঠিক কোথায় আছে তাও জানে। কিন্তু এখনও সেটা কোন সমস্যা নয়। ওই আহত লোকটার কাছে খাবার আর পানি রয়েছে—দরকার পড়লে অন্তত দুদিন ওতেই চালিয়ে নিতে পারবে সে।

প্রথম ওকে দেখে ভেবেছিল লোকটা বুঝি মরেই গেছে। সে যদি ওর দেখাশোনা না করত তবে নির্ঘাত সে মারা যেত—কোন সমস্যাই আর থাকত না। তার বদলে সব উল্টো সে।

এই বিদেশী ছাড়া কেউই নয়। উত্তর আমেরিকার কাউকে ওর পছন্দ হয় না। তার স্বামীর কথা অবশ্য আলাদা...লোকটা তাকে খুব আদর করত। মাতাল অবস্থায়ও সে তার সাথে কোনদিন দুর্ব্যবহার করেনি। কিছু কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ওর প্রতি মারিয়ার একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধ এখনও আছে।

এই লোকটা...আহত হলেও সবল। নরম মোটেও নয়। ওর পিস্তল আর রাইফেলের চকচকে অবস্থা সে লক্ষ করেছে। ওর জিনসে পিস্তলের খাপের ঘষায় ক্ষয়ে গেছে...লোকটা ওগুলোর ব্যবহার ভালই জানে বোঝা যায়।

কোন কারণেই ওর চিন্তা মাথা থেকে সরাতে পারছে না মারিয়া। ওর জন্য দুশ্চিন্তা নেই...নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারবে এই লোক। হারানো শক্তি ফিরে পেলেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসবে ও। আর দেখা হবে না ওর সাথে...হায়।

অস্থির হয়ে উঠেছে শেরিডেন। অনেকদিনের ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া জিনের উপর বসে একটা সিগারেট বানাল সে। পিঠের উপর রোদটা বেশ উপভোগ করছে ও। সে জানে না যে ওদের উপর নজর রাখা হয়েছে, তবে সেটা আন্দাজ করে নিয়েছে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিল সে। চোখ তুলে মারিয়া চাইল ওর দিকে। ঘোড়ার পিঠে বসার ভঙ্গি আর যেভাবে ও পিস্তল ঝোলায়—সত্যি দর্শনীয়।

'আমি জানি ডেনিস লীচের চেয়েও ভাল পিস্তল চালাতে পারো তুমি—কিন্তু তুমি শান্ত। এটাই তোমার একমাত্র দোষ।'

আর পিছু ফিরে না চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সে। আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল আজ—জীবনে এই প্রথমবার মারিয়া তার প্রশংসা করল। কিন্তু ডেনিসকে হারানো—না, তা কী করে হয়! বাড়িয়ে বলেছে মারিয়া। কিন্তু কথাটা ওর মনে পুলক জাগাচ্ছে, মারিয়া সত্যিই তাই বিশ্বাস করে!

সারাটা রাত এবং পরের সারা দিন শুয়ে বিশ্রাম নিল মার্ক। সামান্য খাবারের সাথে প্রচুর পানি খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে। ঘুরে ফিরে মারিয়ার কথা মনে পড়ছে। মেয়েটির মধ্যে এমন একটা অহঙ্কার রয়েছে যেটা পুরুষের রক্তে নেশা ধরায়।

সন্ধ্যায় নীচে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় ঘোড়ার পিঠে তিনজন আরোহী দেখা গেল। পেরেজ তার গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে ওদের সাথে দেখা করল। খালি চোখেই ওদের উপর নজর রেখেছে মার্ক। সূর্য এখন হেলে পড়েছে। দূরবীন ব্যবহার করলে কাঁচের ঝিলিক থেকে ওরা হয়তো তার অবস্থান টের পেয়ে যেতে পারে, তাই ওটা চোখে লাগায়নি সে।

ভেড়া ফিরে যাচ্ছে খোঁয়াড়ে। মারিয়াকে খুঁজল মার্ক। ভেড়ার সাথে মারিয়া নেই!

কথা শেষ করে পেরেজ আবার তার জায়গার দিকে ফিরে গেল। ছেলেটা একা রয়েছে তা এখনই লক্ষ করবে পেরেজ। পাশ থেকে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল মার্ক। কিন্তু ওদের সাথে হয়তো কিছু কথা বাকি ছিল, পেরেজ আবার ওদের দিকে ফিরে গেল।

একটা নুড়ির শব্দে ঝট করে ঘুরল মার্ক। ক্যাকটাসঝোপের পিছন দিকে মারিয়া ক্রিস্টিনা এগিয়ে আসছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে ওর—চোখ দুটো বিস্ফারিত। ওর হাতে ছোট একটা খাবারের পুঁটলি। চলে যাচ্ছিল মেয়েটা—ওর হাত ধরে ফেলল মার্ক। 'কুইদাদো,' ঘোড়ার পিঠে তিনজন আরোহীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'জলদি যাও, ওরা বুঝে ফেলবে তুমি নেই।'

ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল মেয়েটা। চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। 'কেন, তোমার ভয় হচ্ছে ওরা জেনে যাবে তুমি কোথায় আছ? নাকি ভাবছ আর খাবার পাবে না?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' সংক্ষেপে জবাব দিল মার্ক।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল মারিয়া।

'সাবধানে থেকো,' বলল সে। 'তোমাকে ভাল লাগে, মারিয়া।'

ওর দিকে চাইল মারিয়া। একটু যেন চমক খেলে গেল ওর চোখে। কিছু বলতে গিয়েও না বলেই হঠাৎ ফিরে গেল।

পেরেজকে আর দেখা যাচ্ছে না—অদৃশ্য হয়েছে সে। বাকি তিনজন ফিরে যাচ্ছে। ওদিকে চেয়ে আছে মার্ক, হাতে রাইফেল। ওর মনে কোন সংশয় নেই—পেরেজ যদি মেয়েটাকে অনুসরণ করে, গুলি করবে সে। শেষ করবে ওকে।

সেই রাতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর উঠে রাইফেলটাকে ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করে কয়েক পা হাঁটল মার্ক। তারপর ক্লান্তিতে বসে পড়ল। পরে আবার কয়েক পা হাঁটল।

মারিয়া যখন বাসায় পৌঁছল ততক্ষণে হুয়ান ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ভরে বাসায় ঢুকে পড়েছে। ঘুরে ঝরনার দিক দিয়ে ফিরল মারিয়া। ওখানে বালতি রেখে এসেছিল সে। বাসার ভিতর গেব্রিয়েলের উত্তেজিত চড়া গলা শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকল মারিয়া।

অন্ধকার কোণ থেকে আড়চোখে বিরক্ত দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে চাইল ওর মা। একটা ঝগড়ার মাঝখানে ঘরে ঢুকেছে ও। হঠাৎ সবাই একসাথে চুপ হয়ে গেছে।

গোমড়া মুখে মারিয়ার দিকে চেয়ে আছে গেব। ওকে মোটেও পাত্তা না দিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে হাত ধুতে গেল সে। টেবিলে খাবার বাড়ছে ওর মা।

নিজের ছুরি-কাঁটা নিয়ে টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে জুয়ান। ফায়ারপ্লেসের আগুন আর মোমবাতির আলোয় ঘরটা আলোকিত। ঘরটা মোটামুটি বড়ই—এটাই ওরা নিজেদের বসার ঘর, খাবার ঘর আর রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করে। তিনটে শোবার ঘর আর একটা বৈঠকখানাও আছে, কিন্তু ওটা ব্যবহৃত হয় না।

পায়চারি করছে গেব্রিয়েল। হঠাৎ মারিয়ার দিকে ফিরে কথাটা সে বলেই ফেলল। 'তুমি আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে! ওই লোকটাকে লুকিয়ে রেখেছ তুমি!'

ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে চাইল মারিয়া। 'তুমি একটা বোকা গাধা,' বলল সে।

কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল গেব। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে ওদিকে চেয়ে রইল মারিয়া। যে পরিমাণ রেগেছে তাতে গেব যে কী করে বসবে তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু ক্রিকের ওই গুপ্ত জায়গাটার কথা ওর জানা নেই। এমনকী জুয়ানও জানে না।

গেব অবশ্য ঠিকই বলেছে। ওই লোকটাকে সাহায্য করা মানেই পরিবারের সবার উপর বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু ওকে ওভাবে একাকী আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি মারিয়া।

ধুপধাপ শব্দে পা ফেলে ফিরে গুম হয়ে টেবিলে বসে খেতে শুরু করল গেব। 'তোমার এমন করার কোন অধিকার নেই। কোথায় আছে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না আমি।'

উত্তেজিত হয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল গেব। 'ঠিকই জানো!' চিৎকার করল সে। 'তুমিই লুকিয়ে রেখেছ ওকে! খাওয়াচ্ছ!'

'যদি করেই থাকি—তাতে কী?'

'ঘরে আগুন দিয়ে আমাদের পুড়িয়ে শেষ করবে ওরা! জেড্রাগুলো সব মেরে ফেলবে!'

'আর তুমি কী করবে? বাধা দেবে, নাকি পালাবে?'

বোনের সাথে তাকাল গেব। 'লড়ব!'

'ঠিক আছে…আমিও তাই করছি।'

ধপ করে বসে চুপচাপ আবার খেতে শুরু করল গেব। খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। জানালার কাছে একটু থেমে দাঁড়িয়েছিল—মারিয়ার চোখ পড়ল ওর উপর। লম্বা অল্পবয়সী একটা যুবক, খুব রোগা, পরনে পুরোনো জীর্ণ জামাকাপড়। বুকের ভিতর খচ্ করে একটা ব্যথা অনুভব করল…এটা অন্যায়…গেবের মধ্যে উচ্ছল যৌবনের বড় অভাব। হেসে-খেলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো নেই, রঙীন নতুন জামাকাপড় পরে মেয়েদের সাথে ঘোরার আনন্দও সে কোনদিন পায়নি। নিঃসঙ্গ একা ভয়ে ভয়ে বিদেশী অপরিচিত পরিবেশে ছেলেটা বড় হয়েছে। ভীত যুবকে পরিণত হওয়াই তো ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

গেব ঠিকই বলেছে। পরিবারের সবার বিপদ ডেকে আনার কোন অধিকার

মারিয়ার নেই। গোলমালের ভিতরই ওদের জন্ম, ভয়ের হাওয়ায় বড় হয়েছে ওরা। সে দিক থেকে তবু কয়েকটা বছর এসব থেকে দূরে থেকেছে। ওই সময়ে তিক্ততা যে মোটেও ছিল না তা নয়—তবু ভালই ছিল সে।

ক্রিসের উপর লোকটাকে কেন সাহায্য করছে সে? লোকটা তার বাবার হত্যাকারীদের শত্রু বলেই—নাকি আহত, তাই? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেনি।

ঘোরের মধ্যে লোকটা যখন বিলাপ করছিল, খেয়াল করে শুনেছে মারিয়া, কোন মেয়ের নাম উচ্চারণ করেনি সে। কিন্তু এটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে কেন?

লোকটার ভিতর একটা কিছু আছে যা ওর মনে অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দিয়েছে। অতসব ঝামেলার মধ্যেও তার সব অস্থিরতা শান্ত করেছে। ওর ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলছে বলে মন থেকে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল সে। নিছক কল্পনা...আর কিছু নয়। সে আর এখন কচি খুকিটি নেই যে এত সহজে কোন পুরুষ তার মনে এমন দোলা জাগাবে।

অন্ধকারে উঠে দাঁড়াল মার্ক। রাইফেলটাকে আবার ক্রাচের মত ব্যবহার করে হাঁটতে চেষ্টা করল। খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে সে। শুষ্ক রাতে একটা নুড়ি পড়লেও অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যাবে। তাই কোনরকম অস্বাভাবিক শব্দ না করে হাঁটতে চেষ্টা করছে ও। কোমরে পিস্তলের বেল্ট ঝুলিয়ে নিয়েছে। ওর হাতের দক্ষতা কাজে লাগবে। পিস্তল আর রাইফেল হাতের কাছে রাখা দরকার—যে-কোন মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে।

সাত-পাঁচ ভেবে ধ্বংসস্তূপের পিছন দিয়ে মারিয়া যে পথে উপরে আসে সেদিকে এগোল মার্ক। একটা বিরাট ফাটল ওর চোখে পড়ল। কিন্তু মেয়েটা উপরে উঠার সময়ে কোন শব্দ করেনি। একটা সরু পথ দেখতে পেল সে। ঢালু, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ফাটলটা। কিন্তু তার পাশেই দালের ধার ঘেঁষে মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া একটা পথ রয়েছে।

পানির কাছে ফিরে এসে পেট ভরে পানি খেলো সে। ইদানীং অনেক পানি খেয়েও যেন তৃষ্ণা মেটে না। দমকা হাওয়ায় ধোঁয়ার গন্ধ ওর নাকে এল। ওরা এখনও রয়েছে। ক্যানিয়নের অন্য পাশেই আছে। সে যে এখানেই লুকিয়ে আছে তা কি জানে ওরা? নাকি পেত্রেজের একটা অজ্ঞ ধারণা এটা?

এখনও বেশ দুর্বল সে। তবু এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ার একটা অদম্য ইচ্ছা তাকে অস্থির করে তুলেছে। লাল ঘোড়াটাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘাস কমে আসছে—আর বেশিদিন ওর চলবে না। আটকা পড়ে গেছে ওরা। কিন্তু এভাবে থাকা চলবে না। আবার রাইফেলটাকে ক্রাচ করে চলার চেষ্টা করল মার্ক। নিজের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছে সে। খুব খিদে পেয়েছে ওর—এটা কি আরোগ্যের লক্ষণ? আজকাল সবসময়েই কেবল খিদে পায়।

আবার এলাকাটা খুঁটিয়ে বিচার করে দেখল মার্ক। এই ধরনের এলাকা ওর পরিচিত। ক্যানিয়ন, বিচ্ছিন্ন টিবি আর পাহাড়ের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত যোগাযোগ রয়েছে। ক্যানিয়নগুলোরও একটা নিজস্ব ধাঁচ রয়েছে। খাড়া চড়াই পথে মেসার মাথায় উঠে পালানোর চেষ্টা...অবশ্যই হাত-পা পেটের ভিতর

ঢুকে যেতে চায়। আর দিনের বেলা খোলা এলাকায় পালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

মরিয়া ক্রিস্টিনার কথা ভাবল সে। কে মেয়েটি?...এমন একাকী...স্বাধীন...গর্বিত। ওর দেহের প্রতিটি ভাঁজ তার বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারার মতই ক্ষুরধার। জামা-কাপড় জীর্ণ হলেও রাণীর মত ওর চলাফেরা।

কিন্তু ওর কথা কেন ভাবছে সে? সেই অধিকার কি তার আছে? এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথাই কেবল তার ভাবা উচিত। সে যত বেশিদিন এখানে থাকবে, ওদের উপর বিপদও ততই বাড়বে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে হঠাৎ টান লেগে ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল মার্ক। হাঁটু গেড়ে বসে ছোট ছোট শ্বাস নিচ্ছে ও। সামান্য অপ্রত্যাশিত নড়াচড়াতেই যদি তার এই অবস্থা হয় তবে এই মুহূর্তে পালানোর কথা ভাবা অর্থহীন।

হামাগুড়ি দিয়ে কম্বলের কাছে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল মার্ক। তার হাত আপনাআপনি চলে গেছে পিস্তলের বাঁটের উপর...তার ঘুম কে ভাঙাল? রাতের সাধারণত কোন শব্দে তার ঘুম এভাবে ভাঙত না। তার অবচেতন মন ওসব শব্দ চেনে। নিশ্চয়ই অন্য কোন অচেনা শব্দে জেগেছে ও—রাতের বেলা সাধারণত যে সব শব্দ হয়, এটা তার ব্যতিক্রম।

মৃদু বাতাস বইছে। চাঁদের আলোয় রাতটা রূপালী—বৃক্ষ চূড়াগুলোর লম্বালম্বা ছায়া পড়েছে। তা হলে এটা তার কল্পনা না মনের ভুল। হয়তো বা জ্বরের ঘোরে ভুল শুনেছে। তবু আর একটু অপেক্ষা করল সে। শ্বাসের সাথে বুক ভরে রাতের টাটকা ঠাণ্ডা হাওয়া নিল। তারাগুলো আকাশে নিঃশব্দ প্রদীপের মত টিপটিপ করে জ্বলছে। ক্ষতের পাশটা বেশ চুলকাচ্ছে আজ। সম্ভবত জ্বর ছেড়ে উঠেছে সে।

পিছন ফিরেই আবার চমকাল মার্ক। একটা মৃদু শব্দ—নীচে কার্নিশে কিছু যেন নড়ছে। কান পেতে শুনল...নীরব রাতে প্রতিটি ছোটখাট সামান্য শব্দও কানে আসছে। অস্পষ্ট শব্দ। কিন্তু...কেউ যেন কার্নিশে নড়াচড়া করছে।

দম বন্ধ করে চুপ করে অপেক্ষা করছে মার্ক। ভয়ে কোন শব্দ করছে না। সে যেমন শুনতে পাচ্ছে অপর পক্ষও ঠিক তেমনি শুনে ফেলতে পারে—হয়তো শুনেছেও।

সে কি ঘুমের ঘোরে কোন শব্দ করেছে? মনে হয় না, কারণ ঘুমের মধ্যেও মানুষের অবচেতন মন সাবধান থাকে। সর্বক্ষণ পাহারা দেয়। তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, তাই নীচের শব্দ সে যত পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে নীচে থেকে এমন শোনা যাবে না।

আবার অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ হলো...এই রাত দুপুরে কি অনুসরণকারীদের কেউ তাকে খুঁজতে বেরুবে? কেউ কোন আভাস পায়নি তো? আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। বহুদূরে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা কয়োটি তার ফরিয়াদ জানাল।

'এর কোন মানে বুঝতে পারছি না,' স্থিরভাবে নড়ে উঠে আগুনের দিকে চাইল ম্যাগনাস পীচ। 'একটা মানুষের পক্ষে এভাবে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অসম্ভব—কিন্তু তাই ঘটেছে।'

উইলফ্রেড তার মুখে পোড়া তামাক জিভ দিয়ে সরিয়ে অন্যপাশে নিল। কোন জবাব দিল না সে। ব্যাপারটাকে সে নিজস্ব পদ্ধতিতে দীর্ঘক্ষণ ভাবে বিবেচনা করে দেখছে। ওদের সবার মধ্যে একমাত্র উইলফ্রেডকেই ডেনিস একটু সমীহ করে চলে। ম্যাগনাসের কথা আলাদা—যদিও তাদের দুজনাকেই উইলের শক্ত চোয়ালের দিকে চোখ পড়লে আরও ভয় করে।

স্টিফেন বলল, 'এই মেসার ওপরই কোথাও ওকে হারিয়েছি। গুরুতর আহত অবস্থায় নিশ্চয়ই বেশি দূরে যেতে পারেনি সে।'

এই স্টিফেন টীগেরই আপন ভাই ওয়াল্টার। ওকেই রাস্তার উপর গুলি করে মেরেছে মার্ক। ক্লেমেন্টকে হত্যা করার সময়ে ডেনিসের সাথে স্টিফেনও ছিল। অর্থাৎ আর খুনোখুনি ওর রক্তের সাথে মিশে আছে। কুকর্মের ফল একদিন তাকে ভোগ করতেই হবে, এটা সে বিশ্বাস করে না। তাই ভয় নেই ওর—মার্ককে খুন করে বদলা নেবে বলে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

'লোকটা আদৌ মেসার ওপর উঠেছিল কিনা কে জানে?' বলল ম্যাগনাস।

গত দুইদিন অনুসন্ধানের কাজ অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। এতে ডেনিস বরং খুশিই হয়েছে। দলের দুজন খামারের কাছে ফিরে গেছে, আরও একজন ফিরে গেছে, কারণ ওর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এত লোকের আর দরকার নেই এখন—কানের উপর জমাট বাঁধা মামড়ির উপর হাত রাখল সে—সবাই ফিরে গেলেই ওর জন্য ভাল। কিন্তু নিজস্ব পরিকল্পনা আছে ওর, মার্ককে খুঁজে বের করে হত্যা করার ব্যাপারটা ওর কাছে এখন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উইলও ফিরে যেতে চায়। মেক্সিকান পরিবারের উপর কোন ঝামেলা হোক এটা চায় না সে। উইল ছাড়া আর কেউ হলে এই মেয়েটার প্রতি তার দুর্বলতা আছে ভাবার অবকাশ থাকত। কিন্তু উইলের কারও ব্যাপারেই দুর্বলতা নেই। ওর এই অনুভূতির অভাবে বেশ অস্বস্তি বোধ করে ডেনিস। লোকটা কঠিন। একটু বিলম্ব হলেও সব সময়ই দেখা যায় ওর সিদ্ধান্তই ঠিক।

ঝুঁকে নিজের মগে কফি ভরে নিল পেরেজ। 'আশেপাশেই আছে লোকটা,' শান্ত গলায় বলল সে।

মাথা তুলল উইল। 'তুমি দেখেছ ওকে?'

'না…কিন্তু এখানেই আছে ও।'

'না দেখে থাকলে কী করে জানো?' বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল ডেনিস। মাঝে মাঝে পেরেজের সবজান্তা ভাব দেখে রাগে ওর শরীর জ্বলে ওঠে।

'পেরেজ যখন বলছে লোকটা এখানেই আছে, তখন তাই ঠিক,' মন্তব্য করল উইল।

'কেন জানি না, কিন্তু আমি উপলব্ধি করছি।'

'এখানেই যদি থাকে,' আগুনটা একটু উস্কে দিল স্টিফেন, 'তবে এই ছোটলোকগুলো নিশ্চয়ই ওর কথা জানবে। আমার মতে ওখানে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে…'

'এই ধরনের কিছুই আমরা করব না,' দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করল উইল। অন্যেরা তার সমর্থন করছে কিনা চেয়ে দেখার দরকার বোধ করল না সে।

'ওতে লাভ হবে না কিছু,' মতামত প্রকাশ করল পেরেজ। 'জানলেও মেয়েটা কখনোই মুখ খুলবে না।'

'ওকে দিয়ে কথা বলিয়ে ছাড়ব আমি!' দুনো জিদে ফুঁসে উঠল স্টিফেন। 'দেখোই না কী হয়!'

'তুমি একেবারেই বোকা,' বলল উইল। 'মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু মুখ খুলবে না ও। ওই মেয়ের জাতই আলাদা।'

ছোট কিছু খাবার আর নিজের কফি নিয়ে একপাশে সরে গেল পেরেজ। ওর মাথার মধ্যে এই একটা সমস্যাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না ও। একটা আহত লোক, একা…

'আশেপাশেই থাকতে বাধ্য,' বলে চলল উইল। 'বেঁচে থাকলে খেতে হবে ওর, আর এখানে ওই মেক্সিকান পরিবার ছাড়া আর কোথাও খাবার পাবে না সে। কিন্তু ওদের মধ্যে একমাত্র গেব্রিয়েলই বাইরে যায়।'

একটা কম্বলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল ডেনিস। কনুই-এ ভর দিয়ে মাথা তুলল সে, 'স্টিফেন, আগামীকাল তুমি আর ম্যাগনাস গেব্রিয়েলের পিছু নেবে। ও যেখানেই যাক ওকে চোখের আড়াল কোরো না।'

'তাতে লাভ কী হবে? আমার মনে হয় মেয়েটাই ওকে সাহায্য করছে।'

'ডেনিস যখন বলছে তখন তাই করো, স্টিফেন। ওর পিছনেই লেগে থাকো, ছেলেটা একটা না একটা ভুল করবেই–কিংবা ভয় পেয়ে যা জানে বলে দেবে।' সিংহের মত বিরাট মাথাটা ঘুরিয়ে উইল আবার বলল, 'ওর ঘাড়ে চেপে বসার দরকার নেই, দূর থেকে ওর ওপর নজর রাখলেই চলবে।'

মার্ককে কিছুটা চিনতে শুরু করেছে পেরেজ। অনেক পোড় খাওয়া, অভিজ্ঞ লোক। ওকে খুঁজে পেলে সুখের কিছু ঘটবে না।

'আমি ওকে ঠিকই খুঁজে বের করব,' বলল সে, 'কিন্তু ওকে খুঁজে বের করেই আমার কাজ শেষ। তারপর ওকে নিয়ে তোমরা যা খুশি করতে পারো, আমি এরমধ্যে নেই।'

শুকনো চেহারার বুড়ো লোকটার দিকে চাইল সবাই। ওর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি।

'তার মানে?'

'তোমাদের কারও ফেরার সৌভাগ্য হবে না। ওই লোক ভয়ানক একটা নেকড়ে।'

নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল একজন। স্টিফেন অধৈর্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ডেনিসও ওর মনোভাবে রেগেছে। কিন্তু সে জানে পেরেজকে ছাড়া ওই লোকটাকে এতদূর অনুসরণ করে আসা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ওকে ছাড়া তাদের চলবে না। ওয়াল্টার নীচ বেঁচে থাকতে সে ওকে সম্মান দিত–এখন দেয় উইল।

কম্বল বের করে গায়ে জড়িয়ে আকাশের দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে শুয়ে রইল পেরেজ। ওর মনটা উন্মুক্ত পাহাড়গুলোর উপর ঘুরে ফিরছে। এই এলাকাতেই কোথাও…এবং কাছাকাছি। কিন্তু কোথায়?

ভোরের দিকে আকাশটা একটু ফিকে হয়ে আসতেই মার্কের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমেই গাইডদের শব্দগুলোর কথা মনে পড়ল তার। খুব সাবধান থাকতে হবে তাকে।

দিনের আলোয় ক্যাম্পগ্রাউন্ডের পিছন দিকে তাকিয়ে ঢালটা আবার পরীক্ষা করে দেখল মার্ক। একটা বাচ্চা বা মেয়ে এই সরু পথে হয়তো চলতে পারবে, কিন্তু একবার পা ফসকালেই শেষ। মেয়েটা কম দুঃসাহসী নয়। একটা লোকের পক্ষে ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনে এই পথে ঘোড়া নিয়ে নামা অসম্ভব হতে পারে। বুনো ঘোড়াকে এই ধরনের কঠিন পথে চলতে সে দেখেছে। তবে নামতে গিয়ে পড়ে না যাওয়া নিশ্চিত কিছুই হবে না।

যে লোকটাকে সে মহিলার ভাই বলে আন্দাজ করেছিল, তাকে একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ক্যানিয়নে ঢুকতে দেখল মার্ক। লোকটা বাঁক নেওয়ার আগেই ওর পিছনে আরও নতুন লোককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখল। মেক্সিকান যুবক দুবার পিছন ফিরে চাইল। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সে।

আরও নতুন লোক শহুরে কায়দায় আস্তাবলের সামনে ঘোড়া থেকে নামল। তা হলে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। এই পরিবারের সবার উপরই নজর রাখা হচ্ছে! উইলো গাছের আড়াল থেকে আর একজন মহিলার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মহিলা। ওর কালো চুল বাতাসে উড়ছে, স্কার্টটাও অল্প অল্প নড়ছে। শক্ত, একেবারে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

কয়েক মিনিট ওদের কথা চলল। ছোট্ট অটল ভঙ্গি মহিলার। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ওর শরীর কঠিন ভাবটা মার্কের খুব ভাল লাগল। কেমন যেন একটা অজানা আকর্ষণ আছে ওর মধ্যে।

মহিলা যার সাথে কথা বলছে সে দুই ভেবেছিল। কোন আবেগ বা শারীরিক ভঙ্গ নেই। লোকটা যা বলল তাতে মহিলার কোন ভাবান্তর হলো না। চলার সময়ে বাতাসে মেয়েটার জামা ঠিক আর কোমরের সাথে কাপড়ের জন্য সেঁটে থাকল। চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছল মার্ক। বেশ গরম পড়েছে আজ।

না, এভাবে আর চলে না। এবার তাকে যেতে হবে। ওদের জন্য ঝামেলা বাড়াবার কোন অধিকার তার নেই। হঠাৎ করে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে পালাতে হবে। কম্বলের উপর ফিরে গিয়ে রাতের অপেক্ষায় রইল সে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মার্ক। একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দে চমকে উঠে দেখল অন্ধকার হয়ে গেছে। পিস্তল হাতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে। তারপর পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে ক্যাম্পগ্রাউন্ডের দিকে এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষায় রইল।

টুপটাপ করে পানি পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। খুব হালকা পদক্ষেপের একটা আওয়াজ, একটা মৃদু শ্বাস ফেলার শব্দ...লোকটার টুটি চেপে ধরার জন্য হাত বাড়াল মার্ক।

মানুষের ছোঁয়া লাগল ওর হাতে...কয়েক মুহূর্ত প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি চলল। মেয়েলী দেহের নরম জায়গায় হাত পড়তেই থেমে গেল মার্ক। 'মহিলা ডিসিটিয়া?'

'আল্লো!' আবেগহীন ঠান্ডা স্বর। কিন্তু দেহটা উত্তেজনায় টানটান হয়ে রয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুঠো ঢিলে করল মার্ক, তবে হাত সরিয়ে নিল না।

একটু পিছনে সরে গেল মারিয়া। মার্কের হাত মুঠো খুলে পড়ল। বেশ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা। উপরে বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে? ধস্তাধস্তিতে? নাকি...?

'তোমাকে গেরেক বলে ভুল করেছিলাম।'

জবাব দিল না সে। একটু যেন সুগন্ধি মেখেছে মেয়েটা। জংলি ফুলের গন্ধ, খুব হালকা, কিন্তু মিষ্টি। আকাশের গায়ে ওর মুখের আকৃতি আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে মার্ক। 'আমি চলে যাচ্ছি,' বলল সে, 'আমার জন্যে তোমাদের সবার শুধু শুধু বিপদ হচ্ছে।'

এবারেও কিছু বলল না সে। একটু নড়লও না। নিঃসঙ্গ তারাটা আকাশে উঠল। 'তুমি বাঁচিয়েছ আমাকে।'

মার্কের দিকে মুখ ফিরাল সে। কিন্তু অন্ধকারে ওর মুখের ভাব বোঝার উপায় নেই।

'পুরুষের পাশে তোমার স্থান; পিছনে নয়।'

'বেশি কথা বলো তুমি।'

'হয়তো, কিন্তু তাতেও সব কথা বলা হয় না।'

ভাষা খুঁজছে মার্ক–কিন্তু পেল না। সাধারণত সুন্দর বলতে পারে সে। কিন্তু এই মেয়েটির সামনে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে–নিজেকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছে না।

একটা কোয়েল ডেকে উঠল–নীরব রাতকে একটা প্রশ্ন করল যেন–কোন জবাব এল না। মানুষ-শিকারী লোকগুলোর আগুনের ধোঁয়া মার্কের নাকে আসছে। বাতাস ম্যানজানিটা ঝোপগুলোতে দোল দিচ্ছে–পাতায় পাতায় কানাকানি চলছে। কিন্তু মারিয়া কাছে রয়েছে বলে ওসব কিছুই খেয়াল করল না মার্ক।

'এখন যেও না তুমি।'

'যেতেই হবে...ওরা জানে আমি কাছাকাছি কোথাও আছি।'

আবার চুপ করে রইল সে। ওর এই নীরবতার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছে না মার্ক। ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে হঠাৎ লাগামটা তুলে নিতেই ঘোড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। ওকে শান্ত করে ওর পিঠে জিন চড়াল মার্ক। ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়েই দম ফুরিয়ে গেল ওর–আহত পাশটায় চোট লেগেছে। ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল সে। বিষণ্ণভাবে জিনের ওপাশে রাতের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। এ থেকে শেষ পর্যন্ত যদি রেহাই পায় তবে বলতে হবে ওর কপাল সত্যিই ভাল।

'উপর দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'স্লাইড করে নামা যাবে?'

'হয়তো সম্ভব, কিন্তু অনেক শব্দ হবে।'

জিনের পেটিটা শক্ত করে এঁটে দিল মার্ক। তা হলে ওর যাওয়া মেয়েটা স্বীকার করে নিয়েছে। হয়তো ভাবছে ভালই হলো, আপদ বিদায় নিচ্ছে। যাওয়ার মুহূর্তে আর যেতে মন সরছে না ওর। কিছুক্ষণ আগে ধস্তাধস্তির অনুভূতিটা মনে

পড়তেই ওর মুখে রক্তের চাপ বেড়ে গেল। ঝুঁকেই মারিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াল সে।

পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল মারিয়া, কিন্তু তার আগেই মার্কের হাত দুটো ওকে ঘিরে ফেলেছে। বাঘিনীর মত লড়েও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। মার্ক বুকে টেনে নিল ওকে। এবার ওর দেহ শিথিল হলো, কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না। কোনরকম সাড়াই পেল না মার্ক। কিন্তু ওকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও দূরে সরে গেল না সে।

'তুমি একটা পশু।'

নিচু স্বর। কোন আবেগ নেই গলায়। আবার ওকে কাছে টেনে নিল মার্ক। ওর ঠোঁটে, গালে, গলায়, কাঁধে কোমলভাবে চুমো খেলো। এবারেও সরে গেল না। সাড়াও দিল না। আবার ওকে ছেড়ে দিয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল মার্ক। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে ওর। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। চলে যাবার চেষ্টা করল না মারিয়া। ওকে আগে বাড়তে ইঙ্গিতও দিল না।

নিজেকে অসহায় আর রিক্ত বোধ হচ্ছে। মেয়েটিকে আরও ভাল ভাবে জানতে, ওর সাথে অন্তরঙ্গ হতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু অন্য তরফ থেকে কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

'বাড়ি ফিরে যাও তুমি,' বলল মার্ক। 'আমি আজ রাতেই চলে যাচ্ছি।'

ঝুঁকে ওর হাত থেকে পড়ে যাওয়া প্যাকেটটা মাটি থেকে তুলে নিল মারিয়া। 'এতে কিছু খাবার আছে।' এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে যাবার জন্য ফিরল সে।

'মারিয়া?'

থামলেও ঘুরে দাঁড়াল না সে।

'আবার ফিরে আসব আমি।'

মনে হলো ও যেন কথাটা শোনেইনি। 'ক্যানিয়ন ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে বামে প্রথম চওড়া ক্যানিয়নে ঢুকে যেও। মেসা পার হয়ে পরের ক্যানিয়ন পেরিয়ে আর একটা মেসা পড়বে। কেল্লার মত একটা লাল পাথরের পাহাড় দেখতে পাবে ওখানে। পাহাড়ের তলায় কটন উড বন। ওই পাহাড়ের পিছনে একটা ভাল লুকানোর জায়গা আছে। ওখান থেকে সময় বুঝে মরুভূমির ভিতর দিয়ে পালাতে পারবে তুমি।'

'তুমি ওখানে আমার কাছে আসবে তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তোমার কাছে যাব কেন? আমি কি গ্রিংগো (সাদা চামড়া) নাকি—আমি তো মেক্সিকান।'

'তুমি এসো, মারিয়া—তুমি এলে আমি খুব খুশি হব।'

'তুমি একটা বোকা।'

ওর পিছন পিছন এগিয়ে গেল মার্ক। মেয়েটা ওর দিকে একটু ফিরল। তারার আলোয় ওর মুখ কিছুটা দেখা যাচ্ছে—চোখ দুটো গম্ভীর।

'আমি আবার ফিরে আসব। তোমার ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারব না।'

'গুড লাক।'

'তুমি আমার কাছে না এলে আমিই তোমার জন্যে ফিরে আসব।'

'তোমাকে মেরে ফেলবে ওরা।'

'হতে পারে...তবু আমি আসব।'

মারিয়াকে ধরার জন্য হাত বাড়াল মার্ক। কিন্তু এবার ধরা না দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। চোখে রাগ। 'কী ভেবেছ তুমি? আমাকে সস্তা মেয়ে পেয়েছ যে যখন খুশি জড়িয়ে ধরলেই হলো? ভেবেছ আমার পুরুষ সঙ্গ দরকার, তাই আমি এখানে তোমার কাছে আসি? কোন পুরুষই আমার দরকার নেই। তুমি এখানে মরতে বসেছিলে সেজন্যেই আমি এসেছিলাম...আমার বাবা এমনি আহত অবস্থায় পাথরের ওপর প্রাণ হারিয়েছিল। তুমি ভেবেছ আমি সস্তা মেয়ে—তুমি যাও।'

নীরবে অপেক্ষা করে ওকে কথা শেষ করার সুযোগ দিল মার্ক। তারপর বলল, 'আমি তোমার জন্যে ফিরে আসব, মারিয়া।'

'তুমি একটা বোকা।'

'অবশ্য মেয়েদের চেয়ে ঘোড়া সম্বন্ধেই আমি বেশি জানি,' স্বীকার করল মার্ক, 'তুমি ঠিক মাসট্যাং-এর মত।'

তীক্ষ্ণ স্বরে একটা কয়োটি ডেকে উঠল। ডাকের প্রতিধ্বনি শুনে একটু অপেক্ষা করে আবার ডেকে উঠল সে। নিঃসঙ্গ তারাটা ক্লিফের উপর একাকী আকাশে ভাসছে।

'মানুষের জীবনে কয়েকটা চূড়ান্ত মুহূর্ত থাকে, কিন্তু নারী থাকে একজনই। আমার জীবনে তুমিই সে মেয়ে।'

'না।'

হালকাভাবে মারিয়ার বাহুমূল ধরে ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমো খেলো মার্ক। 'তুমি এখনও বুনো ঘোড়াই রয়ে গেছ—পোষ মানোনি। আবার ফিরব আমি।'

ধীর পায়ে এগিয়ে নীচে নামতে শুরু করল মারিয়া। ফিরে চাইল না। ওর স্কার্টের শব্দ শুনতে পাচ্ছে মার্ক। অনুসরণকারীরা যদি ওর আসা টের পেয়ে ওর জন্য নীচে অপেক্ষা করে থাকে তবে মার্ক কী করবে ঠিক করে রেখেছে। ঝড়ের বেগে গুলি করতে করতে নীচে নামবে।

মার্ক নিশ্চিন্ত হলো মারিয়া নিরাপদেই সরু ক্যানিয়নের পথটুকু পেরিয়ে চওড়া জায়গায় ওদের আস্তাবলের কাছে পৌঁছে গেছে। আশ্বস্ত হয়ে লাল ঘোড়াটাকে ঢালের ধারে নিয়ে এল সে।

ওই কঠিন পথে নীচে নামতে গিয়ে ঘোড়ার পা ভাঙতে পারে কিংবা চোট লাগতে পারে, কিন্তু এই ঝুঁকিটা তাকে নিতেই হবে। সে যে এদিকেই কোথাও আছে তা ওরা জানে। এখান থেকে নড়বে না ওরা। এখানে বসে থাকলে হয় তাকে ধরা পড়তে হবে অথবা তাকে খাবার দিতে এসে মারিয়া ধরা পড়বে।

তার অনুকূলে বাঁচার আশা যে কত ক্ষীণ সে বিষয়ে মার্কের মনে কোন সন্দেহ নেই। এই পথে নিঃশব্দে ঘোড়া নিয়ে নামার কোন উপায় নেই—কেউ না কেউ শব্দ শুনবেই। ক্যানিয়নের মুখে অন্তত দুজনকে ওরা পাহারায় রাখবে এটাও আন্দাজ করছে সে।

কঠিন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামার মত অবস্থা ওর নেই। কিন্তু

একেবারে খারাপ অবস্থা থেকেও মানুষ উদ্ধার পেয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। তা ছাড়া এর বিকল্প কোন উপায়ও নেই। সাইকুরফরগুলো সব পরীক্ষা করে দেখে নিল মার্ক। বিশ্রাম দূরে সেরে হয়েছে, পানির বোতল পরিপূর্ণ। খাবারের প্যাকেটটা জিনের সাথে একটা বাণ্ডল করে দিয়েছে। দুটো পিস্তলই কোমরে ঝুলিয়েছে সে। রাইফেলটা বোল্ডার নিয়ে হাতে ধরে।

তবু ইতস্তত করছে সে। অন্ধকারে এই সরু ফাটল পথ বেয়ে নামার কথা ভেবেই এমন লাগছে। পাহাড়টা অজানা চেহারা। পেটের ভিতরটা কেমন শূন্য বোধ হচ্ছে। লাগাম হাতে নিয়ে কান পেতে শুনছে, ওটা ভাল হয়।

কোন শব্দ নেই। ওরা কি নীচে অন্ধকারে অপেক্ষা করছে? কাফিয়া ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে নাকি সে?

উইলের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল লোরেক। আগুনটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সবাই ঘুমে অচেতন। বেশ রাত হয়েছে। কয়োটের ডাকও বন্ধ হয়ে গেছে।

'উইল...ওঠো।'

চোখ খুলেই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল উইল। মাথাটা একটু উঁচু করে কান পাতল সে। কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, লুই?'

'পাওয়া গেছে, উইল। জায়গা মতই ওকে পেয়েছি আমরা।'

উঠে বসে পায়ে বুট চড়িয়ে নিল উইল। দুদিন বিশ্রাম করে মাথাটা হালকা হয়ে আছে। আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে রাত কত হয়েছে দেখে নিল। একটা অস্বস্তি দিয়ে রয়েছে ওকে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে—এবার এর শেষ হওয়া দরকার।

'মেয়েটাই ওর সাথে যোগাযোগ করে ওকে সাহায্য করছিল। ওই ভাঙা পাহাড়ের দেয়ালে নিশ্চয়ই একটা ফাটল আছে, ওখানেই ঘোড়াসহ আশ্রয় নিয়েছে লোকটা। আজ রাতেই সে ওখান থেকে নীচে নামবে।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'আন্দাজ বলতে পারো। তবে মেয়েটা আজ পায়চারী করে বেশ কিছু খাবার পৌঁছে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ছিল ওখানে। জায়গাটা ঠিক কোথায় না জানলেও লোকটা কোথায় দেখা দেবে তা আমি জানি।'

উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে জাগাবার জন্য হাঁক দিল উইল। একে একে মাথা তুলল ওরা। উইলের নির্দেশে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে শুরু করল। এই অবস্থায় ঘুম থেকে ওঠাবার জন্য কেউ কেউ একটু অসন্তোষ অনুভব করে প্রতিবাদ করল না। এক হিসাবে ওরা খুশিই হয়েছে—ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মার্কের ধাওয়া করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। সেই উত্তেজনা থিতিয়ে গেছে। এখন নিছক অহংকারের খাতিরে, আর হার মেনে ফিরে লজ্জা পাবার ভয়েই মার্ককে খুঁজে চলেছে।

'কার্লিনহলের মুখে যে সুড়ঙ্গ পাহারায় আছে, ওদের আমি জানিয়ে দিয়ে এসেছি। ওদিকে গেলে সে ওদের হাতে বন্দী হবে। মেক্সিকোর সীমান্তের দিকে যাবার সুযোগ নেই। লোকটাকে ঘিরে ফাঁদ তৈরি হয়েছে—পালাবার উপায় নেই।'

বুট পরে উঠে দাঁড়াল জেমিস। শেভ না করায় খোঁচা খোঁচা দাড়ির নীচে

চোয়াল চুলকাচ্ছে। গোসলও করা হয়নি—ঘর্মাক্ত আর নোংরা বোধ করছে সে। সব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই ওর পছন্দ।

দুই পেরেজের কথার শেষটুকু ওর কানে গেছে। মেয়েটা তা হলে সবই জানত। কতবার সে মিলিত হয়েছে মার্কের সাথে?

'হারামজাদী!' ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোল না। ওই একটা শব্দেই ওর ভিতরের জমাট বাঁধা তিক্ততার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল।

ওর দিকে চাইল না পেরেজ। উইল আর তিনটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। মনোরা কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে রাইফেল তুলে নিল।

প্রথমে কিছুদূর একসাথেই এগোল ওরা। পরে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। ডেনিস উইলক্রেস্টের সাথেই থাকল। সবাই চলে গেলে পরে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করবে সে। আর মার্কের ব্যাপারে···গলার ভিতর একটা কিছু ঠেকে আছে অনুভব করল সে···বিশ্রী অনুভূতি।

ঢালের ধারে আর একটু দেরি করল মার্ক। দেখল, ঘোড়াটা ঢালের গায়ে একটা খুর রেখে আবার পিছিয়ে এল। নীচু স্বরে সাহস দিল সে, 'চলো রেড, ভয় কি?' ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল মার্ক। ঢাল বেয়ে নামার জন্য পা বাড়াল লাল ঘোড়াটা। ওর পায়ের তলায় আলগা পাথর পিছলে গড়িয়ে চলেছে।

ঘোড়াটা হোঁচট খাচ্ছে আর বারবার ওর পা পিছলে যাচ্ছে—দাঁড়িয়ে থাকার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করছে বেচারা। খুব দ্রুত নীচে নামছে ওরা—বেশ বড় বড় লাফ দিয়ে নামছে লাল ঘোড়াটা। এই সময়ে একটা গুলির শব্দ হলো।

ভারি পিস্তলের রুক্ষ গর্জন। তারপরেই আর একটা গুলির শব্দ। দুটো গুলিই বাড়ির কাছ থেকে করা হয়েছে। গুলিগুলোর প্রতিধ্বনি ছাপিয়ে একটা উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল মার্ক। কিন্তু ভয় বা ব্যথার চিৎকার ওটা নয়—ওতে আছে আশ্বাস আর নতুন আশার সুর।

মেয়েটা ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করে মার্ককে সুযোগ করে দিতেই গুলি চালিয়েছে। অর্থাৎ ওরা জেনে গেছে—তৈরি হয়েই ছিল।

শেষ কয়েক ফুট একটা লম্বা লাফ দিয়ে পার হয়ে একেবারে তলায় এসে পৌঁছল ঘোড়া। নিজেকে সামলে নিয়ে এবারে শক্ত ভাবে ঠাসা বালুর উপর দিয়ে ছুটে চলল ঘোড়াটা—মুক্ত, স্বাধীন।

পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেরেজের কানে গেল। জায়গাটার কথা চিন্তা করে মনে মনে গাল দিল সে। ওই জায়গা দিয়ে মানুষ নামে? তাও আবার রাতের অন্ধকারে!

'চলো, উইল। এবার আর পালাতে পারবে না ব্যাটা,' বলল সে। 'ক্যানিয়ন ধরে যেদিকেই যাক ধরা পড়বে।'

তিন

সামনে দুপাশে উঁচু হয়ে উপরে উঠে গেছে ক্যানিয়নের দুটো খাড়া দেয়াল।

এদিকেই নতুন আরোহীকে সে দেখেছিল আজ। ঘোড়ার গতি কমাল মার্ক। বালুর উপর এখন ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেক কম। নিচু স্বরে কথা শোনা যাচ্ছে। একটা ছায়া একটু নড়ে উঠল। দুই পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল মার্ক। চমকে লম্বা একটা লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল জেড।

খুরের শব্দ কানে যেতেই একজন লাফিয়ে উঠে চিৎকার করল। ডানপাশ থেকে গুলির আওয়াজ হলো। মার্কের পিস্তলও গর্জে উঠল। পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি ক্যানিয়নের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকারে একটা কালো ছায়া নড়তে দেখে সোজা সেদিকে লক্ষ্য করেই গুলি চালিয়েছিল মার্ক। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ওর ঘোড়া। পিছন থেকে চিৎকার আর গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে....

ইচ্ছা করেই ঘোড়ার গতি কমাল মার্ক। ওর পিছনে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ওদের চিৎকার আর জবাব কানে আসছে। বামদিকে একটা ক্যানিয়নের খোলা মুখ দেখা গেল। মুখটা ঝোপঝাড় দিয়ে প্রায় বন্ধ। একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে ঠেলে ভিতরে ঢুকল ঘোড়াটা। মার্কের মুখে আর গায়ে ঝোপের বাড়ি লাগছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ট্রেইল উপর দিকে উঠে গেছে। চাঁদের আলো পড়েছে পথের উপর। পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে সামান্যই জায়গা। তার ভিতর দিয়েই পথ করে এগিয়ে চলল মার্ক। একটা হালকা ট্রেইল ধরে দশ মিনিট পরে মেসার মাথায় পৌঁছল। চাঁদের আলো চাদরের মত বিছিয়ে আছে মেসার উপর। এদিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে নীচের পথটার উপর। ধাওয়া করে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা।

চট করে চারপাশটা একবার দেখে নিল মার্ক। পাহাড়ের মাথায় ঢালের ধারে একটা সিন্দুকের সমান পাথর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার জন্য যেন তৈরি হয়ে আছে। ঘোড়া থেকে নেমে পিছন থেকে পাথরটার উপর দেহের ভর রাখল সে।

নীচে ঘোড়াগুলোর শব্দ হচ্ছে। একটু ঝুঁকে দম নিয়ে সজোরে ঠেলা দিল মার্ক। প্রায় গোলাকার পাথরটা নড়ে উঠল। বিরাট চাপে একটা পাথর ভাঙার শব্দ হলো। তারপরে একেবারে কিনারে এসে থেমে গেল পাথরটা। মাথার উপর চাঁদ। মার্কের দেহ থেকে ঘাম আর ধুলোর গন্ধ বেরোচ্ছে। ওর বুট শক্ত করে মাটি কামড়ে আছে—আবার নড়ে উঠল পাথরটা। গলার দুপাশ দপদপ করছে, আবার পাথর ঘেঁষার শব্দ হলো। হঠাৎ টান পড়ায় ওর মনে হলো কাঁধের উপর কেউ ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। পাথরটা গড়িয়ে চলে গেল নীচের দিকে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মার্ক। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে সে। জখম থেকে আবার রক্ত ঝরছে। বুক দুটো হাতে ভিজে উঠেছে।

পাথরটা গড়িয়ে নীচের বিশাল অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওটার সাথে আরও কয়েকটা [illegible] আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা জন্তু আর্ত চিৎকার করে [illegible] পরপরই ঘোড়া আর একটা মানুষের অন্ধকারে হারিয়ে [illegible] শব্দে কিছু নীচে পড়ল। ছোট পাথর গড়ানোর শব্দ [illegible]—[illegible]।

মেসার কিনারে বসে হাঁপাচ্ছে মার্ক। ওর বুকটা হাপরের মত ওঠানামা

করছে। হঠাৎ অদিম আক্রোশে খেপার মত চিৎকার করে উঠল মার্ক। 'আয়, হারামজাদারা! সাহস থাকে তো উঠে আয়!'

উঠে দাঁড়াল সে। কঠিন পরিশ্রমে ওর দেহটা কাঁপছে—সারা শরীরে ব্যথা। এক মুহূর্ত ক্যানের সাথে হেলান দিয়ে থাকল মার্ক। দুর্বল দেহে আবার শক্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। আজ রাতে আর এই পথে উপরে ওঠার সাহস পাবে না ওরা। লোকটার অন্তিম চিৎকার শুনতে পেয়েছে সে। উচিত শাস্তি হয়েছে ওর। ওরাই তো ঘোড়া চুরি করেছে—তার পার্টনারকে খুন করেছে—তাকেও মারার জন্য চেষ্টা করছে।

বাঁচতে চায় সে...মারিয়ার সুন্দর শান্ত মুখটা ওর মনে ভেসে উঠল। হ্যাঁ, তাকে বাঁচতে হবে। আজ রাতেই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে পড়ল তার। ঠোঁটে এখনও মারিয়ার ঠোঁটের ছোঁয়া লেগে আছে। বাধা দেয়নি, অস্বীকার করেনি, আবার মেনেও নেয়নি। নীরবে অপেক্ষা করছে।

রূপালী মেসার উপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল মার্ক। ক্ষতের চারপাশটায় অসহ্য ব্যথা। চলতে চলতে আকাশটা ফিকে হয়ে এল। ওর মনে হচ্ছে যেন ঘোড়ার পিঠেই সারাটা জীবন কেটেছে ওর, আর ব্যথাটা চিরদিনের সাথী।

সামনে দেখা যাচ্ছে উঁচু একটা লাল দেয়াল। তার পায়ের কাছে ঘন জঙ্গল। উইলো গাছের ভিতর দিয়ে বনে ঢুকল মার্ক। একটা ছোট্ট ঝরনা দেখতে পেল সে। চারপাশে ঘন গাছ থাকায় ওটা আড়ালে রয়েছে। আসপেন গাছগুলো সকালের আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে। শিশিরে ভেজা ঘন ঘাসের উপর লাগাম টেনে দাঁড়াল। একটা পুরোনো পাথরের ঘর ক্লান্ত বৃদ্ধের মতো কুঁজো হয়ে আছে। নেমে ঝরনার ধারে গিয়ে পানি খেলো মার্ক।

ক্লান্ত দেহে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। সূর্য আরও উপরে উঠে ওর কাঁধ আর দেহের অন্যান্য পেশী থেকে রাতের ঠাণ্ডা ভাবটা দূর করার পর সে উঠল। কফি তৈরি করে কফির সাথে কিছু মাংস আর টরটিয়া খেয়ে আবার ঘুমাল।

ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ কান খাড়া করে শুনল। ঝোপের ডালে কিচির-মিচির করে খেলে বেড়াচ্ছে পাখি। ঘাস খাচ্ছে ঘোড়াটা—ঘাস ছেঁড়ার শব্দ হচ্ছে। মৃদু আওয়াজ তুলে, ঝরনাটা বয়ে চলেছে। একাই আছে নিশ্চিত হয়ে উঠে শার্ট খুলে ফেলল মার্ক।

জোর খাটিয়ে পাথর ঠেলতে গিয়ে ক্ষতের মুখটা আবার খুলে গেছে। ওটা ধুয়ে আবার ওই কাপড় দিয়েই বেঁধে রাখল সে। এবার যেপথে এখানে এসেছে সেটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। শেষের কিছুটা অংশে সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলল। বেশির ভাগ পথই নগ্ন পাথরের উপর দিয়ে চলতে হয়েছে ওকে। তাই চিহ্ন যা আছে তা খুবই সামান্য।

ওদের যতটুকু দেরি করানো যায় সেটাই ওর লাভ। ওরা কি তাকে ধরার আশায় মারিয়ার উপর অত্যাচার না করে সোজা তার পিছনেই ধাওয়া করে ছুটে আসবে? আশা আছে। যাই হোক, এখন তার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। যারা একটা মরণাপন্ন লোকের পিঠে গুলি করেছে, তারা সব পারে। ওয়াল্টার শীচকে

হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে ওরা বেরিয়েছে, কিন্তু তারপরে ওদের আরও একজন মারা পড়েছে। ক্যানিয়নের নীচে থেকে আর্তচিৎকারের কথা মনে পড়ল ওর—বলা যায় না, হয়তো দুজন মরেছে।

ভাল করে খুঁজে ওখান থেকে পালাবার একটা পথ দেখতে পেল মার্ক। প্রায় বিকেলের দিকে গোপন পথটা খুঁজে পেল সে। ট্রেইলটা কোণের আড়াল দিয়ে একটা পাহাড়ের ঢিবি পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। হয় ইতিমধ্যেই মেক্সিকোতে চলে এসেছে সে, কিংবা সীমান্তের খুব কাছে আছে। উত্তরের পথ তার জন্য বন্ধ, আর দক্ষিণের পথ অ্যাপাচি এলাকার ভিতর দিয়ে গিয়েছে। তবু ওই একটা পথই তার খোলা রয়েছে।

ওই দলে ক্লেমেন্টের হত্যাকারী রয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে সৎ রাষ্ট্র কর্মচারীও আছে। সে তার ঘোড়াগুলো আর সেই সাথে হত্যাকারীদের শাস্তি চায়। কিন্তু এখানে থাকলে খুন-খারাবীর কোন শেষ থাকবে না। ক্লেমেন্ট মারা গেছে সত্যি, তবে ওয়াল্টার বীচসহ ওদেরও কয়েকজন মরেছে—যথেষ্ট মূল্য ওরা দিয়েছে।

তবে ওখানে মারিয়া ক্রিস্টিনা রয়েছে…

অনেকদিন পর আবার রান্না করা গরম খাবার খেলো মার্ক। কিন্তু অস্থির বোধ করছে সে। কিছুই বলা যায় না মেয়েটাকে একা পেয়ে ওরা কী করবে। ওর একটা ভাই আছে বটে, কিন্তু একজন এতগুলো মানুষের বিরুদ্ধে কী করবে? একটা সিগারেট তৈরি করে আরাম করে বসল সে। অনুসরণকারীদের কোন সাড়া শব্দ নেই। কোন চিহ্নই নেই।

ওর নীচে দিয়ে ঝরনাটা কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে। একটা পাখি কোণের ভিতর ডানা ঝাপটাল। তারপর বহুদূরে ক্যানিয়নের ভিতর পাথরের সাথে বাড়ি খেলো খুর।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মার্ক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে। পাথরের ভিতর যেখান থেকে ট্রেইলটা দেখা যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার নেমে এল তবু আর কোন শব্দ হলো না।

খাবার ঘরে ঢুকে মারিয়া দেখল গেব্রিয়েল টেবিলে বসা। ওকে এত ভোরে ওখানে দেখে একটু অবাক হয়েই ওর পাশ ঘুরে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল। কফির পানি গরম হচ্ছিল, তাতে কিছুটা কফি মিশিয়ে দিল সে।

গেব্রিয়েল মুখ তুলে মারিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'আজ ভেড়াগুলোকে চরাতে নিও না তুমি।'

ঘুরে ওর দিকে চাইল মারিয়া। ভোরের আলোয় ওকে আরও বড় দেখাচ্ছে। এমন শান্ত চেহারায় ওকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

'আমিই নিয়ে যাব,' বলল গেব।

'তুমি?' বিস্ময়ে কথা সরছে না ওর।

'ওদের বাঁচাতে হবে।'

আগুনের পাশ থেকে উঠে ভাল করে গেবের দিকে চাইল সে। সূর্য এখনও ওঠেনি, ঘরে কেবল ওরা দুজন। এবারে সে লক্ষ্য করল চেয়ারের পাশেই ওর

রাইফেলটা রাখা রয়েছে, একটা বাড়তি কার্তুজ বেল্ট পরেছে সে—ওর বাবার ছিল ওটা। 'তোমার কি মনে হয় ওরা এখানে আসবে?'

'আসবে,' বলল সে।

একটা ডিম ভেঙে প্যানে ছাড়ল মারিয়া। চিন্তাগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে সে। সম্পূর্ণ বদলে গেছে গেব। একটা পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে ওর ভাই। অবাক হয়ে আবার ওর দিকে ফিরে তাকাল মারিয়া। এখন মনে হচ্ছে যেন ওকে কোনদিন ঠিক চিনতে পারেনি সে।

'ভেড়াগুলোকে আমি খাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখব,' বলল গেব। 'ওখানে খুঁজতে যাবে না ওরা।'

তা হলে এইটাই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল গেব। কিন্তু বিপদ যখন এসেই পড়েছে তখন ভয় না করে মোকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছে। মনেমনে শরমে মরে গেল মারিয়া। তারই দোষ, সে-ই ভুল বুঝেছিল ওকে।

একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাপ পড়েছে ওর পাতলা মুখে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার ভাই আসলে ভীরু নয়, তাদের বাঁচাবার জন্যই গোলমাল এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। শক্তিশালী শীডদের সাথে লাগতে যাওয়া মানেই চাভেজো পরিবারের ধ্বংস এবং মৃত্যু।

'গেব...' কুণ্ঠিতভাবে তার নিজের দিকটা ভাইকে বোঝাতে চাইল মারিয়া। 'লোকটা ভাল, ওকে মরতে দিতে পারিনি আমি।'

উঠে এসে মারিয়ার হাত থেকে নাস্তার প্লেটটা নিল গেব্রিয়েল। 'এতদিন পর তোমার যে কাউকে ভাল লেগেছে এটাই যথেষ্ট।'

রুদ্ধকণ্ঠে আগুনের দিকে মুখ ফিরাল মারিয়া। গলার ভিতর কী যেন একটা ঠেকে রয়েছে। এত কাছে থেকেও নিজের ভাইকে কেন সে এতদিন চিনতে পারেনি? ওর সুন্দর মনের পরিচয় পেয়ে মারিয়ার নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। ভেড়াগুলোকে পাহাড়ের খাঁজটার ভিতর রেখে আসবে গেব। ওটাই অবশ্য ওদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। শীডের দল ভেড়া দেখতে পারে না—কিন্তু চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়ালে থাকতে পারে। চাভেজো পরিবার আর একটা বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবে, কিন্তু ভেড়াগুলো হারালে তা আর ফিরে পাবে না। ওগুলোই তাদের সর্বস্ব।

'বাঁড়ুর আর সবাইকেও নিয়ে যাও।'

'আর তুমি?'

'আমার উপরই ওদের রাগ। আমাকে এখানে না পেলে ওরা পিছু নেবে।'

'আমি তোমার ভাই, আমিও থাকব।'

'তুমি যাও...ওদের আমিই সামলাতে পারব।'

ইতস্তত করছে গেব্রিয়েল। ওদের সবাইকে সামলাতে তার নিজেরই থাকা দরকার। জুয়ান এখনও ছেলেমানুষ। মারিয়া বা সে নিজে সাথে না থাকলে তার মা খুব অসহায় বোধ করবে। তার স্ত্রী রোজো খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু খুব সাদাসিধে—কোন ঝুঁকি এলে দিশেহারা হয়ে পড়বে, সামলাতে পারবে না।

আগেও অনেক ঝামেলার মুখে পড়েছে মারিয়া। পুরুষদের কীভাবে সামলাতে

হয় জানে সে। শেন উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতি খারাপ দাঁড়াতে পারে।

সূর্য ওঠার আগেই বিদায় নিল সবাই। ঘোড়া নিয়ে জুয়ান আগে গেল, তার মা আর খোকো চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়িতে বিভিন্ন দরকারী আর বাড়তি জিনিস বোঝাই করে পিছন পিছন চলল। বগলের নীচে ভাঁজ করা হাতের উপর রয়েছে শেনের রাইফেল। আজ সকালেই সে প্রথমবারের মত পিস্তলের খাপটা পায়ের সাথে ফিতে দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। সোজা হয়ে নির্ভীক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে গেব্রিয়েল। বিদায়ের সময়ও নিচু শান্ত স্বরে সে বলল, 'যখনই পারো...চলে এসো।'

'তাই আসব, শেন।'

শুকনো চোখে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওরা। এই ভাই, যাকে সে ঘৃণাও করেছে ভালও বেসেছে, সে আজ সব ঘৃণার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। ওদের মধ্যে কোনদিন ভাবাবেগ বিনিময় হয়নি—আজও কেউ তা প্রকাশ করল না।

'যাও, শেন...ঈশ্বর তোমাকে দেখবেন।'

চট করে মারিয়ার দিকে পিছন ফিরে জিনের উপর হাত রাখল শেন। এক মুহূর্ত ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়ায় চড়ল সে। মারিয়ার চোখে ভঙ্গিটা খুব সুন্দর আর সাবলীল মনে হলো।

ঘোড়ার পিঠে বসে ফিরে তাকাল শেন। 'তুমি...তুমি কি আমাদের ওখানে আসছ, নাকি ওর কাছে যাবে?'

'ও চলে গেছে।' কথাটা বলে মারিয়ার মন অদ্ভুত একটা শূন্যতায় ভরে গেল। আগে আর কখনও এমন অনুভূতি হয়নি তার।

'বোকা না হলে সে নিশ্চয় আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।' রওনা হয়ে গেল গেব্রিয়েল।

ওখানে দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখল মারিয়া। গেঞ্জিতে তালি দেওয়া, বুট জোড়া পুরোনো, ক্ষয়ে গেছে। তবু ওকে একটা পুরুষ সিংহের মত দেখাচ্ছে। বাবা আজ ওকে দেখতে পেলে সত্যি গর্ব বোধ করত।

ওরা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত শূন্য উঠানে দাঁড়িয়ে থাকল মারিয়া। টিবির মাথায় পৌঁছে একবার পিছন ফিরে হাত নাড়ল গেব্রিয়েল। তারপরই ওর টাট্টু ঘোড়াটা টিবি পেরিয়ে ওপাশে অদৃশ্য হলো।

বাড়িটা একেবারে শূন্য আর পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দেওয়া শুরু করল মারিয়া। চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইছে সে। চিন্তা করার কিছু নেই এখন। এবার তাকে চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।

এ কী করেছে সে? একটা অপরিচিত 'গ্রিংগো'র (মেক্সিকান ভাষায় আমেরিকান লোক) জন্য তাদের সংসারে সবার জীবন তছনছ করে দিল? লোকটার শক্ত আলিঙ্গন আর তার হঠাৎ করে অদ্ভুত কোমল হওয়ার কথা মনে পড়ল...এসব কী ভাবছে? বোকামি কেন করছে?

একজন ভবঘুরে বন্দুকবাজ লোক। সে বলেছিল মারিয়া যদি না যায় তবে ও ফিরে আসবে। কিন্তু ওখানে তার যাওয়া মানেই সে কোথায় আছে তা জানিয়ে দেওয়া। না গেলে সে নিজেই আসবে বলেছে, কিন্তু কীভাবে আসবে সে? এলেই তো অবধারিত মৃত্যু। আর ভাবা যায় না। সে যা করার করেছে—ওটাই যথেষ্ট।

সবার সামনে গেট খুলে যেতে ঘাঁটির ভেতরে শব্দ শুনল ইলিয়া। হাত মুখ ভালো দেখা নিয়ে বের হলো সে।

সেটা নতুন লোক এসেছে। সবার কাপড় বদল-বাদে ওই কাপড়ই চুকিয়েছে। সেখানে তখ, তার পেছনে পিছু উঠতেই সবার কাটিয়ে সবটা চুপ। বিকেল পাঁচ বাজার ওদের সঙ্গে—ওর মতন বাঁটির কথাই বলত। ইলিয়া—মাসখানেক, টেকিস—এরও বন্ধুবান্ধব নয়।

দূরের মতন টেকিসের তেমন শব্দ হয়ে যায়। ওরে ইলিয়ার উঁচু হয় দিচ্ছে দেখাতে। ওর পাশে ইলিয়াকুর-বিয়েটার ঘটিব, মুখ্য। লোকটা যেন লোহার তৈরি, ওর সামনে সবকারের বুকে শক্তরে হয়ে যা ঠাণ্ডায় যেতে হবে।

'তোমার নামে লোকটা?' শক্তটা থেকে সিগারেট তৈরি করার হাত-মুখখানা বের করে প্রশ্ন করল ইলিয়া।

'জানি না।'

ঠাণ্ডায় বলার কোন চেষ্টাই করল না লোকটা। ওদের সঙ্গে সে পারবে না বটে, কিন্তু পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে ক্ষতি নেই।

'ও কি বিদেশ থেকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইলিয়া। 'কিসের?—কোন মুলুক?'

একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাক্সটা হাতের মধ্যে রাখল ইলিয়া, 'কোনখানে একটাও নেই, ইলিয়া—হাতে হয়ত সবাই পালিয়েছে।'

সিগারেট ঠোঁটে তুলল ইলিয়া। কোন কাঠি একটা। এমন কথাটার বাঁকিয়ে আছে—তার ভয়-ডর নেই।

সবার দিকে আড়ি তোলে দেখাল ইলিয়া। খুব সাবধানী লোক সে। পরিবারের বাইরে সবার কাছে বড়ই নিষ্ঠুর হয় দিনের। বিকালের রাস্তা হাতে হয় করে তুল যে কেবল না। ওখানটার পাঁচ বছর পর এমন রাস্তার সব পরিষ্কার হয়ে যাবেই এত সেপায়। তখন এখানটার বিকেলে এটাই খুব করে এর দাম।

রাস্তাটার টেকিস হয় মনে নিয়ে পড়েছি। কিন্তু না করেও কিছু ছিল না। ইলিয়ার করতে পেরে ওদের বাঁকিয়ে রাস্তা কয়েকটার হাতে হয়ে দুটি—সবচেয়ে ওর শক্ত মনে, এর বেশি নয়। তবে ইলিয়ার সঙ্গে সবাকার যোগাযোগটা, যেন সবুজ পাহাড়ি যে। তবে হয় সেখানে ইলিয়ার চলেনি নিতে হবে। তখন পরে সব রাস্তার ঠাণ্ডায় তোলাটাই যে হয়ত। তার সেটা দিয়েছে না-বলা কথাই।

এখানে একটা রাস্তার একটু দিকে বের করল ইলিয়া। এই সেটাকে মাথা একটা বাড়িটার হয় যেমন লুকিয়ে রয়েছে—সেটা জানত ওর বিশ্বাসে। এই থেকে সেটাও হয় ছিঁড়ে যায় না। কাটার পরিশ্রম করতে পারে তার ছাঁ-সম্পর্কেও জানত। কিন্তু এর মধ্যে একটি আত্মসম্মানের শক্তি আছে, তার বিষয় উঁচু তুলি। এটা টেকিস কোনদিনই বুঝবে না।

তখন পরিশ্রম বিশ্বাসী নয় ইলিয়া। তবে এই জানতো যে এই পরিবারের উপর মহাজনের কথা বলে দিয়েছে। পাহাড় লুকিয়ে থেকে জানত শহর আবার দুই মাত্র পকেটের চেয়ে বড় এই কাকিমার সব বাড়ি বিকেলের দেখা দিয়ে আছে, এটা জানত তার।

ডেনিস ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না যে এই মেয়েটা সত্যিই লড়বে। আরও খানিকটা দক্ষিণে যে-সব মেক্সিকান আছে তাদের দলে টেনে নিয়ে দল ভারি করবে। আর সীমান্তের দক্ষিণেই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল গরু চরাবার মাঠ। পীচদের ধ্বংসে ডেকে আনার ক্ষমতা মেয়েটার আছে। ওকে যদি আঘাত করা হয় বা বাগানো হয় তবে সে হয়তো তাই করবে। কিন্তু ওদিকে যদি পীচদের কথা শেখিয়ে মার্ক সরে পড়তে পারে তবে তার ফলটাও ওদের জন্য খুব শুভ হবে না। ওকে খুঁজে বের করে খতম করতে হবে।

'তুমি রয়ে গেলে কেন?' অবশেষে প্রশ্ন করল উইল।

'আমি কেন যাব? এটা আমার বাড়ি,' উদ্ধত স্বরে জবাব দিল মারিয়া। তারপর উইলের চোখে চোখে চেয়েই প্রশ্ন করল, 'এখন কি তোমরা মেয়েদের বিরুদ্ধেও লড়তে শুরু করেছ নাকি?'

স্টিফেন পীচ কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'দশটা মিনিট সময় দাও, ওকে কথা বলিয়ে ছাড়ব আমি।'

অসহিষ্ণুভাবে সিগারেটের আগুনটার দিকে চাইল উইল। মেয়েদের উপর অত্যাচার করে এক রকম বিকৃত আনন্দ পায় স্টিফেন। ওর পিটুনি সহ্য করতে না পেরে ওর বৌ ওকে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেছে—আর ফেরেনি। কিন্তু যে-কোন হাঁদারামেরও বোঝা উচিত এই মেয়ে স্বেচ্ছায় না বললে ওকে দিয়ে কোন কথাই বলানো যাবে না।

'উইল?'

লুই পেরেজের স্বর। বুড়ো বাড়ির পাশেই এক জায়গায় বসে আছে। 'লোকটা আবার ফিরে আসবে, উইল।'

মেয়েটার মুখে মুহূর্তের জন্য একটা ভয়ের ছায়া দেখা দিয়েই সাথে সাথে মিলিয়ে যেতে দেখল উইল। উইলের চিন্তাধারা খুব যুক্তিসঙ্গত। এক নারীর ভালবাসায় বিশ্বাসী সে। আর সেই নারী হচ্ছে তার স্ত্রী। কিন্তু আকর্ষণীয়া নারী চিনতে ভুল হয় না তার। আমি হলে আবার ফিরে আসতাম: ভাবল সে। খোদার কসম, অবশ্যই ফিরতাম। 'পেরেজের কথাই ঠিক,' বলল সে। 'অপেক্ষা করব আমরা।'

রাগে স্টিফেনের মুখ বিকৃত হলো। 'অপেক্ষা?' ঘোড়াটাকে প্রায় পেরেজের উপর চড়িয়ে দিল সে। 'অপেক্ষা করব না! আমি···'

'স্টিফেন!'

ঠাণ্ডা ডাকটা কানে পৌঁছতেই ওর গতি স্থির হলো। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা রাগ মুহূর্তে উবে গেল। উইলের সোনালী বন্দুকের দুটো চোখ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। 'এখানে সব কিছু আমার আদেশ মতই চলবে।'

ইতস্তত করছে স্টিফেন। ভিতরে ভিতরে খুব অপমানিত বোধ করেছে। কিন্তু উইলের সাথে তর্ক করা চলে না। বন্দুকটা মিছে হুমকি নয় ভাল করেই জানে ও। 'তা হলে তুমি অপেক্ষায় থাকো,' বলল সে। 'আমি ফিরে যাচ্ছি।'

মারিয়া ক্রিস্টিনা ধীর পায়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল। ওর পা দুটো খুব দুর্বল ঠেকছে, আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। অনেক কিছুই লক্ষ

করেছে ও। ওদের একজনের মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা—মনে হয় ওর গাল ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেছে—জেমস আর ওদের সাথে নেই। মার্ক ওদের উপর একের পর এক টেক্কা মেরে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে একগাদা খাবার টেবিলের উপর স্তূপ করে রাখল ম্যাগনাস। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ভদ্র নরম সুরে বলল, 'আমাদের জন্যে একটু রান্না করে দেবে? আমরা কেউ ভাল রাঁধতে জানি না।'

ভদ্রভাবে অনুরোধ করলেও জবাবে মারিয়ার মুখ দিয়ে 'না' এসে গিয়েছিল। কিন্তু পেট পুরে খেয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেই ওদের ঘুমঘুম ভাব আসবে বুঝেই নিজেকে সামলে নিল সে। 'ঠিক আছে, দেব,' বলল মারিয়া।

কাজের মধ্যে থাকলে চিন্তা থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। ওদের ধারণা মার্ক ফিরে আসবে—কিন্তু সত্যিই কি তাই? তারই জন্য ফিরবে?

ওদের ছয়জন থাকল, আর বাকি সবাই তাজা ঘোড়া আনতে গেল। উইল, ডেনিস, ম্যাগনাস, পেরেজ, আইভান আর ক্রনো থাকল। জেমসের কী হয়েছে তা পরে জেনেছে মারিয়া। উপর থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে নীচে পড়ে ওর মৃত্যু ঘটেছে।

মারিয়া চায় না মার্ক ফিরে আসুক। তবু বারবার ওর হাতের স্পর্শের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ওই স্পর্শে এক অদ্ভুত দুর্বলতা তাকে কীভাবে ছেয়ে ফেলেছিল। এমন অনুভূতি তার আগে কখনও হয়নি। তাই আরও ভয় করছে তার।

কোন মানুষকে এতটা দিতে চায় না মারিয়া। কাউকে ভালবাসা মানেই দেওয়া...নিজেকে আর একজন অপরিচিত পুরুষের হাতে সঁপে দিতে হবে। কিন্তু না,...লোকটা চলে গেছে...ওর কথা আর ভাববে না।

গতবারের শুধু যথেষ্ট নয়, তার চেয়েও বেশি শিক্ষা হয়েছে ওর। প্রেমে টিক পড়েনি, এই মরুভূমি আর পাহাড়ের একটা কোনায় পড়ে না থেকে সে চেয়েছিল একটা মুক্ত জীবন। বাবা মারা যাওয়ার পর এতগুলো মুখে অন্ন জোগাতে রবার্টকে বিয়ে করেছিল সে। মারিয়া তাকে ভাল না বাসলেও মারিয়াকে সে ভালবাসত। মদ ধরার আগে পর্যন্ত ভালই ছিল লোকটা। তবে, সে ছিল দুর্বল।

এই লোকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে ওকে বিশ্বাস করেছে মারিয়া। মনকে সে অনেক বুঝিয়েছে বোকামি করছে—পুরুষরা সবাই মিথ্যা আশ্বাস দেয়—তবু মন মানছে না।

তার মনে পড়ছে প্রথম যখন ওকে দেখেছিল, কীভাবে আধ খোলা কম্বলের উপর শুয়েছিল লোকটা। মুখটা বিবর্ণ, ক্ষত দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। মরে গেছে বলেই মনে হয়েছিল। পরে বুঝল শ্বাস নিচ্ছে—মরেনি।

এখন সে চলে গেছে। ছুটে পালিয়ে গেছে। আর ফিরবে না। যদি ফেরে, এই আশায় লোকগুলো তাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। ফিরলে মেরে ফেলবে।

খাওয়ার শেষে চেয়ার পিছনে ঠেলে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আইভান। মারিয়ার দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে সে বলল, 'বাহ্ চমৎকার

বাঁধতে পারো তুমি। অস্বীকার করার উপায় নেই।'

অবজ্ঞার চোখে একবার ওর দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল মারিয়া। ওর পিছনে ম্যাগনাস উঠে দাঁড়াল। কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা না ভেবেই সে বলে বসল, 'থ্যাঙ্কস, ম্যা'ম।'

ব্রুনো শাসনের চোখে ওর দিকে চাইল। উইল নিজেও যখন মারিয়াকে ধন্যবাদ জানাল তখন ম্যাগনাস অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। একমাত্র ডেনিসই টেবিলে বসে আছে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে একটা সামান্য মেক্সিকান মেয়ে তার মত একজন লোককে পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারে। কফি সামনে নিয়ে ইচ্ছে করেই দেরি করছে, মেয়েটাকে একা পেতে চায় সে।

কয়েক মিনিট পর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল উইল। ব্যঙ্গ করে সে বলল, 'ডেনিস, তুমি যদি সারাদিন এখানেই কাটাতে চাও তবে জানালার ধার থেকে সরে বসো। মার্ক তোমাকে দেখতে পেলে কখনোই ঘরে ঢুকবে না।'

বিরক্ত হয়ে সরে বসল ডেনিস।

মারিয়া ভাবছে, আজ রাতে মার্ক ফিরবে না। আজ রাতে সে তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু কাল? কালও সে অপেক্ষা করবে। কিন্তু একসময় মারিয়াকে পালাতে হবে।

নিজের ভাবনায় নিজেই চমকে উঠল মারিয়া। তাকে বিশ্বাস করেছে সে! বোকা বলেই এত সহজে একজন দুর্ধর্ষ যুবককে বিশ্বাস করে বসে আছে। এমন না যে সে তার প্রেমে পড়েছে। একটা গ্রিংগোকে কখনোই সে সত্যি সত্যি ভালবাসতে পারে না। কিন্তু আর কোন মানুষ তার মনকে এমন ভাবে নাড়া দেয়নি। ওর ছোঁয়া…তাড়াতাড়ি চিন্তা বাদ দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করার কাজে মন দিল সে।

ওর পিছনে নিজের বেল্টের ভিতর দুই হাত ঢুকিয়ে আয়েশ করে বসে মারিয়াকে দেখছে ডেনিস।

'অনেক বড় বড় ভাব দেখাও তুমি, কিন্তু ওর কাছে তো, ঠিকই গেছিলে!' বলল সে।

ঘুরে দাঁড়াল মারিয়া। ওর চোখে বিদ্রূপ। 'ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, তাই না? নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করো তুমি। তোমার ধারণা তোমাকেই আমার পছন্দ করা উচিত। কিন্তু আসলে কিছু নেই তোমার। তুমি একটা পশু! কোন মেয়ে চাইবে তোমাকে? কী পারো তুমি? পারো কেবল চুরি আর খুন করতে!'

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে মারিয়ার গালে একটা চড় কষাল ডেনিস। পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ হলো। আবার মারার জন্য হাত তুলল সে। তরকারি কাটার ছুরিটা সাইড টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল মারিয়া।

কিন্তু ছুরি ব্যবহার করার আগেই লাফিয়ে ঘরে ঢুকল উইলফ্রেড। 'থামো!' হুঙ্কার দিল সে। 'এক নম্বর বেহায়া তুমি, ডেনিস। বিরক্ত কোরো না ওকে—ছাড়ো।'

থামল ডেনিস। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ঘুরে দাঁড়াল সে। হাতের

আঙুলগুলো ছড়ানো। চোখেমুখে খুনের নেশা। 'ওভাবে আমার সাথে কথা বোলো না, উইল। আমার হাতে খুন হয়ে যাবে তুমি!'

'ঠিক আছে।' চিবানো তামাক এক চোয়াল থেকে অন্য চোয়ালে সরাল উইল। 'যখন খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারো তুমি।' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে দরজা দেখাল সে। 'আপাতত এখান থেকে বেরোও। মানুষ শিকারে এসেছি আমরা। তুমি একটা মেয়ের সাথে টানাটানি করে সব পণ্ড করবে, তা হবে না।'

পাঁচ সেকেন্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ডেনিস, তারপর উইলের পাশ কেটে দরজা গলে বেরিয়ে আবার দাঁড়াল। হাত দুকে আবারও ফেরে গেল সে। তার চোখে চোখ রেখে তামাক চিবাচ্ছিল উইল। ওর ভাবের কোনই পরিবর্তন হয়নি। সবসময়ে ওর মুখের ভাব একই থাকে।

'যা হয়েছে ভুলে যাও, উইল,' যাবার পথে বলল ডেনিস, 'এই মাগীটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি।'

মারিয়ার হাতে ধরা ছুরিটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'ওরও তোমার প্রতি খুব একটা টান আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

উইল চলে গেল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডেনিস বলল, 'মার্কের ব্যাপারটা শেষ হবার পরেও তোমার এখানেই থাকতে হবে। ওকে শেষ করার পর তোমার কী হয় এ নিয়ে ভাববে না কেউ। আমার হাত থেকে যখন ছাড়া পাবে তখন আর কিছুই থাকবে না তোমার।'

ছুরিটা নামিয়ে রাখল মারিয়া। 'তার আগেই আমার হাতে মরণ হবে তোমার,' শান্ত স্বরে জবাব দিল সে।

দিন গড়িয়ে চলল—অপেক্ষারত লোকগুলো পাহাড়ের উপর নজর রেখেছে। আকাশে একটা শকুন উড়তে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। কিছুই নড়ছে না। ভ্যাপসা গরম জমাট বেঁধে উঠেছে ক্যানিয়নের ভিতর। তেতো বিরক্ত হয়ে একটা লাল রঙের রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছল ডেনিস।

ছায়ায় বসে আছে আইভান। ওর অল্প দূরেই একটা গিরগিটি গরমে হাঁপাচ্ছে। বেলুনের মত ওর পেটের দুপাশ নিয়মিত তালে ফুলে উঠে চুপসে যাচ্ছে। আর কোন কাজ না পেয়ে ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ে ওকে ব্যতিব্যস্ত করেছে আইভান।

'যে গরম পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে,' মন্তব্য করল পেরেজ। আড়ালে ছায়ায় লুকিয়ে বসে আছে ওরা। কিছুই বলা যায় না—যে-কোন সময়ে ফিরতে পারে মার্ক। আইভান ভাবছে মার্কের কথা। পেরেজ বলেছিল মার্ককে সে খুঁজে বের করার পর বাকি দায়িত্ব ওদের। প্রথমবার ওকে ধরতে গিয়ে কী ঘটেছিল মনে আছে তার। কঠিন লোক মার্ক, কোণঠাসা নেকড়ের মত লড়েছিল।

আইভানের পাশে সরে এল ম্যাগনাস। 'কাজটা ওদের উচিত হয়নি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এই কাজ ডেনিস আর স্টিফেনকেই সাজে।'

আইভানেরও একই মত, কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা বলল না। ওটা উইল সামলাক। এর মধ্যে থাকতে চায় না সে। তবে এখন সে নিশ্চিত যে মার্ক সত্যি কথাই বলেছে—এই ঘোড়াগুলো চুরি করে আনা হয়েছিল। 'মানুষ না চিনে ভুল

জায়গায় হাত দিয়েছিল ওরা,' বলল সে।

এই গরমের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো আইভানের মোটেই পছন্দ নয়। ক্ষণিকের জন্য একটা টুকরো মেঘের ছায়া পড়ল: বৃষ্টি হবে। আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। 'একটা বিয়ার খেতে ইচ্ছা করছে,' বিরক্তভাবে বলল সে। 'এসব আর ভাল লাগছে না আমার।'

মুখ খুলল না ডেনিস। আইভানের কথার শেষটুকু ওর কানে গেছে। যত জলদি সবাই বিরক্ত হয়ে ফিরে যায়, ওর জন্য ততই ভাল। ওই মেক্সিকান মেয়েটাকে সে একলা পেতে চায়। কত ধানে কত চাল দেখিয়ে ছাড়বে। উপযুক্ত শিক্ষাই ওকে দেবে সে।

ছায়ার গভীরে বসে আছে পেরেজ। ছায়া যে কোথায় সবচেয়ে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে সেটা সে ঠিকই জানে। ডেনিসের উপর নজর রেখেছে ও। বুঝতে পারছে ওর মাথার ভিতর কী চিন্তা চলেছে।

দিনের মতই রাতের খাওয়াটাও চমৎকার ছিল। উইলের খাওয়া হয়ে গেলেও টেবিল ছেড়ে উঠল না সে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কাজ হলো না দেখে শেষে ডেনিস নিজেই উঠল। ধৈর্যে উইলের সাথে পাল্লা দিয়ে পারা শক্ত।

কাগজে তামাক মুড়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল উইল। মেয়েদের ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা খুবই কম। স্ত্রীর সাথে অনেক বছর সুখে ঘর করার পরও নিজের বৌকেই সে ঠিকমত বোঝে না। অনেক মেয়ে আছে যারা নিজের সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য নিজের প্রেমিককে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। কোন কোন মেয়েকে ভয় দেখিয়ে কাজ হয়। আবার কারও কারও বেলায় পরিবারের অন্য কারও মাধ্যমে যেতে হয়। কিন্তু একে হাত করার কী উপায়?

তার সন্দেহ হচ্ছে কাজটা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ নেই। একরোখা মানুষ উইল। একবার একটা কিছু ওর মাথায় ঢুকলে কাজটা শেষ না করা পর্যন্ত যতরকম উপায়ে সম্ভব চেষ্টা করে যাবে সে। এই কারণেই ওর সাথে ঠোকাঠুকিতে যেতে সাহস পায় না ডেনিস। ভয় পায় না উইল। ওকে শেষ করা খুব কঠিন কাজ।

'তুমি কি এই মার্ক লোকটাকে ভালবাস?' হঠাৎ প্রশ্ন করল উইল।

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'কোন কারণ নেই।' এমনি, নিছক কৌতূহল। তুমি ওর জন্যে অনেক করেছ, তাই।'

'কী করেছি আমি? সে মরে যাচ্ছিল...একটু যত্ন নিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমার জন্যেও আমি তা করতাম। একটা কুকুরের জন্যেও করব।'

'হয়তো করবেও তাই। তুমি সাধারণ মেয়ে নও।' এই পথে কাজ হবে না বুঝে অন্য পথ ধরল সে। 'আমাদের পছন্দ করো না তুমি, তাই না?'

'তোমাদের কেন পছন্দ করব? আমার বাবাকে তোমরা মেরেছ, আমাদের তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে—অথচ এটা আমাদের এলাকা, আমাদের দেশ।'

'সেসব এখন বদলে ফেলা যায়,' ধীরে ধীরে শুরু করল উইল। 'তোমাদের আরও জমি দেব আমি। ওয়ালটার ফেড়া দেখতে পারত না, কিন্তু আমি অন্য রকম

মানুষ।' মারিয়ার দিকে চোখ তুলে চাইল সে। 'আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে। দু'জনে অংশীদার হিসেবে জেড্রা পালব। তোমার পরিবারে যথেষ্ট লোক রয়েছে—যা লাভ হবে আধাআধি ভাগ হবে।'

কথাগুলো সরল মনেই বলেছে উইল, মারিয়া জানে। আর উইল যদি তার পিছনে থাকে তবে কেউ আপত্তি করবে না। অন্তত মুখে বলার সাহস পাবে না।

'তোমার বৌ কী বলবে?' কিছুটা মজাই পাচ্ছে মারিয়া।

উইলকে চিন্তিত দেখাল। 'ঝামেলা করতে পারে,' বলল সে। 'মেয়েরা কেউ তোমাকে বিশেষ পছন্দ করে না।'

'কোন কারণ নেই। আমি কারও সাথে নেই পাঁচে নেই—নিজের মতই নিজে থাকি। ভাল মেয়ে আমি।'

মুখ তুলে চাইল উইল। 'তাই আমারও বিশ্বাস,' বলে সে নিজেই অবাক হলো, আগে একথা কখনও ভাবেনি। 'হ্যাঁ,' ওর সম্বন্ধে যা শুনেছে আর নিজে যা দেখেছে মিলিয়ে দেখল সে। 'আমি জানি। কিন্তু তুমি তো জানো মেয়েরা কেমন। তুমি...' বলতে গিয়ে একটু লজ্জা পেল উইল, 'তোমার যৌন আবেদন বেশি, পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়।'

'মেয়েদের তো ওটা কিছুটা থাকতেই হয়?'

'থাক, জেড্রার ব্যাপারে তোমার কী মত, রাজি?'

'না।'

'আমার বৌ-এর কারণে?' একটু ইতস্তত করল সে, 'ওটা আমি সামলাতে পারব।'

'না সেজন্যে নয়। তুমি আমার থেকে যা জানতে চাও তা আমি বলতে পারব না, তাই।'

'ও কোথায় আছে বলে দিলেই আমি আমার লোকজন নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। তোমার জন্য জেড্রাও পাঠাব।'

'আমি জানি না সে কোথায় আছে।'

'ও কি ফিরে আসার কথা কিছু বলেছিল?'

একটু ইতস্তত করল মারিয়া। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, 'না, সে ফিরতে যাবে কেন?' উইলের চোখে ধরা পড়ে গেল ওর দ্বিধা।

উঠে দাঁড়াল উইল। বেশ ভাল বোধ করছে সে এখন। তা হলে ঠিকই ফিরবে লোকটা। এই মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তায় থাকবে মার্ক। 'তোমার কিছু বলার থাকলে আমাকে খবর দিও। ওই লোকটার কোনমতেই নিস্তার নেই ধরা সে পড়বেই। তুমি যদি বলে দাও সে কোথায় আছে তবে আমি নিজে তোমার শহরে থাকার সব সুবিধা করে দেব। আমি বললে সবাই তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।'

কথাটা সত্যি। উইলই সর্বেসর্বা। ওর কথাই বেদবাক্য। ওরা পছন্দ না করলেও কেউ বিরোধিতা করবে না। তা ছাড়া ফেরার চেষ্টা করলে মারা পড়তে পারে মার্ক। তবু উইলের প্রস্তাব নিয়ে ভাবছে না সে—ভাবছে মার্ক ফিরে এলে সোজা ওদের ফাঁদে পা দেবে সে।

কফি তৈরি করে আগুনের ধারে রেখে ওদের সবাইকে খবর দিল। তারপরে

নিজের ঘরে ফিরে গেল কিন্তু কাপড় ছাড়ল না সে। ওরা ওই কফি খাবে জেগে থাকার জন্য, কিন্তু এমন যদি হয় ওরা কফি খেয়ে আর জাগল না?

মরুভূমিতে অনেক বিষাক্ত গাছ জন্মে। তারমধ্যে অনেকগুলো সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। বোকোর কাছ থেকেও সে অনেক গাছ চিনেছে। ওর মা নাভাজো কবিরাজ ছিল।

কিন্তু খুনী সে নয়। অবশ্য ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে মারিয়া। শুষ্ক মরুভূমিতে একটা স্তম্ভের মত পাহাড় আকাশটাকে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে...একটা তিতির পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল...ওখানেই বাইরে কোথাও মার্ক তার জন্য অপেক্ষা করছে।

অকারণেই রেগে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজল মারিয়া। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল সে...

তার জন্য মার্ক যেসব জটিলতার সৃষ্টি করেছে সেগুলো সত্যিই উপভোগ করেছে পেরেজ। পলাতক অ্যাপাচিদের ট্রেইল করার পর এই প্রথম সে আবার কাজে আনন্দ পাচ্ছে। অ্যানিমাস বা ওয়াতালুপ পাহাড়ে প্রায় ডজনখানেক ভাল লুকাবার জায়গা রয়েছে, কিন্তু না, সেদিকে না এগিয়ে দক্ষিণে স্যানলুই-এর দিকেই গেছে মার্ক। ওদিকটা একেবারেই বিজন। মার্কের পক্ষেই ওখানে বেঁচে থাকা সম্ভব। সে অ্যাপাচিদের মত চলতে জানে। তবে মেয়েটা ওর সঙ্গ না নেওয়া পর্যন্ত বেশিদূর যাবে না ও। উইলকেও তাই বলল সে।

'হতে পারে,' বলল উইল, 'কিন্তু আমরা এই ঘোড়াগুলোকে অনুসরণ করে ওখানে কে কে আছে দেখে আসব। ম্যাগনাস আমাদের সাথে যাবে।'

চিন্তিত মুখে একবার বাড়ির দিকে চাইল পেরেজ, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। ডেনিসকে এখানে মেয়েটার সাথে একা রেখে গেলে গোলমাল বাধবে। মেয়েটার কিছু হোক এটা চায় না পেরেজ। মার্ককে ধরার জন্য ওই মেয়েটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল টোপ। সকালের আলো ফোটার এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তিনজন ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের যেতে দেখে একটা সিগারেট ধরাল ডেনিস।

কুকো বসল। কিছু একটা ঘটবে আশা করছে সে। কিচেন বিচলিত—হাত দিয়ে অস্থিরভাবে চোয়াল ঘষল সে। জানালা দিয়ে মারিয়া ওদের লক্ষ করছে। উইলকে সে-ও যেতে দেখেছে। মাংস কাটার ছুরিটা বের করে সাইড টেবিলের উপর কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রাখল সে।

পাথরের উপর বুটের আওয়াজ তুলে ডেনিস এসে ঘরে ঢুকল। ওর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির আভাস থাকলেও ওর চোখ মোটেই হাসছে না। 'উইল চলে গেছে,' বলল সে।

'হ্যাঁ,' সতর্ক চোখে ওকে লক্ষ করছে মারিয়া, 'জানি।'

'এরকম একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

'উইলকে ভয় পাও, একটা ভীতু লোক তুমি।'

আরও এগিয়ে এল ডেনিস। 'ভীতু নই, চালাক বলতে পারো। যত ঝামেলা ওর ঘাড়ে ফেলে নিজে নিশ্চিন্ত থাকি। আর এই জন্যেই মাঝে মধ্যে ওকে খুশি

রাখার উদ্দেশে ওকে ওর খুশিমত চলতে দিই।'

'ঘরের ভিতর তোমার কোন কাজ নেই, বাইরে যাও তুমি।'

হাসল ডেনিস। 'এখানে অনেক কাজ রয়েছে আমার। তোমাকে শেখাবার অনেক কিছু বাকি রয়েছে।'

খাবার টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে মারিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল ডেনিস। পালাবার চেষ্টা করল সে। চোখ দুটো সতর্ক রেখে অপেক্ষা করছে। মুখের ভাব একটুও বদলায়নি।

হাত তুলে খোলা হাতে চড় মারল ডেনিস। মারিয়ার চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হলো। ওর গালে ডেনিসের পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে। ওকে নির্বিকার থাকতে দেখে ডেনিসের রাগ আরও চড়ে গেল। মুঠো পাকাল সে। দিয়েছে কাপড়ের তলা থেকে ছুরিটা বের করে নিল মারিয়া। ওটাকে ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখেই লাফিয়ে পিছনে সরে গেল ডেনিস। কিন্তু ততক্ষণে ছুরি লেগে ওর শার্টটা অনেকখানি চিরে গেছে।

পিছনে সরতে গিয়ে চেয়ারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ডেনিস। সাথে সাথে ওর পাশ দিয়ে ঘুরে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মারিয়া। লাফিয়ে উঠে ওকে ধরতে চেষ্টা করেছিল ডেনিস, কিন্তু চেয়ার আবার বাদ সাধল।

ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটাকে ধরতে গেল ক্রনো, কিন্তু ধরার আগেই ছুরি চালাল মারিয়া। একটা গাল দিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল সে। ওর হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

সময় পেয়ে ততক্ষণে ওখানে পৌঁছে গেল ডেনিস। ছুরির আঘাত কাটিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে। মারিয়া মাটি ছেড়ে উঠবার আগেই লাথি দিয়ে ওর হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দিল ডেনিস।

উঠে দাঁড়িয়ে পিছাতে শুরু করল মারিয়া। দুচোখে ঘৃণা। ওর কিলঘুসি অগ্রাহ্য করে ওকে পাঁজাকোলা করে-তুলে বাড়ির ভিতর নিয়ে মেঝেতে ফেলল ডেনিস। সাথে সাথেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল মারিয়া। হাঁপাচ্ছে সে। সতর্ক দৃষ্টিতে ডেনিসকে দেখছে—যেন একটা বুনো জানোয়ার ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

বাইরে গালাগালি করে চিৎকার করছে ক্রনো। ওর-হাত কনুই-এর উপর থেকে কব্জি পর্যন্ত কেটে গেছে। প্রচুর রক্ত পড়ছে। বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইভান। মুখটা ঘেমে উঠেছে ওর। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল সে।

'বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না!' চিৎকার করল ক্রনো। 'আমার হাতের একটা ব্যবস্থা করো!'

ক্রনোর দিকে আইভান এগোল বটে, কিন্তু ওর মন পড়ে রইল বাড়িটার দিকে। ভিতরে, সাইড টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। ডেনিস এগিয়ে গেল ওর দিকে।

'সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম,' বলল সে, সুযোগ যখন এসেছে, সেটাকে ভালমতই কাজে লাগাব আমি। কথা শেষ করেই একটা চড় মারল ডেনিস। এরপর যেখানে-সেখানে জায়গা বেছে মারতে আরম্ভ করল সে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে

এল, তবু থামল না, মেরেই চলল। পালাতে চেষ্টা করেও পারল না মারিয়া। প্রতিটা আঘাতের সাথে ডেনিসের রাগ যেন আরও বেড়েই চলেছে।

'আজ পিটিয়েই মেরে ফেলব তোকে।' ফাঁসফাঁসে গলায় বলল ডেনিস। 'আমাকে চেনোনি...।'

'ডেনিস!' আইভানের গলা শোনা গেল। ঘুসি উঁচিয়ে থেমে গেল ডেনিস। বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ সেও শুনেছে। প্রচণ্ড রাগে ঘুসি ছুঁড়ল ও, কিন্তু প্রস্তুত ছিল মারিয়া, লাফিয়ে পিছনে সরে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

ব্যাপার আঁচ করে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পেরেজ। ঘোড়া থেকে নামল উইল। এই সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডেনিস। পরস্পরের দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ডেনিস আর উইল। পুরো একটা মিনিট কেটে গেল—কেউ কোন কথা বলছে না। উইলের পিছন থেকে সরে গেল পেরেজ। উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। ডেনিসকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল উইল।

মাটি ছেড়ে মাত্র উঠছে মারিয়া, কিন্তু শক্তি নেই ওর গায়ে—আবার পড়ে গেল সে। ওর থেঁতলানো চেহারা দেখে বিড়বিড় করে একটা গাল বকল উইল। ওকে ওঠাবার জন্য এগিয়ে ওর হাত ধরল সে। কিন্তু ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল মারিয়া। 'পশু! জানোয়ার তোমরা! কাপুরুষ! কেবল মেয়েদের সাথে লড়তে জানো!'

লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল উইল। বাইরে ঘুর ঘুর করছে ডেনিস—অপেক্ষা করছে সে। ডেনিস একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য তৈরি হয়ে আছে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছে উইল। এ-ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সময় এটা নয়। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' ধমকে উঠল উইল। 'ওই মেয়েটার সাহায্য আমাদের দরকার। ওকে মেরে ফেললে আমাদের কী লাভ হবে?'

উইল চলে যেতেই পেরেজের উপর চড়াও হলো ডেনিস। 'তুমি ব্যাটাই আমার সাথে হারামিপনা করে ওকে ফিরিয়ে এনেছ! তোমাকে একদিন...'

একটা ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চিবাচ্ছিল পেরেজ। ঠাণ্ডা চোখে ডেনিসের দিকে চেয়ে সে বলল, 'আমার সাথে লাগতে হলে তৈরি হয়ে নেমো। পিস্তলে আমার হাত ভাল নয় কিন্তু তোমাকে ঠিকই শেষ করব আমি। যত দূরেই পালাও না কেন তোমাকে খুঁজে বের করে শিকার করব।'

ওর পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে নিজের ঘোড়ার কাছে গেল ডেনিস। বোকা! সব বোকার দল! ঘোড়ায় চড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে গেল সে।

উইল ফিরে এল। 'ডেনিস বাড়াবাড়ি করলে সোজা আমাকে জানিয়ে দিয়ো।'

আলো খুলে চোখ তুলে উইলের দিকে চাইল পেরেজ। 'থু' করে মুখ থেকে ঘাসের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সে বলল, 'দরকার হয় তুমি ওকে সামলাও, উইল। আমারটা আমি নিজেই সামলাতে জানি।'

মুঠো খুলে নিজের বিরাট হাতের দিকে চেয়ে রইল উইল। মার্কের পিছনে ধাওয়া করে এসে তাদের নিজেদের মধ্যে এ কী ঘটছে? ওদের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে নষ্ট হতে বসেছে। ডেনিস, স্টিফেন আর তার দলবলই এই ঘোড়াগুলো চুরি

করে এই ঝামেলা টেনে এনেছে। কিছু মানুষের রক্তের সাথেই মিশে থাকে খুন। মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ওদের থামাতে পারে না।

ওই দূরের পাহাড়গুলো, সিয়েরা ডি সান লুই। হয়তো মার্ক এখন ওখানে পৌঁছে গেছে। ও যদি সিয়েরা মাদ্রে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তবে আর ওকে ধরার চেষ্টা করা বৃথা। উইল জানে ওদের চারপাশে কত শত্রু আছে। ওয়ালটার ছিল খুব অত্যাচারী-তার ছেলেরা আরও এককাঠি বাড়া। তা ছাড়া ওদের রাজ্য দখল করতে পারলে খুশি হয় এমন লোকেরও অভাব নেই। সামান্য দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই শীঘ্র রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঘুরে বাড়ির দিকে ফিরে গেল সে। মারিয়া ক্রিস্টিনার মুখ ফুলে উঠেছে কঠিন মারের আঘাতে। মুখটা প্রায় চেনাই যায় না। 'এর পরেও কি তুমি আমাদের জন্যে রান্না করে দেবে?' প্রশ্ন করল সে।

গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত চেহারাটার দিকে চেয়ে সে জবাব দিল, 'করব।' তার স্বাধীন চলাফেরা ঘুচিয়ে বাসায় নজরবন্দী হয়ে থাকতে চায় না মারিয়া।

কিছুক্ষণ পরে উইলের সামনে দিয়েই একটা ঝুড়ি নিয়ে বাসা থেকে বেরুল সে। কতক্ষণ ওকে চোখে চোখে রেখে কিছু শাক-সব্জি তুলতে দেখল। তারপর ওর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে। খোলা জায়গায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে-চেষ্টা করলেও পালাতে পারবে না মেয়েটা।

'ব্রেড-রুট' তোলার জন্য ঝুঁকে রসাল শিকড়টা টেনে মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সাদা ফুলওয়ালা গাছের কাছে এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল সে। গাছের পাতাগুলো ভারি-গাঢ় রঙ। আবার এগিয়ে গেল সে। বাড়ি ফিরে রান্নার জোগাড় শুরু করল মারিয়া। কয়েকবার কফির জন্য তাগাদা দিতে দরজা পর্যন্ত লোক এল, কিন্তু এখনও তৈরি হয়নি বলে ওদের ফিরিয়ে দিল সে।

ক্রুসোকে শহরে নিয়ে গেছে ম্যাগনাস। ডেনিস এখনও ফেরেনি। কেবল পেরেজ আইভান আর উইল রয়েছে ওখানে।

শেষ পর্যন্ত ওদের সবার খাবার টেবিলে বেড়ে দিল মারিয়া। সবাই খেতে বসল। ওদের খাওয়া কিছুক্ষণ দেখে আরও কফি ঢালল সে। এরপরে তাড়াতাড়ি কিছু স্যান্ডউইচ আর অন্যান্য খাবার একটা পুরোনো ময়দার ব্যাগে ভরল। মারিয়া সব সময়েই কাজ করছে-সব সময়েই ও ব্যস্ত। কেউ লক্ষ করল না ওকে।

ভয়ে ভয়ে ডেনিসের ফেরার আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় কান খাড়া রেখেছে মারিয়া। কয়েকবার আড়চোখে বাইরে চেয়ে অন্ধকারে সিগারেটের আগুন জ্বলাতে দেখেছে সে। একটা অদ্ভুত হাসির আওয়াজ উঠল-আর একজন খিকখিক করে হাসল।

আইভান উইলের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কোন জবাব এল না। সিগারেটের আগুন আর জ্বলছে না-কোনরকম কথাবার্তার শব্দও আর আসছে না এখন।

মারিয়া আস্তাবলের কাছে এসে দেখল হাত-পা ছড়িয়ে সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। ওদের থেকে একটা উইনচেস্টার, দুটো কার্তুজবেল্ট আর এক বাক্স .৪৪ গুলি নিল সে। তারপর একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে বাড়ির

কাছে নিয়ে গেল। খাবার আর কম্বলগুলো ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বসল। বাসা থেকে বেশ কিছুদূর এসে ঘোড়া ছুটাল সে।

চারদিক নিস্তব্ধ...হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে হাজির হলো ডেনিস। সবাইকে পড়ে নাক ডাকতে দেখে একটা বেঁকো হাসি হেসে মারিয়ার ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেল সে। খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে। ওর পিছনে বাড়ির আশেপাশে সব নিশ্চুপ। বাড়ির জানালা দিয়ে ওষুধের প্রভাবে ঘুমন্ত লোকগুলোর উপর আলো এসে পড়েছে।

ডেনিস চিরকালই একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। সামনাসামনি পিস্তল নিয়ে কেউ ওর মোকাবিলা করতে সাহস না পেলেও ওকে নিশ্চয়ই ফাঁদ পেতে গুলি করে মারত—কিন্তু লীচ পরিবারের দাপটেই কেউ তা করেনি। পারিবারিক প্রতাপ ওকে রক্ষা করেছে।

ওদিকে উইল পরিবারের প্রতি অত্যন্ত অনুগত। লীচদের স্বার্থে সে সবকিছুই করতে পারে। তবে সে এটাও জানে যে তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতার আভাস পেলেই চারদিক থেকে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু।

ডেনিসের ওসব চিন্তা নেই। ইদানীং ডেনিসের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। এধরনের মনোভাব সাধারণত পেশাদার বন্দুকবাজদের মধ্যে দেখা যায়। প্রথম প্রথম ওরা মানুষ খুন করে মনেমনে বেশ কষ্ট পায়, কিন্তু ধীরে ধীরে মন শক্ত হয়ে আসে—এরপরে খুন করে একটা আলাদা মজা পায় ওরা। কথায় কথায় পিস্তল বের করে গুলি করতে আর দ্বিধা করে না।

মারিয়া ক্রিস্টিনা তাকে একটুও ভয় পায় না এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না ডেনিস। ওর ইচ্ছা মার্ককে খুঁজে বের করে মেয়েটার চোখের সামনে ওকে গুলি করে মারবে। তাতে মেয়েটারও তেজ কমবে আর তার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হবে। এইজন্যই তাড়া নেই ওর। মেয়েটা পথ দেখিয়ে ওকে মার্কের কাছে নিয়ে যাক এটাই চাচ্ছে সে।

সূর্য উঠেছে। বেশ গরম। একেবারে শুকনো খটখটে এলাকা দিয়ে এগিয়ে চলেছে মারিয়া। ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা পরেই সে টের পেল কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

শুকনো এলাকা এটা। পিছনে অনেক দূরে একটু ধুলো উড়তে দেখেছে সে। একজন ঘোড়সওয়ার চললে যতখানি ধুলো উড়বে ঠিক ততটাই ধুলো উড়তে দেখেছে ও। এর একটাই ব্যাখ্যা—ডেনিস-ওর পিছু নিয়েছে।

দু'বার গতি পরিবর্তন করেছে সে। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক দুর্গম পথই দিয়ে গেছে মারিয়া। অনেক রকম ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে—ইচ্ছা করলেই পানি পাওয়া যাবে এমন জায়গাগুলো এড়িয়ে গেছে। সারা সকাল এক ঢোক পানিও সে নিজে খায়নি। অবশ্য এর মধ্যে দুবার পানি দিয়ে ঘোড়াটার নাক-মুখ মুছিয়ে দিয়েছে।

নিজেকে সে বুঝিয়েছে দুটো কারণে সে মার্কের কাছে যাচ্ছে। প্রথম কারণঃ ওখানে থাকলে সে ডেনিসের হাতে মারা পড়বে। দ্বিতীয় কারণঃ সে ভয় পাচ্ছে হয়তো মার্ক সত্যিই ফিরে গিয়ে বিপদে পড়বে।

ওর নাকের ভিতর অনেক ধুলো জমেছে। মুখের উপর ধুলোর পরত পড়ে শক্ত হয়ে আছে। ঘামে ভেজা জামায় ধুলোর লম্বা দাগ পড়েছে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে ঘোড়া।

মারিয়া জানে যে তার পক্ষে পেরেজকে বেশিক্ষণ ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ডেনিসকে সম্ভবত সে ফাঁকি দিতে পারবে। ওর দিকে আত্মবিশ্বাসই মারিয়ার সহায় হবে। কিন্তু পাথুরে এলাকায় পৌঁছে পেরেজকেও তার ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে হবে। সময় এসেছে বুঝে ঘোড়া থেকে নামল মারিয়া।

পেরেজই সবচেয়ে প্রথম জাগল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। চোখ খুলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। বিরক্ত হয়ে অশ্রাব্য গাল বকতে বকতে গাড়িটার দিকে ছুটে গেল। বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু ভিতরে কেউ নেই।

'চলে গেছে!' চিৎকার করল সে। 'মেয়েটা পালিয়েছে। আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে!'

হুইলের মাথাটা খুব ভারি হয়ে রয়েছে, তবু তাড়াতাড়ি উঠে ঘোড়ায় জিন চাপাল সে। আস্তাবলে কয়েকটা তাজা ঘোড়া রয়েছে। শেষ মুহূর্তে ম্যাগনাস ফিরে এসে ওদের সাথে যোগ দিল।

কফির কাপ নিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে তলানির স্বাদ নিল পেরেজ। 'জোলাটি!' থু থু করে থুথু ফেলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'একটা চিহ্ন রয়েছে এখানে,' বিদ্রূপের দিয়ে বলে উঠল পেরেজ। 'ডেনিস ওকে অনুসরণ করছে।'

মানুষ শিকারের সব পথঘাটই পেরেজের চেনা। ডেনিস যে কেন ইচ্ছে করেই পিছনে পড়ে থাকছে সেটা বুঝে নিল সে। ডেনিস আশা করছে মেয়েটা তাকে পথ দেখিয়ে মার্কের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাই দেবে কি?

উত্তপ্ত সকালে মারিয়া আর ডেনিসের ট্রেইল অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ওরা। মারিয়ার চিহ্ন দেখেই অনুসরণ করছে পেরেজ– ডেনিসেরটা চোখে পড়ছে বলে সে লক্ষ করছে।

একটা পাথুরে এলাকায় এসে মেয়েটার সব চিহ্ন হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ডেনিসের চিহ্ন আগেই অন্য পথ ধরে সরে গেছে। অর্থাৎ এখানে পৌঁছবার আগেই কোন কায়দায় ডেনিসকে ফাঁকি দিয়েছে মেয়েটা। ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে পেরেজ। একটা পাথরের উপর ঘোড়ার খুরের দাগ ওর চোখে ধরা পড়ল–কিন্তু ওটাই শেষ চিহ্ন।

দাগটাকে গোল করে ঘিরে খুঁজতে শুরু করল সে। বৃত্তের পরিধি প্রতিবার একটু একটু করে বাড়াচ্ছে। গরম বা পিপাসা ওকে কাবু করতে পারছে না। রোদে ওর চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে এসেছে কিন্তু বিরামহীন ভাবে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল পেরেজ...একটা ছোট্ট লাল সুতো। খুশি হয়ে হেসে সুতোটা তুলে নিল সে।

'হাসির কী হলো?' অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল আইভান।

'মেয়েটা খুব চালাক। ঘোড়ার খুরের ওপর পুরোনো কাপড় বেঁধে নিয়েছে।'

এখন আর দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাইলখানেক দূরে দূরে একটা দুটো দাগ হয়তো থাকবে, কিন্তু সেগুলো খুঁজে বের করতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। তবে পেড্রো ওদের সাথে রয়েছে, তাই ওভাবে অনুসরণ করার দরকার পড়বে না।

এই এলাকাটা এই সময়ে খুবই শুকনো থাকে। কাউবয় স্প্রিং-এরও একই অবস্থা। তবে কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা?

যাবার আগে মার্কের সাথে মেয়েটার দেখা হয়েছে। মারিয়া জানে যে তাকে অনুসরণ করা হবে, তাই স্বভাবতই সে ওদের ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ এটা মিথ্যা ট্রেইল। এখান থেকে ঘুরে কোন 'ওয়াটার হোল'এ যেতে হলে দু'একদিন নয়, পুরো এক হপ্তার লাগবে। সুতরাং দক্ষিণের এই বিশাল এলাকারই কোথাও মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছে মার্ক।

বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলোকে একে একে বাতিল করতে-করতে হঠাৎ 'একটা যুক্তি পাওয়া গেছে,' বলে ঘোড়ায় চড়ল পেড্রো। সবাই ওর পিছু নিল। কিন্তু তিন ঘণ্টা পরে ওরা 'উলফ পেন ট্যাঙ্ক'-এ পৌঁছল, অনেক খুঁজেও সেখানে ঝোপে ঢাকা পানির আশেপাশে কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

রাগের সাথে একদলা চিবানোর তামাক দাঁত দিয়ে কেটে মুখে দিল পেড্রো। তবে কোন চুলোয় গেল ওরা?

কথাটা মনে পড়তেই তিক্তভাবে গাল বকে উঠল সে। বুড়ো চাকেরো একবার কয়েকদিন ধাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল লাল পাহাড়ের কাছে একটা জায়গায়। ওখানে একটা ঝরনাও আছে—পাথরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আবার পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে ওটা। 'ঠিক,' বলে উঠল সে। 'ওখানেই গেছে মেয়েটা।'

'আর কত চক্কর খাওয়াবে আমাদের?' বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল আইভান।

'এসো,' ডাকল উইল, 'ওদের খুঁজে বের করব আমরা।'

উলফ পেন ছেড়ে মাঝারি গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে চলল ওরা। বিকেল হয়ে এসেছে, আর একটু পরেই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে বাতাস, তখন ওরা আরও দ্রুত ছুটতে পারবে।

সন্ধ্যায় ঘোড়া বাঁধার খুঁটি তুলে ঘোড়ায় জিন চাপাল মার্ক। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে পিছন দিক দিয়ে নেকড়েদের পথে নিয়ে তৈরি রাখল। অস্থির আর চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। ওর কণ্ঠটা বেশ চুলকাচ্ছে। নিশ্চয়ই সেরে উঠছে। খানিকটা পানি খেয়ে নিয়ে ট্রেইলটার উপর নজর রাখল সে। কিছুই চোখে পড়ল না।

প্রায় ঘুম এসে গিয়েছিল, এই সময়ে ঘোড়া হেঁটে চলার শব্দ ওর কানে পৌঁছল।

উইনচেস্টার হাতে উঠে দাঁড়াল সে। শুনতে শুনতেই দুবার ঘোড়া হোঁচট খাওয়ার আওয়াজ টের পেল মার্ক। ঘোড়াটা খুব ক্লান্ত। রাইফেল বাম হাতে নিয়ে ডান হাত পিস্তলের বাঁটের উপর রেখে টুকরো ঘাসের জমিটার দিকে এগোল সে। ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে চলেছে। সাঁঝের বেলা খুব সামান্যই আলো আছে মাঠে। অন্ধকার থেকে একটা কালো ঘোড়া আর মানুষের আকৃতি ফুটে উঠল।

চুপ থেকে চিনতে পেরে ওর দিকে এগোল মার্ক। হঠাৎ আর একটা অস্পষ্ট শব্দ ওর কানে এল। কত দূরে ঠিক আন্দাজ করতে পারল না।

'এখানে আছ তুমি?' মিহি স্বরে ডাকল মারিয়া। তবু শব্দটা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল। জবাব দিল না মার্ক। কিছু একটা বা কেউ ওখানে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। সে-ও জানে।

আরও ফাঁকা জায়গায় এগিয়ে এসে দাঁড়াল মারিয়া। নিঃশব্দ মূর্তি একটা। ঠিক যেন একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে তার ঘোড়ার পিঠে বসে। 'তুমি কি আছ?' ওর স্বরটা আশাভঙ্গের ব্যথায় বিলাপ করে একটু কেঁপে উঠল। মার্কের হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠল।

অপেক্ষা করে আছে মার্ক। নিস্তব্ধতার মাঝে কোন শব্দ নেই। স্থির হয়ে ঘোড়ার উপর বসে আছে মারিয়া। ওর মনের ভিতরে যে কী ঝড় চলেছে তা বুঝতে পারছে মার্ক। ও ভাবছে মার্ক অন্যান্য পুরুষদের মতই আর একটা প্রতারক—ওর কাছ থেকে সব রকম সুবিধা আদায় করে নিয়ে ওকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে একা ফেলে সরে পড়েছে। চিৎকার করে ওর বলে উঠতে ইচ্ছে করছে—ওকে জানাতে···

'না,' আর একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ও এখানে নেই, কিন্তু আমি আছি।'

ছায়ার ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ঘোড়াটিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল মারিয়া। কিন্তু ক্লান্ত ঘোড়াটা নড়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল লোকটা। ওকে একপাক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া। এবার মারিয়ার দিকে হাত বাড়াল সে।

একটা ছোট কাঠি তুলে নিয়ে দশ-বারো ফুট দূরে একটা ঝোপের ওপর ছুঁড়ে মারল মার্ক। শব্দটা শোনার সাথে সাথেই লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

পিস্তলের নলের উপর চাঁদের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল মার্ক।

পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছে ডেনিস। কিছুক্ষণ পরে আবার নিশ্চিন্ত হলো। 'জন্তু,' জোরে গলায় বলে উঠল সে। তারপর মারিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'এবার যে কাজটা আমি শুরু করেছিলাম সেটা শেষ করব।'

মেয়েটা এখনও ডেনিসের খুব কাছেই রয়েছে। গোলাগুলি শুরু হলে ওর গায়েও লাগতে পারে। একটা ছোট্ট পাথর তুলে নিয়ে পাথরটা ফাঁকা জায়গাটার উল্টো দিকে ঝোপের উপর ফেলল। শব্দটা কানে যেতেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ডেনিস। একটু পরে পিস্তলটা আবার খাপে ভরে রেখে সে বলল, 'নীচে নামো, নইলে আমিই টেনে নামাব তোমাকে।'

স্থির হয়ে বসে আছে মারিয়া। বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত ক্লান্ত—একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। হঠাৎ নড়ে উঠল মেয়েটা। লাফিয়ে ডেনিসের উল্টো দিকে মাটিতে পড়েই ঘোড়াকে চাপড় কষাল। লাফিয়ে উঠল ঘোড়া। সভয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ডেনিস। ঝোপের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে মারিয়া একেবারে স্থির হয়ে রইল।

ফাঁকা জায়গায় একা দাঁড়িয়ে বড়বড় চোখে অন্ধকার ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে ডেনিস। মেয়েটার শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। 'কোন লাভ

হবে না,' জবাব ছুড়ে বলল সে, 'উইল এখানে নেই যে আমাকে বাধা দেবে।'

জায়গা থেকে নড়ল মার্ক। পায়ের কাছে ঘাসে সামান্য শব্দ হলো। একটা মানুষ মারতে যাচ্ছে সে। ডেনিসকে তার খুন করতে হবে, নিজে মরা চলবে না। কারণ তা হলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না। থেমে দাঁড়াল মার্ক। এখন ডেনিস ওকে দেখতে পাচ্ছে।

'কে ওখানে?' প্রশ্ন করল ডেনিস। 'অ্যাইভান? উইল?'

ডেনিসের ভিতর উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। মার্ক জানলেও সে জানে না অন্ধকারে কে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কেবল একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে সে।

'বলো!' অস্থির হয়ে উঠেছে ডেনিস। 'কে তুমি?'

'ভেবেছিলাম আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছ তোমরা,' বলল সে, 'কিন্তু এখন দেখছি দুর্বল মেয়েদের ওপর অত্যাচার, আর পিছন দিক থেকে গুলি করে মানুষ খুন করা ছাড়া আর কিছুই পারো না তোমরা।'

চার

ঠাণ্ডা রাত। ডেনিস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের ভারি ধুক-ধুকানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। মার্ককে পরিষ্কার দেখা গেলে স্বস্তি পেত—কিন্তু কেবল একটা কালো আকৃতি দেখতে পাচ্ছে ও—অনির্দিষ্ট, আবছা।

ঘটনার শুরু থেকে কখনোই এই লোকটাকে দেখেনি সে। ওর সহকর্মীকে খুন করেছে, ওকে ধাওয়া করে এতদূর ছুটে এসেছে, কিন্তু লোকটাকে একবারও সামনা-সামনি দেখেনি।

মানুষের চোখে চোখে না চেয়ে তাকে ঠিক যাচাই করা যায় না। একটু বিচলিত হলেও এতে ডেনিসের আত্মবিশ্বাস একটুও কমেনি।

'আমার পার্টনারকে যারা খুন করেছে সম্ভবত তুমি তাদেরই একজন,' বলল মার্ক।

ডেনিস ভাবছে মার্ক কি তার ডান হাতটা দেখতে পাচ্ছে? ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাতটা উপর দিকে উঠাতে শুরু করল সে। 'অবশ্যই!' বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল ডেনিস, 'আমিই ওদের লীড দিয়েছি। আসলে পুরো প্ল্যানটাই আমার।' কথা বলার সময়ে ওর হাতটা পিস্তলের খাপের ঠিক নীচে এসে ঠেকেছে। এখন কনুই বাঁকালেই পিস্তলের বাঁট ওর হাতে এসে যাবে। হঠাৎ কনুই বাঁকিয়ে পিস্তলের বাঁটটা চেপে ধরল ডেনিস। খুনের নেশা আর উত্তেজনায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পিস্তল বের করল সে—

ঘুসির মত পরপর দুটো বুলেট ওর পেটে আঘাত হানল। ধাক্কার চোটে ওর দেহের ভার গোড়ালির উপর চলে এল। বাম পা পিছিয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে পিস্তল তুলল সে। কিন্তু হাত উঁচিয়ে দেখল হাতটা শূন্য—পিস্তল নেই।

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিজের হাতের দিকে চেয়ে রইল ডেনিস, তারপরেই হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে। ওর কোমর থেকে দেহের নিচের অংশটা একেবারে

অবশ হয়ে গেছে–তবে মাথাটা পরিষ্কার আছে। কথা বলতে চেষ্টা করল, সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখ দেখারও চেষ্টা করল, কিন্তু ধীরে ধীরে ইচ্ছেটা উবে গেল...তা হলে মরার সময়ে এই রকমই লাগে।

মুখে জিভে ঘাসের ছোঁয়া পাওয়ার পর আর কিছু সে মনে রাখতে পারল না।

সাবধানে চক্রাকারে ঘুরে কাছে এগিয়ে গেল মার্ক। যদিও জানে তার গুলিগুলো ঠিকই লক্ষ্যভেদ করেছে, তবু ঝুঁকি না নিয়ে সতর্ক রইল সে।

'মারিয়া ক্রিস্টিনা?' ডাক শুনে ওর দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। 'আমাদের এখনই রওনা হতে হবে, ওরা শিগ্‌গিরই এসে হাজির হয়ে যাবে।' হাত তুলে ইশারা করল সে, 'ওর ঘোড়াটা তুমি নাও, ওটা তোমারটার চেয়ে তাজা রয়েছে।'

মরুভূমির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। বালু আর বালু। পাথর, স্প্যানিশ ড্যাগার, ইউকা, ওকোটিল্লো আর ভাঙা ভাঙা জমাট বাঁধা লাভাস্রোত। গরমে সিদ্ধ হওয়া এক টুকরো নরক।

চাঁদের আলোয় ক্যাকটাস গাছগুলো থেকে ভৌতিক ছায়া পড়েছে। মৃদু বাতাসে ঝোপের ভিতর থেকে নিচু সুরে মড়াকান্নার শব্দ উঠছে। নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা–এখন আর ফেরার উপায় নেই–আর একজন নীচ মারা পড়েছে, কোন ক্ষমা নেই তার।

সীমান্তের দক্ষিণে চাঁদের আলোয় সিয়েরা স্যান লুই তার পাথুরে ছায়া ফেলেছে বালুর উপর। অ্যাপাচি এলাকা এটা–মরুভূমি। আমেরিকান আর্মিও এর কাছে বহুবার হার মেনেছে। র‍্যাটল স্নেক, কয়োটি আর বিষাক্ত বিছার দেশ এটা।

চাঁদের আলোয় অদ্ভুত মায়াবী দেখাচ্ছে। এখানেও বাস করা সম্ভব। অনেক গাছ আছে যার থেকে খাবার সংগ্রহ করা যায়। বিশেষ জায়গা আছে যেখানে পানি পাওয়া যায়। কিন্তু একে বুঝে চলতে না পারলে এখানে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য।

চলার পথে কথা বলছে না ওরা। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই মারিয়ার থেঁতলানো ফোলা মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল মার্ক। জীবনে এই প্রথমবার একটা মানুষ খুন করে তৃপ্তি হচ্ছে তার। কোন আপত্তি করেনি মেয়েটা। ঘোড়ার পিঠে সিধে হয়ে বসে বিজন দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে সে মার্কের সাথে। একবার পিছন ফিরে চাইল মার্ক। কেউ পিছু নেয়নি। একটুও ধুলো উড়ছে না–কোন গতি নেই–সব স্থির।

মুখ বেয়ে ঘাম পড়ছে। শার্টের নীচেও গড়াচ্ছে ঘাম। তিন ঘণ্টায় দুবার ওদের চলার পথে ক্যানিয়নের বাধা পড়ল। ক্যানিয়নে নেমে ক্যানিয়ন অতিক্রম করল ওরা। আবার পিছন ফিরে চাইতেই এবার ধুলো উড়তে দেখল মার্ক। দুটো ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে।

কোন র‍্যাঞ্চ নেই, কোন গ্রাম নেই, এখানে আছে কেবল আদিম বন্যতা। অ্যাপাচিদের দেশ। গেরিলা যুদ্ধে ওদের মত ক্ষমতা আর কারও নেই। দুপুর বেলায় লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে নামল ওরা। কাপড় ভিজিয়ে ঘোড়ার নাক আর মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঘোড়ার সাথে হেঁটে এগিয়ে চলল।

ঘাড়ে ধুলো জমে পরত পড়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে। মাথা ধরেছে। তবু এগিয়ে চলেছে। দূরে গরমে বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দুবার বিশ্রাম নিল ওরা। ধুলোর মেঘ আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

'এই এলাকা চেনো তুমি?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'এদিকে? না, কিছুই চিনি না।'

'এদিকে একটা জায়গা আছে লস এমবিউডস্ ক্যানিয়ন। নাম শুনেছ?'

'অ্যাপাচিদের জায়গা।'

'ওখানে পানি আছে, লুকাবারও জায়গা আছে।'

ধীরে ধীরে পথ চলা আরও কঠিন হয়ে উঠছে—এলাকাটা অত্যন্ত ভাঙাচোরা আর বন্ধুর। আর কয়েক মাইল পথ চলার পরেই ডেনিসের ঘোড়াটা ক্লান্তিতে হোঁচট খেতে শুরু করল। মার্কের বড় লাল ঘোড়াটা যথেষ্ট বিশ্রাম আর ভাল খাওয়া পেয়ে এখনও তাজাই আছে। দূরত্ব অতিক্রম করা ওর কাছে ছেলেখেলা। আবার ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চলল ওরা—কিন্তু ডেনিসের ঘোড়াটা আর পারল না—পড়ে গেল। অসহায়ভাবে পড়েই থাকল সে।

'খাবার আর রাইফেলটা ওর পিঠ থেকে নিয়ে নাও, ওকে আমাদের এখানেই ছেড়ে যেতে হবে,' বলল মার্ক।

'ঘোড়াটা কি মারা যাবে?'

'না...সূর্য ডুবে গেলে আবার উঠবে। তারপর পানি খুঁজে নেবে কিংবা ওরা এসে পড়লে ওদের সাথে যাবে।'

হেঁটে এগিয়ে চলল ওরা। এখনও সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পায়নি মার্ক। দূরের দিগন্তটা ওর চোখের সামনে তরল হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। কিন্তু সাথে সাথেই আবার উঠে শার্টের কলার টেনে আরও ফাঁক করে নিয়ে এগিয়ে চলল। পিস্তলের বেল্ট আর খাপের ঘষায় মার্কের উরু ছিলে যাবার জোগাড় হয়েছে।

পিছনে ফিরে ধুলোর মেঘ আর চোখে পড়ল না। হঠাৎ সামনে ফিরেই মার্ক দেখল টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে তিনজন অ্যাপাচি ওদের দিকেই চেয়ে আছে। রাইফেল বের করার সময় আর এখন নেই—তা ছাড়া রাইফেল উঁচু করে ধরার শক্তিও ওর আছে কি না সন্দেহ।

কালো হ্যাটের তলা দিয়ে ওদের দিকে চাইল মার্ক। কঠিন মরুভূমির কঠিন লোক এরা। ওদের দেহের শক্তিশালী পেশী ঠিক এই এলাকার পাথর আর মাটির মতই শক্ত। ওরা অ্যাপাচি—ধুলোর মেঘ নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়েছে—কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ওদের মন।

ইশারায় পিছন দিক নির্দেশ করে মার্ক বলল, 'শত্রু।' তারপর মারিয়ার মার খাওয়া মুখের দিকে দেখিয়ে নিজের পিস্তল ছুঁয়ে কী ঘটেছে বোঝাবার চেষ্টা করল সে।

অ্যাপাচিদের তিনজনের মুখের ভাব মোটেও বদলাল না। ঠাণ্ডা চোখে মার্কের দিকে চেয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখছে। মার্কের গায়ের রঙও রোদে পুড়ে ওদের মতই দেখাচ্ছে—কেবল চোখ দুটো অন্যরকম। অ্যাপাচিদের দিকে চেয়ে রয়েছে মারিয়া, কিন্তু কোন কথা বলেনি সে। পুরুষদের ব্যাপার এটা—তার সঙ্গী পুরুষ কথা বলছে, তার এখানে কথা বলার দরকার নেই।

'ইন্ডিও?' মারিয়াকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল একজন।
ইঙ্গিতে অর্ধেক বোঝাল মার্ক। নিজের বেলাতেও একই সঙ্কেত জেনিসকে সে। যদিও কথাটা মিথ্যা, তবু ওর চেহারা অনেকটা সেরকমই। হয়ে -শেষ ওর স্বপক্ষেই যাবে।
সুন
মাথায় লাল ফিতে বাঁধা অ্যাপাচি লোকটা ফিরে একটা দিক নির্দেশ ক. 'এর্মবিউঈনস্,' বলল সে।

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল মার্ক। ধীর পায়ে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে একপাশে সরে গেল ওরা। চোখের আড়ালে অদৃশ্য হবার আগে পর্যন্ত দুজনের কেউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। অদৃশ্য হতেই তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে মারিয়াকে পিছনে বসিয়ে দ্রুতবেগে কয়েক মাইল এগিয়ে গেল মার্ক।

আরও কয়েকঘণ্টা কেটেছে। ব্যথায় টনটন করছে পা, দেহ ক্লান্ত, তবু এগিয়ে চলল মার্ক। আশেপাশের এলাকা এখন অনেকটা বদলে গেছে। স্প্যানিশ ড্যাগার, চোলা আর যশুয়ার একটা জঙ্গলে প্রবেশ করেছে ওরা। মাঝে মাঝে পুরোনো লাভার ভাঙা স্রোত।

কম করে হলেও ইঞ্চি ইঞ্চি করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছয়-সাত মাইল পথ চলছে ওরা। মাঝে মাঝে ওদের মনে হয়েছে আর বুঝি এগোনো যাবে না। ঘন চোলার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এক অপূর্ব দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল।

নীচে পানি দেখা যাচ্ছে। একটু-আধটু নয় লাভার পাথরে বেশ বড় আকারের একটা পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। চমৎকার টলটলে পরিষ্কার পানি। পুকুরের চারপাশে ছায়া দিচ্ছে সিকামোর, অ্যাশ, উইলো আর বাকথর্ন গাছ। পানির কাছে খোলা জায়গায় অতীতে মানুষের আগুন জ্বালাবার কয়েকটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খাড়া ঢাল বেয়ে পানির কাছে গিয়ে হাজির হলো মার্ক। পাড় দিয়ে আরও এগিয়ে গাছের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা একটা ছোট ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল ওরা। দেহের শেষ শক্তিটুকু ব্যবহার করে ঘোড়ার জিন নামিয়ে ঘাস খাবার জন্য ওকে খুঁটির সাথে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল।

বিনা বাক্যব্যয়ে টানটান হয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল অনেক ঘোড়া ছুটছে, গোলাগুলি হচ্ছে, আর বারবারই চোলার কাঁটা খেতে পড়ে যাচ্ছে ও।

যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেশ ঠাণ্ডা, তবে ওর গায়ে একটা কম্বল চাপা দেওয়া রয়েছে। হালকা একটা কাঠের আগুনের গন্ধ ওর নাকে এল। গড়িয়ে উঠে বসল মার্ক।

'আগুনের ধারে তোমার খাবার রয়েছে;' অন্ধকার ছায়া থেকে কথা বলে উঠল মারিয়া।

পানির ধারে গিয়ে উবু হয়ে হাতমুখ ভাল করে ধুয়ে নিল সে। শার্ট দিয়ে গা মুছে কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসল।

একটা পাত্রে গরম স্ট্যু রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্তভাবে টরটিয়া আর স্ট্যু খেলো মার্ক। পানিতে চাঁদের ছায়া পড়েছে। কফিতে চুমুক দিল সে।

'এই জায়গাটা পেরেজের চেনা থাকলেই মুশকিল,' বলল মার্ক।

দুবার বিশ্রাম পাবে?'
'এই এলা' চুপ করে থেকে মারিয়া আবার বলল, 'লোকটা সাংঘাতিক হলেও
'এমনি মই খারাপ নয়।'
'ঘোড়াদের বিশ্রাম দরকার—তোমারও তাই দরকার। রাতের বেলা আবার রওনা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঝুঁকি নিয়ে আজ রাতটা এখানেই ওদের কাটাতে হবে।'
'আমার বাবা এই জায়গাটা চিনত। ইন্ডিয়ান অ্যাপাচিদের এলাকা এটা। সময়ে সময়ে কথা বলার জন্যে ওরা এখানে মিলিত হত।'
আড়ষ্টভাবে উঠে জিনের ভিতর থেকে নিজের বিছানা বের করল মার্ক। ওর প্রতিটি পেশী প্রতিবাদ করছে। কম্বলগুলো বিছিয়ে বুট খুলল সে।
লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'তোমার মুখের এই অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগছে আমার। এ জন্যে আমিই দায়ী।'
'ও কিছু না।'
'কে, যাকে মেরেছি আমি?'
'হ্যাঁ, ডেনিস।'
কাঁধের উপর ভালমত কম্বল জড়িয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে মার্ক। একবার মাথা তুলে আড়চোখে চারপাশটা দেখল। অনড় হয়ে স্থির বসে আছে মারিয়া—ওর কাঠামোটা দূরের আকাশে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কী যেন বলতে গিয়েও শেষে না বলেই আবার শুয়ে পড়ল মার্ক। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর শ্বাস নিতে শুরু করল সে।
কাঁধে কম্বল জড়িয়ে পানির দিকে চেয়ে বসে আছে মারিয়া। কিছুই বলল না সে; কিছু ভাবছেও না; এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান মেয়েদের মতই নিজের জগতে হারিয়ে গেছে মেয়েটা।

পনেরো মাইল পিছনে একটা বড় স্যান্ড-স্টোন পাথরের আড়ালে গুটিসুটি হয়ে আশ্রয় নিয়েছে উইল আর তার সঙ্গীরা। আজকের দিনটা ছিল ওদের জন্য পরাজয়ের গ্লানি, গরম, ধুলো আর ক্যাকটাসে ভরা একটা অশুভ দিন।
ভোরবেলায় ডেনিসের মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছে ওরা। গুলির আঘাতে মারা পড়েছে ডেনিস—অব্যর্থ লক্ষ্য। পাশেই ওর পিস্তলটা পড়ে আছে—কিন্তু ওটা থেকে কোন গুলি ছোঁড়া হয়নি। দেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্য একটু শিউরে উঠেছিল আইভান। কী ধরনের লোক এই মার্ক?
মারাত্মকভাবে আহত হয়েও সে পালিয়েছে। কয়েকদিন পরে তার গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে কোন চিহ্ন না রেখেই আবার অদৃশ্য হয়েছে। আজ সে শেষ করেছে ডেনিসকে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর। অস্থির আর হতাশ বোধ করছে।
জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে চট করে আড়চোখে উইলের চেহারাটা একবার দেখে নিল ক্রুনো। সে জানে উইল শেষ পর্যন্ত মার্ককে ধাওয়া করবে—ওকে ঠেকানো যাবে না। উইলের এই জিদটাকে মনে মনে বহুবার প্রশংসা করেছে সে—কিন্তু আজ অভিশাপ দিল।

উইলের ভিতর কোন অনুশোচনা নেই। আজ হোক কাল হোক জেনিকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের হাতেই খুন করতে হত। এখন মরে গেছে সে—শেষ আপদ বিদায় হয়েছে। 'মেয়ে পাগল', জোরে বলে উঠল উইল। 'ওই মেয়ের পিছনে লাগতে না গেলে আজ সে বেঁচে থাকত।'

'ওই মেয়ে একটা ডাইনী,' জোরের সাথে বলে উঠল মাইকান। 'আমাদের সবারই মৃত্যু ডেকে আনবে ও। চুলোয় যাক ওই মাগী, গলা টিপে মারি।'

রাগে অধৈর্য হয়ে উঠেছে উইল। 'মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মার্ককে ছাড়া যাবে না। এভাবে আমাদের সবাইকে বুড়ো মেরে কাঁচ-কলা দেখিয়ে ওকে সরে পড়তে আমি দেব না। তা হলে আমাদের সব মানসম্মান আমরা খোয়াব। হয় ওকে মারব নইলে সবাই মরব।'

হাত ঘুরিয়ে চারপাশের এলাকাটা দেখাল সে। 'আরিজোনা আর নিউ মেক্সিকোতে অন্তত পঞ্চাশটা র‍্যাঞ্চ আছে যারা আমাদের পশু চরানোর এই জমি দখল করতে চায়। দু'একটা শক্তিশালী র‍্যাঞ্চও এমন আছে যারা এটা করার ক্ষমতা রাখে। তাই স্টিফেন আর জেনিকে আমি সবখানে যেতে দিইনি।'

ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই স্টিফেন আরও চারজন লোক নিয়ে ওখানে উপস্থিত হলো। সকলেই শক্ত লোক এরা। ওদের সবারই মার্ককে হত্যা করতে চাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তা ছাড়া যে ভাষায় কথা বললে ওরা বোঝে সেই ভাষাতেই ওদের বুঝিয়েছে স্টিফেন। 'এতদিন ওকে আমরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, এখন আমরা ক্ষান্ত দিলেই সে মানবে কেন? কিছুতেই মানবে না!'

'কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসবে সে। লোকজনের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না, তারা কথা বলবে, কানাকানি হবে কারা ওর ঘোড়া নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেককে ও একে একে শেষ করবে, দেখে নিও!'

তার নিজের মনেও একই ভয় আছে বলে ওদের ভয়টা ঠিকই টের পায় স্টিফেন। কঠিন লোক এই মার্ক—জেনিদের কথা শোনাই ওদের বোকামি হয়েছে। আগুনের কাছে জড়ো হয়ে বসে প্ল্যান ঠিক করছে ওরা।

'ওরা কোনদিকে যেতে পারে?' পেড্রোকে প্রশ্ন করল উইল।

আগুনের ভিতর থুথু ফেলল পেড্রো। 'কিছুই বলা যায় না, মেক্সিকান মেয়েটা কোনদিকে যেতে পারে তা কিছুটা হয়তো আন্দাজ করা সম্ভব, কিন্তু মার্ক ওর সাথে রয়েছে—সে যে কোন্ মুখে রওনা হবে বলা মুশকিল। তা ছাড়া এই মরুভূমিটা আমার অচেনা—যারা চেনে তাদের জন্যে এখানে থাকার অনেক জায়গাই আছে।'

কফিতে চুমুক দিল পেড্রো। 'একটা কথা ভেবেছ, উইল? এটা কিন্তু অ্যাপাচি এলাকা। এখানে একবার বেকায়দায় পড়লে খুব বিপদ হবে।'

'কিছু আসে যায় না, ওকে খুঁজে শেষ করতেই হবে।'

'কাজটা খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতই কঠিন হবে,' আপত্তি জানাল মাইকান। 'সবগুলো ক্যানিয়ন খুঁজে দেখতে হলে আমাদের দশ বছর লাগবে।'

'দশ বছর লাগানো চলবে না,' শুকনো মুখে জবাব দিল উইল। 'তা হলে ততদিনে তোমার বৌ তোমার চেহারাই ভুলে যাবে।'

কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো ক্রুসো। 'আমি ফিরে যাচ্ছি। ওই মেক্সিকান ছোঁড়াকে ধরে আনব। এদিকে মেয়েটার যদি কোন গোপন লুকোবার জায়গা জানা থাকে তবে ওই ছোঁড়াও সেটা চিনবে।'

কথাটা একটু ভেবে দেখল উইল। কারও উপর অত্যাচার করাটা সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে ওদের—অথচ বাড়িতে অনেক জরুরী কাজ ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। এ ছাড়া মার্কের ব্যাপারে পেরেজের অতি সাবধানী হতে ওটা ওর মনেও সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

'ঠিক আছে, ক্রুসো, আইভানকেও সাথে নিয়ে যাও। পুরুষের সামনে দাঁড়ানোর সাহস না থাকলেও একটা বালকের বিরুদ্ধে খুব বাহাদুরি দেখাতে পারবে ও।'

'ওহ্, উইল।' প্রতিবাদ করল আইভান। 'এটা কোন যুক্তি—'

'চুপ করো।' বিরক্ত হয়ে ধমক দিল উইল। 'লুই, তুমিও এটার একটা বিহিত করার চেষ্টা করো—আমরা ততক্ষণ কিছুটা ঘুমিয়ে নিই।'

'থু' করে মুখের তামাক মাটিতে ফেলল পেরেজ। 'পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার, অ্যাপাচিরা কিছু বাড়তি ঘোড়া সংগ্রহ করার কুমতলব আঁটতে পারে।'

কম্বলের উপর আরাম করে পা ছেড়ে শুলো আইভান। এসব উটকো ঝামেলা পোহানোর চেয়ে শহরে ফিরে প্রাণ ভরে বিয়ার খাওয়া অনেক ভাল। গোল্লায় যাক শালার মার্ক।

ভোরের আলো ফুটে উঠার আগেই কম্বল ছেড়ে উঠল মার্ক। প্রথমেই কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে নিল সে। তারপর বুট পরে নিয়ে কিছু শুকনো পাতা আর ছোট ডাল কুড়িয়ে আনল। আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে—শুকনো পাতায় ধোঁয়া খুব কম হবে।

মারিয়া তখনও তার কম্বলের তলায় ঘুমে অচেতন। ওর ঘুম না ভাঙিয়ে কাঠিগুলো নিঃশব্দে ভেঙে আগুনে দিল। পাত্রে পানি এনে কফির পানি বসাল সে।

জায়গাটা বেশ ভালমতই আড়াল হয়েছে। চারপাশে চোলার জঙ্গল। চোলা দেখতে কিছুটা কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাসের মত হয় বলে অনেক সময়ে একে 'জাম্পিং ক্যাকটাস'ও বলা হয়। মরুভূমিতে এগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গাছ। এর পাশ দিয়ে যাবার সময় এর বিষাক্ত কাঁটাওয়ালা ডালগুলো হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আঘাত হানে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এই কাঁটার বিষ। বেকায়দায় এইসব ঝোপে শুধু মানুষ কেন ঘোড়ার মত বড় প্রাণীও প্রাণ হারাতে পারে।

ওখানে আরও আছে 'ক্যাটক্ল', অর্গান পাইপ আর ব্যারেল ক্যাকটাস। এই গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। কপালগুণে একটা পথ পেয়ে গিয়েছিল মার্ক, কিন্তু ওই পথটাও অত্যন্ত দুর্গম।

নাস্তা তৈরি করে মারিয়াকে জাগানোর জন্য ঝুঁকল মার্ক। আর ঠিক সেই সময়েই চোখ মেলে চাইল সে। সুন্দর কালো দুটো চোখ। কালো পাপড়ি দিয়ে ঘেরা। এই মুহূর্তে মেয়েটার মুখের ভাব পড়তে পারল না মার্ক। ওকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও আবার পিছনে সরে এল। 'কফি তৈরি করছি,' বলল সে।

কয়েক মুহূর্ত মার্কের চোখেচোখে চেয়ে থেকে সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

ঝোপের ভিতর শিস দিয়ে পাখি ডাকছে। ভোরের ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। একটা জংলী ফুলের হালকা মিষ্টি গন্ধ মার্কের নাকে আসছে।

আগুনের পাশে এগিয়ে এসে মার্কের হাত থেকে কফি নিল মারিয়া। ওর মুখটা শান্ত। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে কফির কাপটা ধরে আছে মেয়েটা। 'জায়গাটা খুব নিরিবিলি,' হঠাৎ বলে উঠল সে।

'হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লেগেছে।'

কফি শেষ করে কিছু নাস্তা খেয়ে নিল মারিয়া। আগুনের জন্য আরও পাতা আর ডাল জোগাড় করে রেখে টিলার বেলা কোন কোন পথে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব পরীক্ষা করে দেখতে গেল মার্ক। মাত্র দু'তিনটে পথ দিয়ে কেবল জলের ধারে পৌঁছানো যায়, তবে তার সবগুলোই ওরা যেখানে ক্যাম্প করেছে সেখান থেকে পুরোপুরি দেখা যায়।

একটা ছোট টিলার উপর উঠে পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল মার্ক। কাছেই একটা মেসা রয়েছে—ওটা বিপজ্জনক, কিন্তু ক্যাকটাসের বেড়া পার হয়ে ঢোকার পথ খুব কম। টিলার উপরে দৃষ্টির অগোচরে থেকে কাজ করা যায় এমন জায়গায় একটু নীচের দিকে পাথর জড়ো করে পাথরের দেয়াল গড়ে তুলল মার্ক।

ঘোড়ার জন্য যথেষ্ট ঘাস রয়েছে, তাদের কাছে কয়েকদিনের খাবারও রয়েছে—ইচ্ছা করলে এখানেই কয়েকদিন অপেক্ষা করতে পারবে ওরা।

ফিরে দেখল মারিয়া তাদের সামান্য কয়েকটা থালা-বাসন ধুয়ে আবার কিছুটা পানি গরম করছে। ইন্ডিয়ানরা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করে এমন কিছু গাছের পাতা আর শিকড়ও ইতিমধ্যেই জোগাড় করেছে। গরম পানির ভিতর ওগুলো ছেড়ে দিল সে। ভালমত ভেজার পর সেই পানি দিয়ে নিজের ক্ষতবিক্ষত মুখটা ধুয়ে ফেলল।

পরে সারাটা দিন বিশ্রাম নিয়ে কাটাল ওরা—বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটল ওদের। এর মধ্যে কয়েকবার টিলার উপর উঠে নজর রেখেছিল মার্ক। টিলার উপর থেকে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। সন্দেহ নেই অনুসরণকারী পাঁচজনের লোকজন কাছে পিঠেই কোথাও আছে। এতক্ষণ ওদের অনেক কাছে এসে পড়ার কথা। কিন্তু ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে তার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর এখানে নেই।

বিকেলের দিকে মারিয়া আরও কয়েকবার ওষুধের পানিতে মুখ ধুয়ে নিল। তারপর খাবারের পুঁজি বাড়াবার জন্য জঙ্গল থেকে কিছু শাক-সব্জি আর শিকড় তুলে আনল।

সন্ধ্যার একটু আগে তার উইনচেস্টারটা নিয়ে মেসার মাথায় উঠল মার্ক। ওখান থেকে চারপাশেই বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেকক্ষণ নজর রেখেও বিশেষ কিছুই ওর চোখে পড়ল না। চলে আসবে, ঠিক এই সময় দূরে লাল একটা বিন্দু দেখতে পেল সে।

ঝোপা জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে রয়েছে ওটা। একটা

ক্যাম্পের আগুন। সন্তুষ্ট মাইক মনের সুখে। পুরোপুরি অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই তাড়াতাড়ি ঢাল থেকে নীচে তাদের ক্যাম্পে ফিরে এল মার্ক।

'ওদের দেখলাম ওদিকে রয়েছে,' বলল সে।

'আমরা কি পালাচ্ছি?'

'নড়াচড়া না করলে মাটিতে আমাদের পায়ের ছাপ পড়বে না।'

নিজেদের ক্যাম্পের আগুন নিয়ে ওদের বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। রাতের বেলা হয়ত দূর থেকে একটা আগুনের আভা দেখা যেতে পারে, কিন্তু ওদের আগুন ক্যানিয়নের দেয়াল ঘিরেছে। তা ছাড়া ওটার চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা। পঞ্চাশ গজ দূরে থেকেও ওদের আগুন দেখা যাবে না। চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হবে এখন।

রাতে আগুনের পাশে বসেছে মারিয়া। আগুনের আলো ওর শান্ত গম্ভীর মুখের উপর পড়েছে। মুখের ফোলা অনেক কমে গেছে—দাগগুলোও রঙ বদলাচ্ছে। ওকে শক্ত একটা আর দূরের মানুষ দেখাচ্ছে।

'তুমি এখন কী করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মার্ক। 'ফিরে তো আর যেতে পারবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া।

'আমার সাথেই থেকে যাও।'

চোখ তুলে তাকাল সে—চোখে রাগের ভাব। 'তোমার সাথে? কেন? তোমার সাথে আমি যাব কেন?'

'তুমি আমার ভালবাসার জন, মারিয়া।'

'কারও কেনা মেয়ে নই আমি।'

'আমার প্রেমিকা তুমি—স্বীকার করে নাও।'

কতক্ষণ কটমট করে চেয়ে থেকে সে আবার প্রতিবাদ করল। 'আমি তোমার মেয়েমানুষ হলাম কী করে? তোমাকে সাহায্য করেছি, তাই? কুকুর বেড়ালের জন্যেও আমি তাই করতাম। ঠিক আছে... বিপদে পড়েছি আমি। ওরা আমাকে ঘৃণা করে। আমিও করি।'

'আমি তোমাকে যেতে দেব না, মারিয়া।'

'আমি যাই না যাই, তাতে তোমার কিছু বলার নেই।'

আগুনের পাশে নিজের বিছানাটা পাতল মার্ক। লম্বা হয়ে শুয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রাখল সে। আগুনে একটা একটা করে কাঠি তুলে দিতে দিতে ভাবছে নিজের মনের কথাগুলো কীভাবে কথায় প্রকাশ করা যায়।

ওর পক্ষে ফিরে যাওয়া এখন আর কোনমতেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তার কারণেই এটা ঘটেছে। তার জন্যই পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে মেয়েটা। তবে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে ওর প্রতি তার মনের এই টান জন্মায়নি এটা ভাল করেই জানে মার্ক।

মেয়েদের সাথে কথা বলায় অভ্যস্ত নয় সে—তাই দরকারের সময় বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ মেয়েটাকে তার মনোভাব জানানো একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-করেই হোক মেয়েটাকে তার বোঝাতেই হবে সে তাকে কতখানি

ভালবাসে—কতখানি চায়। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারল না। বুঝতে পারছে মানুষের অনুভূতি যত বেশি গভীর, ভাষায় তা প্রকাশ করা তত বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

চোখ তুলে মার্কের দিকে চেয়ে মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি কি ভেবেছ আমি এখানে এসেছি বলেই আমি তোমার মেয়েমানুষ হয়ে গেলাম? তা নয়।'

'তোমাকে আমার প্রয়োজন, মারিয়া।'

'আমাকে প্রয়োজন? আসলে তোমার একটা মেয়ে দরকার। যে-কোন মেয়ে। তারপর আবার তুমি ঘোড়ায় চড়ে রওনা হবে। আবারও যখন কোন মেয়ের প্রয়োজন আসবে তখন আর একজনকে জুটিয়ে নেবে তুমি।' বিদ্রূপ ভরা চোখে মার্কের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'যাহোক, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না যখন তখন তোমার মেয়েদের সান্নিধ্য দরকার হয়।'

মন্তব্যটা গায়ে না মেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মার্ক। 'মুশকিলটা হচ্ছে, তোমাকে ঘোড়ার পিঠে তোলাই আমার ঠিক হয়নি,' স্বগতোক্তি করল সে। 'সারাটা পথই তোমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

উঠে বসে একটা সিগারেট তৈরি শুরু করল সে। 'আর মালপত্র তোমাকে দিয়েই বওয়ানো দরকার ছিল।'

রোষের সাথে সাথে মার্কের দিকে চাইল মারিয়া। আগুন থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাল মার্ক। 'একটা ভাল মেয়ের অনেক কাজ থাকা দরকার,' বলল সে। 'কাজ না থাকলেই তাদের মনে আর শান্তি থাকে না। আমার মতে মেয়েদের সবসময়ে কাজের মধ্যে রাখাই ভাল।'

'তুমি,' ঝাঁৎ করে জ্বলে উঠল মারিয়া, 'তুমি কী জানো?' সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল মার্ক। 'আমি জানি তুমি আমার, হয়তো আজ রাতেই...'

'হয়তো আজ রাতেই মরবে তুমি,' ভয়ানক চোখে চাইল মারিয়া। ওর চোখ দুটো দম্ভে ভরা।

'বললাম তো, আমারই ভুল হয়েছে। পিঠের উপর একটা বোঝা চাপিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলে আর তোমার এই তেজ থাকত না—খুশি থাকতে তুমি। পরেরবার আর ভুল করব না—হাঁটিবে তুমি।'

'নিজেকে খুব শক্ত পুরুষ মনে করো তুমি, না?'

চাঁদটা মেসার মাথার উপরে উঠে এসেছে। চাঁদের অদ্ভুত আলোয় চোলার কাঁটাগুলোকে সাদা ফুলের মতই দেখাচ্ছে। সুন্দর সাদা ফুল...একটা বাগান যেন। পানির উপর দিয়ে একটা বাদুড় সাঁ করে উড়ে গেল। পানিতে শব্দ তুলে কিছু লাফিয়ে উঠল।

কনুই-এ ভর দিয়ে আবার শুলো মার্ক। 'আমার বহু দিনের ইচ্ছা একটা র‍্যাঞ্চ করব। সামান্য কিছু গরু আর ঘোড়া থাকবে আমার। ঘোড়াই বেশি। বড় কিছু না—ছোটখাট একটা জায়গা—আমার নিজস্ব ঘর।

'আমার ইচ্ছা আমার র‍্যাঞ্চের চারপাশে সুন্দর দৃশ্য থাকবে। ওই জায়গা থেকে আমি পরের দিনটাকেও পুরো দেখতে পাব...লম্বা একটা ট্রেইলের শেষে থাকবে আমার বাড়ি। মাঠে আমার নিজের ঘোড়া চরছে দেখতে পাব। কয়েকটা

ছেলেমেয়ে থাকবে সেখানে; বড় হবে।'

সিগারেটটা ফুঁকে একেবারে ছোট করে ফেলেছে মার্ক। সাবধানে তিন আঙুলে ওটা ধরে শেষ দুটো সুখটান দিয়ে আগুনে ফেলে দিল। 'অনেক দিন হয় আমি ঘর ছাড়া হয়েছি। ঘরের সাথে মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে আমার–কিন্তু আমি পারব।'

রাত চিরে একটা কয়োটির ডাক ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ হতে হতে চরমে উঠে হঠাৎ থেমে গেল। মেসার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট হয়ে শেষে মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু পুরুষের পক্ষে একা এটা সম্ভব নয়–একজন নারী তার পাশে দরকার। এখানকার শহরে মেয়েরা দেখতে শুনতে ভালই, কিন্তু তারা পুরুষের সহযোগী হয়ে পাশে দাঁড়াতে জানে না, পিছনে পিছনে চলে।'

কোন কথা বলল না মারিয়া। তার চোখ দুটো একটু নরম হলো–হাত দুটোও যেন একটু শিথিল হয়েছে। আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেছে তার।

'তুমি আর আমি দুজনে মিলে চেষ্টা করলে আমরা ঠিকই পারব। ঘোড়ার বিষয়ে ভালই জানা আছে আমার, তা ছাড়া এদিকে প্রচুর ভাল ভাল বুনো ঘোড়া পাওয়া যায়। ভাল একটা স্টালিয়ন–একটা মরগান কিনতে পারি আমরা।

'ঘোড়া পালাটা এমন কিছু খারাপ ব্যবসা নয়। ঘোড়ারই দেশ এটা, এখানে সবসময়ই ভাল ঘোড়ার চাহিদা থাকবে। একটা মরগান–স্টালিয়ন থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যেতে পারব। তবে প্রথম দু'একবছর কেবল কাজ আর একটা বাড়ি ছাড়া তোমার কিছুই থাকবে না।'

'সব সময়ে কাজের মধ্যেই মানুষ আমি।'

মার্কের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল মারিয়া। আড়চোখে ওর দিকে চাইল মার্ক। কিন্তু ইচ্ছা করেই চোখ তুলে চাইল না সে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওর থেকে একটু দূরে সরে গেল মারিয়া।

'যে মানুষ যেটা ভাল পারে তার সেটাতেই লেগে থাকা উচিত। ঘোড়ার সম্বন্ধে অনেক জানি আমি...সেই তুলনায় মেয়েদের সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

ওর দিকে এগিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করল না মার্ক। একটু একা থাকতে চাইছে মেয়েটা–হয়তো ভাবছে। সে নিজেও ভাবছে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে পথ ধরে এগিয়ে গেল–সে জানল না মেয়েটা তাকে যেতে দেখল কিনা।

মেসার মাথায় উঠে রহস্যময় দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল মার্ক। লেকের ধারে বসা ওই নীরব মেয়েটার কথা ভাবছে। জীবনে যত মেয়ের সাথে ওর পরিচয় হয়েছে তাদের একজনের সাথেও মারিয়া ক্রিস্টিনার মিল নাই। কিছু ঘোড়া আছে ঠিক ওর মত–আদর করার জন্য বাড়ানো হাত দেখে ভয়ে বা লজ্জায় তারা দূরে সরে যায়। আদর তারাও চায়, কিন্তু ফাঁদে ধরা পড়ার ভয়ে, বা প্রতারিত হবার ভয়ে তারা পিছিয়ে যায়।

আগুনটা যেখানে জেলেছিল সেদিকে চাইল সে। সেটা আর এখন ওখানে নেই...না...আছে, মাঝে মাঝে টিমটিম করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

শক্ত একদল মানুষ ওই আগুনের আশেপাশে বসে আছে। তারা মানুষ

শিকারে, অর্থাৎ তাকেই শিকার করতে বেরিয়েছে। ওদের সাথে তার কোন রকম শান্তি চুক্তি হতে পারে না। তার জন্য এটা সত্যিই বাঁচার উদ্দেশে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম। শিগ্গিরই তার আর পালাবার পথ থাকবে না, ওই লোকগুলো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে কোণঠাসা করে ফেলবে। তখন যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

দুঃখের বিষয় মারিয়া ক্রিস্টিনাও এতে তার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য তার সাহায্য না পেলে ওই মেসার উপরই মার্কের মরতে হত।

ওই মেয়েটাকে যে করেই হোক তার বাঁচাতেই হবে। কিন্তু ওকে সরাসরি ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যেতে বলে লাভ নেই। যাবে না সে।

তা হলে এখন উপায়? এখান থেকে পালিয়ে ওরা যাবেই বা কোথায়? মেক্সিকোর আরও গভীরে ঢুকবে? ওদিকের পথঘাট কিছুই চেনে না সে। কেবল সনোরা আর চিহুয়াহুয়া তার কিছুটা পরিচিত। মেয়েটাও নিশ্চয়ই ওইসব ট্রেইল চেনে না। দক্ষিণের অ্যাপাচিদের ভিতর দিয়ে ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদসঙ্কুল হবে।

তবে কি আবার সীমান্ত পেরিয়ে পীচদের প্রতাপ নেই এমন কোন দূরের এলাকায় সরে যাবার চেষ্টা করবে?

কেবল একটা ঘোড়া নিয়ে তাতেও অনেক বিপদ আছে। ওই লাল ঘোড়াটার শক্তি আর তাদের কপালগুণেই আজ তারা এতদূর পৌঁছতে পেরেছে—তবে দুটোর কোনটাই আর বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আবার সে পানির ধারে ফিরে গেল। কোন শব্দ নেই···কেবল আগুনটা জ্বলছে। তার বিছানাটা আগুনের পাশেই তেমনি পড়ে আছে। কিন্তু মারিয়ার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

আস্তে করে তার নাম ধরে ডাকল সে···জবাব নেই। আবার ডাকল এবার আর একটু জোরে, উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে।

কোন শব্দ নেই, কিছুই না···

তার বিছানার কাছে ছুটে গেল মার্ক। বিছানাটা ওখানেই পড়ে রয়েছে কিন্তু মেয়েটা নেই। তাড়াতাড়ি পানির ধারে এগিয়ে গেল সে। কাপড়ের বেশ বড় একটা টুকরো ডালের সাথে ঝুলছে।

টুকরোটার আকার দেখে মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছে করেই মেয়েটা একটা সূত্র রেখে গেছে।

ওদিক দিয়ে দুটো পথ আছে। কাছের পথটা ধরেই এগোল সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন ঠিক পথেই এগোয়। রিজের উপর এসে দাঁড়াল মার্ক। চাঁদের আলোয় সবই সাদা দেখাচ্ছে—কোনখানেই কোন চিহ্ন নেই।

দূরে অস্পষ্ট একটা চাপা চিৎকার শুরু হয়েই যেন হঠাৎ করে থেমে গেল।

শব্দটা খুব অস্পষ্ট। নিজের কানকেই সন্দেহ হচ্ছে তার। কিন্তু না, ওটা মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকারই ছিল। সম্ভবত সাহায্য চাইছিল মেয়েটা।

সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে ট্রেইল ধরে ছুটে চলল মার্ক। প্রায় একশো গজ ছুটে এসে গতি ধীর করে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল সে।

কোন শব্দই নেই...হ্রেষাও না। কারণ ওরা মারিয়ার ভাষায় মিংগো নয়। গ্রীজের পক্ষে কিছুতেই এত নিঃশব্দে একটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। নিশ্চয়ই ওরা অ্যাপাচি। হয়তো এরা সেই তিনজন, যাদের সাথে ওদের পথে দেখা হয়েছিল। ওরাই কেবল জানে যে মার্ক আর মারিয়া এই পথেই এসেছে।

অ্যাপাচিরা খুব ধূর্ত। এদের ছেলেবেলা থেকেই মরুযুদ্ধের সবরকম কলাকৌশল শিখিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়। নিঃশব্দে আঘাত হেনে দ্রুত হত্যা করাটা এদের জীবনের একটা অঙ্গ।

মার্কের সঙ্গিনীকে ওরাই ধরে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ মরুভূমির কোথাও কয়েকটা ঘোড়া ছুটে চলার শব্দ হলো। খুরের আওয়াজ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

আর দাঁড়াল না মার্ক। চট করে ঘুরে দৌড়ে ফিরে এল পানির ধারে। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বিছানা তুলে বোতলগুলোতে পানি নিয়ে রওনা হতে ওর দু'মিনিট লাগল।

এই সময়টা সে নিল কারণ অ্যাপাচিদের অনুসরণ করে ওদের ধরতে যে তার কতটা পথ চলতে হবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু ওদের সে ধরবেই।

ইন্ডিয়ানরা ঘোড়াগুলোকে যেখানে রেখেছিল সেখানে পৌঁছে বাতাসে ধুলোর গন্ধ পেল মার্ক। এত কম আলোয় মাটির উপর কোন ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। ম্যাচ জ্বালাতেও ওর সাহস হচ্ছে না—সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চক্রাকারে ঘুরে আবার বাতাসে ধুলোর গন্ধ পেয়ে ওরা কোনদিকে গিয়েছে বুঝে নিয়ে ওদের পিছু নিল সে।

যে-কোন মুহূর্তে ওরা তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু ওদের দলটা ছোট বলে হয়তো সেই চেষ্টা ওরা করবে না। অনেক দূর চলার পর দু'বার দু'জায়গায় নরম বালি দেখে ঘোড়া থেকে নেমে চিহ্নগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সে। চাঁদের আলো যতক্ষণ থাকল ততক্ষণ ওদের অনুসরণ করল, এরপরে ট্রেইল হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি খুব বেশি।

ঘোড়া থামিয়ে নেমে দিনের আলোর অপেক্ষায় থাকল মার্ক। একটার পর একটা সিগারেট তৈরি করেছে আর সমানে ফুঁকে চলেছে। ওর তামাক প্রায় অর্ধেক হয়ে এল। ভোরের আগে শেষ ঘণ্টাটা যেন কাটতেই চায় না। ভোরবেলা ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল। চারটের একটারও খুরে নাল লাগানো নেই। ওদের মধ্যে একটা ঘোড়া দু'জনকে বইছে। ছাপগুলো গভীর।

বিশ্রামের পর লাল ঘোড়াটা আবার ছোটার জন্য তৈরি হয়েই ছিল। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চলল তার ঘোড়া। মাইলের পর মাইল এমন অক্লান্ত ভাবে ছুটে চলা একমাত্র মার্কের বড় ঘোড়াটার পক্ষেই সম্ভব। সূর্য আরও উপরে উঠে উজ্জ্বল আর গরম হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার দেহের খাঁজ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। মার্কের শার্টও ভিজে উঠেছে। দু'বার ঘোড়াটাকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ার সাথে হাঁটল।

চলার পথে গরমের কথা ভুলে গেছে মার্ক, পিছনে যারা তাকে ধাওয়া করে

আসছে তাদের কথাও সে ভুলে গেছে—এখন ওর মাথায় কেবল ঘুরছে সামনের লোকগুলো আর মারিয়ার কথা।

এখন চিহ্নগুলো আরও তাজা দেখাচ্ছে। অর্থাৎ ওদের ধরে ফেলছে সে।

অত্যন্ত গরম—কিছুই নড়ছে না। মনে হচ্ছে যেন মাত্র আগুন নেভা একটা নরকের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো পুড়ে কালো হবার অপমানে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। তবু এগিয়ে চলল সে।

চারদিকে দূরে ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ-বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খাবার জন্য ওদিকে গেল না মার্ক। ব্যাগের থেকে শুকনো খাবার কিছুটা খেয়ে নিয়ে এগিয়েই চলল। ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে—কিন্তু আরোহীর তাড়া বুঝেই যেন পরিশ্রান্ত হয়েও ছুটে চলেছে। ঘাস খাওয়া ছোট টাট্টুগুলোর তুলনায় লাল ঘোড়াটা অনেক শক্তিশালী—দূরত্ব এখন কমে এসেছে।

পিছন ফিরে চাইল মার্ক। বুকের ভিতরটায় 'ধক' করে উঠল। ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে।

চলা শুরু করতেই মার্কের ট্রেইল ধরে ফেলতে ওদের বেগ পেতে হয়নি। এখন আর লুকোচুরি খেলার সময় নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে ওকে।

কিছুক্ষণ চলার পরেই অনেকটা আগে একটা হালকা ধুলোর মেঘ ওর চোখে পড়ল! ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেই ওদের দেখতে পেল মার্ক। তিনটে ঘোড়া দ্রুত ছুটে চলেছে। তিনটে কেন...?

সময়মতই ঘোড়া ঘুরিয়েছিল সে। সামনে তিনটে ঘোড়া দেখেই তার মনে খটকা লেগেছিল। গুলিটা ঠিক ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অ্যাপাচি লোকটাকে দেখতে পেল সে। আড়াল থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে ছুটছে। একহাতে রাইফেলটা তুলেই গুলি করল মার্ক।

ছুটন্ত লোকটার সামনে পায়ের কাছে একটু ধুলো উড়ল। ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পিছনে ধাওয়া করল মার্ক। চলন্ত অবস্থাতেই উইনচেস্টারের লিভার টেনে আবার গুলি করার জন্য তৈরি হলো।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছার আগেই ধরা পড়ে যাবে দেখে মরিয়া হয়ে ঘুরেই গুলি করল ইন্ডিয়ান লোকটা। তাড়াহুড়া করে গুলি করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে। ওর উপর দিয়ে পড়ল লাল ঘোড়াটা। কাঁধে গাড়ি খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল সে।

ওর পিছনে আর সময় নষ্ট না করে সামনে এগিয়ে গেল মার্ক। কিন্তু যাবার আগে ওর ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়ে গেল।

সামনে অ্যাপাচি তিনজন ছড়িয়ে পড়েছে। তিনজন তিনদিকে যাচ্ছে। মার্কের পিছনে আরও লোক আসছে নিশ্চয়ই জানে ওরা, নইলে যুদ্ধ করার জন্য থামত। পালাচ্ছে ওরা। যে ঘোড়ার পিঠে দুজন রয়েছে তার পিছু নিল মার্ক। ছুটতে ছুটতে ওর ভয় হচ্ছে...সে পৌঁছবার আগেই মেয়েটাকে মেরে ফেলবে না তো?

হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে ইন্ডিয়ান লোকটার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল মারিয়া। তারপর এঁকেবেঁকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলতি ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দিল। পুরোনো কাপড়ের বাণ্ডিলের মত ধপাস করে বালুর উপর আছড়ে পড়ে গড়িয়ে

গেল সে।

ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে মারিয়ার দিকে ছুটে এল অ্যাপাচি লোকটা, কিন্তু ততক্ষণে মার্ক ওদের মাঝখানে পৌঁছে গেছে। লোকটা তার রাইফেল ঘুরিয়ে বাড়ি মারল মার্কের মুখ বরাবর। রাইফেল তুলে আঘাতটা ঠেকিয়েই বাঁট দিয়ে পাল্টা আঘাত হানল মার্ক। ওর হাত থেকে রাইফেলটা মাটিতে পড়ে গেল। মার্ককে জাপটে ধরে দুজনেই মাটিতে পড়ল।

হাত পায়ে সাপের উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে ঝুলানো ছুরির বাঁটে হাত দিল লোকটা। উঠেই ঘুসি চালাল মার্ক। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল ইন্ডিয়ানটা। জোড়া পা চালিয়ে ওর উপর লাফিয়ে পড়েছিল মার্ক, কিন্তু গড়িয়ে সরে গিয়েই সে আবার উঠে মার্ককে জড়িয়ে ধরল। ভীষণ লড়াই চলছে। হঠাৎ একটা হাত ছুটিয়ে নিয়ে ওর চোয়ালে একটা 'আপার কাট' বসাল মার্ক। ঘুসি খেয়ে একটু পিছিয়ে যেতেই ইন্ডিয়ানটার হাঁটুর উপর সজোরে লাথি কষাল।

অ্যাপাচি লোকটা অত্যন্ত দুষ্ট, শক্তিশালী আর শক্ত গড়নের। পড়ে গিয়েও সে মুহূর্তে খাপ থেকে ছুরি বের করল ছুঁড়ে মারার জন্য। মার্কের গুলি ওর দেহ ভেদ করে চলে গেল।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ইন্ডিয়ান অ্যাপাচি। একবার উঠার চেষ্টা করল, কিন্তু তারপরেই আবার পড়ে হাত পা ছড়িয়ে নিথর হয়ে গেল ওর দেহ।

বুক থেকে ঘাম মুছল মার্ক। অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের দেখা নেই। ঘুরে ক্লান্ত পায়ে মারিয়ার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। মুখ ধুলোয় ভরা, বাতাসে ওর চুল একটু উড়ছে। হাত দুটো বাঁধা, ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—মার্কের জন্য অপেক্ষা করছে।

মেয়েটির হাতের বাঁধন কেটে দিল মার্ক। এক মুহূর্ত একনাগাড়ে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াল মার্ক, ভীত প্রাণীর মত চোখ বড় বড় করে সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'না! ...না!...'

হাত নামিয়ে নিল সে। ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে লাগাম তুলে নিল মার্ক। তারপর একটা অ্যাপাচি টাট্টুকে ধরে মারিয়ার কাছে এগিয়ে নিয়ে এল। কোন মন্তব্য না করেই মারিয়া ইন্ডিয়ান ঘোড়াটার কম্বলের জিনে উঠে বসল। মার্ক লক্ষ করল মৃত ইন্ডিয়ান লোকটার কাছ থেকে রাইফেল আর কার্তুজ বেল্টটাও নিয়েছে মেয়েটা। বেল্টটা আড়াআড়ি ভাবে ওর গলায় ঝুলছে।

পিছন দিকের ধুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে এখন।

রওনা হয়ে গেল ওরা। ইচ্ছা করেই ঘোড়ার গতি মন্থর রেখেছে মার্ক। সে জানে পিছনের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত—ওদের পক্ষে দ্রুত বেগে ছুটে মার্কদের ধরা অসম্ভব। তা ছাড়া তার নিজের ঘোড়াটিরও বিশ্রাম দরকার।

এখন উত্তরদিকে এগোচ্ছে ওরা। ওর মাথার মধ্যে ভবিষ্যত চিন্তা চলছে। এখনও ওরা মেক্সিকোতেই আছে। অ্যারিজোনা সীমান্ত ওদের উত্তরে। তীর রাস্তাটার আট-দশ মাইল পশ্চিমে সীমান্তে পৌঁছবে ওরা। ওখানে যদি একটা

শহরে পৌঁছতে পারে যেখানে শেরিফ আছে...

কিন্তু এদিকে কোন শহর নেই। টিউব্যাক আরও পশ্চিমে, টাকসন আর টুম্বস্টোন আরও অনেক উত্তরে। সুতরাং ওদের জন্য স্যান বার্নার্ডিনো শিমারদের কাছে আরন র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল। আরনদের সাহায্য পেলে মার্ক নিশ্চিন্ত হবে, কারণ এই র‍্যাঞ্চের মালিকের অত্যন্ত কঠিন মানুষ বলে সুনাম আছে—দীঘলরাও ওদের সাথে লাগতে সাহস পাবে না।

এবার একটা 'অ্যারোয়া' (arroyo—পানি চলার পথে পাথর কেটে যে পথ তৈরি হয়) ধরে একই ক্যানিয়ন দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলো মার্ক। ধীরে চলার সুবিধার জন্য অনুসরণকারীদের সময় নষ্ট করার যত রকম কৌশল আছে সবই একে একে ব্যবহার করতে শুরু করল সে। অল্প পরেই অন্য একটা ক্যানিয়নে চলে এল ওরা। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকল ইউক্কা আর লোপাসের একটা ঘন জঙ্গলে। সব রকম ফন্দিই ব্যবহার করছে। ওদের ঘোড়া পাশাপাশি বিশ ফুট দূর দিয়ে চলছে—এতে ধুলো কম উড়বে।

ওদের পিছনে আরোহীরা এখন অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়ার কারণে বেশি এলাকার উপর নজর রাখতে পারছে তারা। অল্প অল্প করে দূরত্ব কমে আসছে।

মার্কের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। হঠাৎ বিনা কারণেই চিন্তাটা এল। ব্যাপারটা এতই বিপজ্জনক আর ঝুঁকিপূর্ণ যে একবার সে ভাবল: তার মাথা ঠিক আছে তো?

ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে দু'দিকেই ঘন ঝোপ দেখে হাত তুলে মারিয়াকে নির্দেশ দিল মার্ক। তারপর চট করে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াকে শুইয়ে চোখ বেঁধে ফেলল। ওর দেখাদেখি মারিয়াও তাই করল। ঝোপ আর ডালপালা দিয়ে ঘোড়া দুটোকে ঢেকে ফেলে নিজেরাও ঝোপের আড়ালে লুকাল। লাল ঘোড়াটা থর থর করে কাঁপছে, হঠাৎ সব আঁধার হয়ে যাওয়ায় ভয় পেয়েছে। মার্ক আর মারিয়ার শান্ত গলার আশ্বাসে ঘোড়া দুটো স্থির রইল।

এটা একটা পুরোনো চালাকি। অনেক সময়েই সরু সেতুর উপর দিয়ে বা আগুনের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়ার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। চোখ বাঁধা থাকলে স্থির থাকে ঘোড়া।

পিস্তল হাতে অপেক্ষা করছে মার্ক। গরমে ওর মাথা বেয়ে ঘাম পড়ছে। যদি দৈবাৎ ওদের কেউ খুব কাছাকাছি এসে পড়ে তা হলে নির্ঘাত তার চোখে ওরা ধরা পড়ে যাবে। তখন গুলি করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছে মার্ক। দুটো ঘোড়া বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। তৈরি হয়েছে মার্ক—ধরা পড়লে অন্তত ওদের দুজনকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে ও। একটা ঘোড়া ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। লাল ঘোড়াটাকে শান্ত রাখার উদ্দেশে ওর গায়ে একটা হাত রাখল মার্ক।

একটা কাঁটা ঝোপের আঁচড় খেয়ে কাছের লোকটা বিশ্রিভাবে ভাষায় গাল দিয়ে উঠল। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' সাথীর উদ্দেশে চিৎকার করল সে।

'না,' বেশ খানিকটা দূর থেকে জবাব এল। 'সামনের ক্যানিয়নে চলে গেছে

ওরা।'

নিজেদের ঠিকমত লুকাতে পারেনি ওরা—এমন জায়গায় সেটা অসম্ভব! কিন্তু লোক দুটো এটা মোটেও আশা করেনি। সব সময়েই ওদের চোখ ছিল সামনে—বহুদূরে।

চলে গেল ওরা। মার্ক উঠে দেখতে যাবে...ঠিক এই সময়ে আর একজন...আরও আছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল মার্ক। পানির বোতলের ছিপি খুলে কুলকুচা করে পানি খেলো সে। ওদের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে আকাশের দিকে মুখ করে পানি খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল বলে লোকটা ওদের দেখতে পেল না।

স্থির হয়ে পড়ে রইল মার্ক। মনে মনে ধীর গতিতে পঞ্চাশ গুণে ঝুঁকি নিয়ে মাথা তুলে চাইল সে। অনেক দূরে মাত্র একজন আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। অন্যেরা নিশ্চয়ই ওই লোকটা যে ক্যানিয়নের কথা বলেছিল সেখানে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে ওরা ঘোড়ার চোখ খুলে দিয়ে দাঁড় করাল।

নব্বই ডিগ্রী কোণ করে প্রথমে পশ্চিমে রওনা হয়ে আবার উত্তরের পথ ধরল ওরা। অন্তত কিছুটা সময় পাওয়া গেছে। পেরেজ যখন আর কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না তখন আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে ফিরে এই কোণটা দেখতে পাবে। বুড়োর তখনকার মনের অবস্থা কল্পনা করে মনে মনে হাসল মার্ক। হয়তো ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে।

আপাচি ঘোড়ার আর ছুটে চলার শক্তি নেই। বড় লাল ঘোড়াটাও ক্লান্ত। এই সময় ওদের সুবিধা মত একটা ক্যানিয়ন দেখে ঢুকে পড়ল মার্ক। একটা অগভীর ছোট পানির ধারা বইছে ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে। বেশির ভাগই পাথরের উপর দিয়ে চলেছে নদী। নদীতে নেমে উজানে চলল ওরা।

এক মাইল পর্যন্ত ওই তিন-চার ইঞ্চি পানির ভিতর দিয়ে এগোল। শেষে পানি যখন দু'ইঞ্চিতে ঠেকল, ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। পায়ে ঠাণ্ডা পানির অনুভূতিটা বেশ লাগছে।

ক্যানিয়নে ঢোকার দশ মাইল পরে ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরোবার প্রথম সুযোগ এল। পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে মাথায় উঠে অনেকক্ষণ চারপাশটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বুঝে নিল মার্ক।

যেদিকেই তাকানো যায় খোলা আর গাছপালাহীন শূন্যতা। কেবল পাথর, ক্যাকটাস আর মাসকাইটের ঝোপ।

ধীরে সাবধানে এগোল ওরা। শ্রান্তিতে মার্কের মুখে কালি পড়েছে। ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মারিয়া—মনে হচ্ছে এখনই বুঝি পড়ে যাবে। বিশ্রাম, খাবার আর হারানো শক্তি ফিরে পাবার জন্য ওদের সময় দরকার। ঘোড়ার জন্যও খাবার আর বিশ্রাম প্রয়োজন।

প্রথমে ঝোপটার দিকে চেয়ে মার্কের কিছুই মনে হয়নি—এক একর জায়গার মধ্যে অমন আরও পঞ্চাশটা ঝোপ রয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল ঝোপটার ওপাশে বেশ লম্বা-চওড়া একটা গর্ত, ঘন ঝোপঝাড়ে ভর্তি। ভিতরে কিছুটা ফাঁকা জায়গাও রয়েছে। নিরাপদ না হলেও একটা আশ্রয় বটে। গর্তটার একেবারে নীচে

পাথর থেকে পানি চুইয়ে পড়ে সামান্য কিছুটা ভিজে রয়েছে।

আগুন জ্বালানো যাবে না, ঝুঁকি আছে। কিন্তু ঘোড়ার জন্য ঘাস রয়েছে আর চুমুক দিয়ে কিছুটা পানিও খেতে পারবে। জিন নামিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য ঘোড়াদুটোকে বেঁধে দিল মার্ক। তারপর পানি জমা হওয়ার জন্য সবচেয়ে ভিজে জায়গা থেকে কিছুটা ঘাসের চাপড়া তুলে একটা গর্ত তৈরি করে দিল। ঝোপের ভিতর থেকে কিছু লাল ডাঁটিওয়ালা সবুজ পাতার চারাগাছ তুলে আনল মারিয়া। ওগুলো পানিতে ভিজিয়ে নিজের হাতের কাটাটার উপর চেপে রাখল।

'ইয়ারবা মানসা,' পাতাগুলোর দিকে চেয়ে বলল মার্ক।

মুখ তুলে চাইল মারিয়া, ওর চোখে কিছুটা আনন্দ মেশানো কৌতুকের আভাস। 'গাছ-গাছড়াও চেনো দেখছি তুমি!' বলল সে।

'কিছু চিনি।'

'মনে হচ্ছে হয়তো তোমার ব্যাপারে উন্নতি হতেও পারে। কিছু গুণ হয়তো তোমার আছে।'

শব্দ করে হাসল মার্ক। 'তোমার বিশ্বাস অর্জন করা সত্যিই কঠিন কাজ। তোমার মত মেয়ে আমি কোনদিন দেখিনি।'

'কোন মেয়েকে দেখেছ তুমি? আমার তো মনে হয় কোনকালে মেয়েই দেখোনি তুমি। কেবল ঘোড়াই চিনেছ। আর পারো কেবল মারপিট করতে।' ওর দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দুই সেকেন্ড চেয়ে থেকে আবার বলল, 'মারপিটে সত্যি তুমি ভাল।'

শুকনো মাংস যেটুকু ছিল তার সাথে দুটো ধুলোবালি ভরা টরটিয়া দুজনে ভাগ করে খেলো। পাশাপাশি বসে ওরা ঝোপের ধারে ঘোড়া দুটোর ঘাস খাওয়া দেখছে।

'খুব ভিন্ন মানুষ তুমি,' বলল মারিয়া। 'এত দেরি হলো তোমার। আমি তো ভেবেছিলাম অ্যাপাচিরা বুঝি আমাকে নিয়েই গেল।'

ওর চোখ আর ঠোঁটের কোণে যেন একটা সূক্ষ্ম হাসির ছোঁয়া দেখতে পেল মার্ক। মনটা আপনাআপনি প্রসন্ন হয়ে উঠল—বুকের ভিতর কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে।

একটা মেয়ে বটে! এতকিছুর পরেও কেউ এমন করে হাসতে পারে? কিন্তু হাসছে---মুখটা অবশ্য এখনও গম্ভীর, তবে রুষ্ট নয়। দুঃখ কষ্ট আর চরম বিপদের মাঝেও জীবনটাকে হাসি তামাশার চোখে দেখার মত সুন্দর মন আছে মেয়েটার।

'তাড়াহুড়া করিনি আমি,' জবাব দিল মার্ক। 'ওরা যে কেমন জিনিস ভুল করে নিয়ে গেছে। টের পেলেই ওরা তোমাকে ফেলে পালিয়ে বাঁচত। আমারও আর কষ্ট করা লাগত না।'

'কী? আমি কি এতই খারাপ-অকর্মা?'

মারিয়ার দিকে চেয়ে ওকে খানিকটা যাচাই করে নিল মার্ক। 'আমার মনে হয় শেখালে পারবে তুমি। তবে আমাকে নিজেই সব শেখাতে হবে।'

প্রাণখোলা হাসি হাসল মারিয়া। ওর চোখে দুষ্টুমি। 'তাই নাকি? কিন্তু তার সুযোগই তো পাবে না তুমি!'

পাঁচ

আগুন জ্বালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। লোকগুলোকে আপাতত ফাঁকি দিতে পেরেছে বটে কিন্তু তবু এই বিজন জায়গাতেও ধোঁয়া সৃষ্টির ঝুঁকি নেওয়া ওদের ঠিক হবে না। তা ছাড়া খাবার যা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। এখন ওদের কাছে কেবল সামান্য কিছু কফি আছে।

ঝোপের ধারে গিয়ে মরু প্রান্তরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। তার সেই হালকা মনোভাবটা এখন আর নেই। এই মাটিতেই মানুষ হয়েছে সে, তাই এখানকার রীতিনীতি তার অজানা নেই। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা সে বেশ টের পাচ্ছে। মুক্তি এখনও তারা পায়নি। ক্ষণিকের জন্য রেহাই পেয়েছে মাত্র। যখন ওরা বুঝতে পারবে তখনই উইল আবার তার দলবল নিয়ে ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে আসবে।

প্রতিটি ঘণ্টা দেরি ওদের জন্য এক একটা বিজয়, কিন্তু সেই সাথে ঘণ্টা যত কাটছে ততই একটা শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

মারিয়া যদি ওর সাথে না থাকত তবে মার্ক অনেক আগেই এই পালিয়ে বেড়ানো থামাত। ক্লান্ত আর দুর্বল থাকলেও ওর জখমটা সারার পথে। অনেক বছর সে এমন কঠিন জীবন কাটিয়ে অভ্যস্ত, তাই এতকিছুর পরেও হারানো শক্তি ধীরে ধীরে আবার ওর মধ্যে গড়ে উঠছে।

মারিয়া সাথে না থাকলে সে ফিরে গিয়ে শিকারীদেরই শিকার করতে আরম্ভ করত। পালানো ছেড়ে ওদের সাথে যুঝে নামত সে। এখন মারিয়ার কথাই তাকে প্রথম ভাবতে হবে।

হঠাৎ এই জায়গাটা খুঁজে পেয়ে ওদের ভালই হয়েছে। ঘোড়ার জন্য ঘাস আর পানি রয়েছে। যাবার সময়ে তারাও নিজেদের পানির বোতল ভরে পানি নিয়ে যেতে পারবে। এর আর একটা সুবিধা এই যে এখানে ওদের খোঁজ করার কথা কেউ ভাববে না। কারণ উপর থেকে দেখে বোঝাই যায় না এখানে কিছু থাকতে পারে।

মারিয়া ঝোপের ধার থেকে ফিরে এলে মার্ক বলল, 'এবার ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও তুমি, আমি পাহারায় থাকব।'

'তুমি ঘুমাও—আমি পাহারা দিচ্ছি,' মার্কের চোখের দিকে চেয়ে জবাব দিল সে। আবার ওর মুখের চেহারায় দৃঢ়তার ভাবটা ফুটে উঠেছে। 'পরে তোমাকে ডেকে দেব।'

খুবই ক্লান্ত মার্ক, তবু ইতস্তত করছে। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটার ঘুমের মুড নেই এখন, সম্ভবত শুলেও তার ঘুম আসবে না। নিজের বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে গা এলিয়ে দিল সে। মুহূর্তে তার ক্লান্ত পেশীগুলো ঢিলে হলো। প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল মার্ক।

কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়ায় তার ঘুম ভাঙল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। উঠে বসল সে—আকাশে একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। কালো মেঘ করেছে আকাশে—জোর

বাতাস বইছে। ঝোপগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে। ঘোড়া দুটো বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু অস্থির বোধ করছে।

'এদিকে কেউ আসেনি। এবার আমি ঘুমাব।'

'ঠিক আছে,' বুট পরে মাটিতে পা ঠুকে বুটের ভিতর পা দুটো ঠিকমত বসিয়ে নিল সে। 'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ...আমারও তাই ধারণা।'

বাতাসের ধুলো মার্কের গালে হুল ফোটাচ্ছে। হ্যাটটা টেনে আরও নীচে নামিয়ে নিল সে। গান-বেল্টটা কোমরে পরে নিল।

অন্ধকারে মার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল মার্ক। ধাক্কা দিয়ে ওর হাত সরিয়ে চলে যাচ্ছিল মারিয়া, মনের প্রবল ইচ্ছাকে দমন করতে না পেরে মার্ক আবার ওকে জোর করে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বাঘিনীর মত মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করল মারিয়া। ওর দেহটা হঠাৎ স্টীলের তারের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। পিছনে সরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল মারিয়া। কিন্তু শক্তভাবে ওকে ধরে ওর ঠোঁট নিজের দিকে ফেরাল মার্ক।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল দূরে। সেই আলোয় দেখল মেয়েটার ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। মাথাটা ওর দিকে ঝোঁকাল মার্ক। হঠাৎ দুহাতে মেয়েটা ওর মাথার পিছন দিককার চুল খামচে নিজের ঠোঁটের উপর ওর মুখ ভয়ানক জোরে চেপে ধরল। ওর ছিমছাম দেহটা মার্কের সাথে মিশে এক হয়ে গেল।...পরক্ষণেই হঠাৎ ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে মার্কের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল সে। ঝোপের ধারে বুনো বেড়ালের মত একটু সামনের দিকে ঝুঁকে তৈরি হয়ে আছে মেয়েটা।

'আমাকে ছুঁয়ো না! কাছে এলে তোমাকে খুন করে ফেলব!' মুহূর্তের জন্য আবার তাকে জোর করে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু হাত নামিয়ে নিল সে। মিথ্যা হুমকি দেয়নি মেয়েটা। ওর সাথে জোর খাটাতে গেলে সত্যি সত্যিই তাকে খুন করার চেষ্টা করবে ও।

'তোমার যেমন খুশি।' রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝোপের দিকে রওনা হতে গিয়েও আবার থামল মার্ক। এতসবের পরেও দাঁত বের করে হেসে সে বলল, 'মুহূর্তের জন্যে হলেও ওটা তোমারও ভাল লেগেছিল...কথাটা কোনদিন ভুলব না আমি।'

'তুমি একটা পশু...ঘেন্না হয় আমার।'

'তুমিও একটা পশু,' হেসে জবাব দিল সে। 'কিন্তু এটাই আমার পছন্দ।'

'তুমি আমাকে সস্তা মেয়েমানুষ মনে করো?'

'তেমন কোন কথাই আমি ভাবি না। আমি মনে করি তুমি একটা অত্যন্ত সুন্দর মেয়ে, কিন্তু মাসট্যাঙের মতই বুনো।'

'তুমি একটা বোকা।'

অন্ধকার কালো রাত। দূরের বিজলি চমকে মাঝে মাঝে ভৌতিক আলোয় আলোকিত হচ্ছে মরুভূমি। মেঘের ডাকে মনে হচ্ছে যেন বড় বড় পাথরের চল

পেয়েছে ক্যানিয়ন দিয়ে। বাতাস ঝাপটা মারছে বারবার।

কোণের কিনারে গিয়ে বসল মার্ক। বিদ্যুতের আলোতেও ওর অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ওদের আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে—ওদের বিশ্রাম হচ্ছে না। মারিয়াও এখন ঘুমাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

পাহাড়ের ভিতর বৃষ্টি হচ্ছে। শিগগিরই ওয়াশগুলো কানায় কানায় ভরে একটা উন্মত্ত নদীতে পরিণত হবে। ক্যানিয়নগুলো দিয়ে বিশ ফুট উঁচু পানির স্রোত বইবে।

এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল---তারপর আরও এক ফোঁটা। উঠে নিজের বর্ষাতিটা বের করল মার্ক। মারিয়ার পনচোটাও বের করে মারিয়ার উপর বিছিয়ে দিল। ঠিক এই সময়ে আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

গভীর ঘুমে অচেতন হয়েছে মারিয়া। ওর নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত মুখটা গ্রীক দেবীর মতই সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর সেই ভয়ানক রাগ, হঠাৎ করে দূরে সরে যাওয়া, সবই ওর মুখ থেকে মুছে গেছে।

হাত বাড়িয়ে ওর চুল ছুঁয়ে দেখল মার্ক। কালো---এত কালো মনে হয় যেন মধ্যরাত্রি ধরা পড়েছে ওর চুলে। এক মুহূর্ত চুলের ওই গোছাটা হাতে ধরে থেকে আবার আলগোছে তা যত্ন করে যথাস্থানে রেখে রাইফেলটা তুলে নিয়ে কোণের ধারে তার জায়গায় ফিরে গেল মার্ক। সে দেখতে পেল না মারিয়ার একটা হাত আর চুলের যে গোছাটা মার্ক আদর করে তুলে নিয়েছিল, সেটা ছুঁয়ে দেখল। সে জানল না মারিয়ার চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা—অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে আছে ও।

থেকে থেকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হলো। সাথে বাতাসের ঝাপটা। একে একে দুটো ঘণ্টা কেটে গেল। বসে বসে বিজলির আলোয় মরুভূমি দেখল মার্ক। হঠাৎ বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে এল—একটা বৃষ্টির দেয়াল মরু পেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। উঠে পড়ল মার্ক।

মারিয়া আগেই উঠেছে। নিজের বিছানা ঠিক করছিল সে। আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কি, এখনই রওনা হবো?'

'সেটাই ভাল---ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে, ছুটে পালাতে পারে। তা ছাড়া এখন কারোই বিশ্রাম হবে না।'

মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়ায় জিন চাপাল মার্ক। উত্তর দিকে রওনা হলো ওরা। নিষ্ফল আক্রোশে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ওদের পিঠে আছড়ে পড়ছে। দ্রুতপায়ে ছুটে চলল ওদের ঘোড়া। বাতাসের অনুকূলে ছুটতে পেরেই ওরা খুশি।

সারারাত ঝড়ের আগেই ছুটল ওরা। দুবার দুটো গভীর 'ওয়াশ' পার হতে হয়েছে ওদের। দুবারই তারা পার হয়ে যাবার পরই স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে পানি এসে প্রচণ্ড স্রোতে 'ওয়াশ' ভাসিয়ে দিল। একবার ওদের খুব কাছেই একটা বাজ পড়ল। এত কাছে যে গন্ধক পোড়া গন্ধ ওদের নাকে এল। বিদ্যুতের প্রভাবে চুল কাঁটা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ, ওদের সামনে একটা প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ উঠল। ক্যানিয়ন দিয়ে প্রবল

বেগে পানি ছুটে আসছে। ওর ভিতর দিয়ে পার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পানি কম কুড়িই হোক বা চল্লিশ ফুট হোক কোন ঘোড়ার পক্ষে ওই স্রোতের ভিতর সাঁতরানো অসম্ভব।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মারিয়ার কাঁধ স্পর্শ করে কতকগুলো পাথরের দিকে ইঙ্গিত করল মার্ক। ছুটে ওখানে পৌঁছে বড় আঙুলের মত একটা ছাদের মত অংশ দেখতে পেল ওরা।

পাথরের ছাদের তলায় বৃষ্টি আর বাতাস দুটো হাত থেকেই কিছুটা রেহাই পেল ওরা। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে মারিয়াকে নামতে সাহায্য করল মার্ক। গুহার মত জায়গাটার আরও ভিতরে ঢুকে ঘোড়া দুটোকে একটা শিকড়ের সাথে বাঁধল।

ছাদের ওপাশে খোলা জায়গায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা। আড়চোখে মারিয়াকে দেখল মার্ক। ভীষণ শীতে কাঁপছে—ওর হাঁটু থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত সবটা ভিজে গেছে।

আশপাশ থেকে কিছু পাতা আর কাঠ খুঁজে নিয়ে আগুন জ্বালল সে। ঘোড়াগুলো ভয়ে উঁচু আর অস্থির হয়ে উঠেছে—আগুন দেখে কিছুটা শান্ত হবে। বেশির ভাগ ঘোড়াই ক্যাম্পের আগুনের সাথে পরিচিত, তাই আগুন ওদের কাছে অনেকটা নিরাপত্তার আশ্বাসের মত।

মেঠো ইঁদুরের বাসা রয়েছে এখানে, তাই শুকনো কাঠের অভাব নেই। তা ছাড়া প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। তবে আকাশে এখনও অনেক মেঘ রয়েছে। হয়তো অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যাবে না।

ওরা যে কতদূর এসেছে তা তারা নিজেরাই জানে না। বৃষ্টি ওদের সব চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে। হয়তো এবার তারা মুক্ত। কোন চিহ্নই যখন নেই, লোকেরাই বা কীভাবে ওদের খুঁজে পাবে?

সকাল হলেই ওরা কোথায় আছে বুঝতে পারবে মার্ক। এই এলাকার সাথে সে বেশ পরিচিত। উত্তরে স্যান বার্নার্ডিনো রয়েছে। ওটা চেনে সে। আরও উত্তরে টাকসন, প্রেসকট, কংগ্রেস এসব জায়গাতেও ঘুরেছে সে।

কাঁপতে কাঁপতে আগুনের পাশে বসে রয়েছে ওরা। বহুক্ষণ পর ঘোড়াগুলো মাটিতে পা ঠুকল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা থিতিয়ে পড়েছে।

'আগামীকাল আমরা নিরাপদ হব। সামনে র‍্যাঞ্চের মালিককে আমি চিনি। লোকটা কঠিন, কিন্তু ভাল।'

'হয়তো।'

'সত্যিই তাই···ওর নাম আরন।'

'নাম শুনেছি, অনেক মানুষ মেরেছে এই লোক।'

'হ্যাঁ, দরকারে মেরেছে।' আগুনে আরও কাঠ দিল সে। 'আমিও মেরেছি।'

'এর আগেও?'

'হ্যাঁ।'

'কতজন?'

'চার-পাঁচজন হবে।'

একটা বাতাসের ঝাপটা ভিতরে ঢুকল। বাতাসের বয়ে আনা পানি আগুনে পড়ে 'হিস' শব্দ তুলে বাষ্প হলো, কাঠ 'পটপট' শব্দে প্রতিবাদ জানাল।

'ডেনিসকে কেন মেরেছ তুমি?'

সময় নিয়ে ব্যাখ্যা দিল মার্ক। ওর পার্টনার ক্লেমেন্টকে হত্যা, ঘোড়া চুরি থেকে নিয়ে সব ওকে খুলে বলল।

'হ্যাঁ, ডেনিস ওই রকমই; মনে হয় স্টিফেন ওর সহযোগী ছিল। ও হচ্ছে আর একটা ডেনিস।'

আরও কাঠ জোগাড় করতে ইঁদুরের বাসায় আবার হানা দিল মার্ক। কম্বলের তলায় অনেক কাঠ নিয়ে ফিরে আগুনের পাশে রাখল সে। তারপর সকালের আর কত দেরি দেখতে বাইরে গেল।

বাইরে আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। ঝোপগুলো ভেজা কাকের মত চুপসে দাঁড়িয়ে আছে; জায়গায় জায়গায় পানি জমেছে। ওখান থেকে আলো প্রতিফলিত হবার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টির ভারে মেঘগুলো অনেক নীচে নেমে এসেছে—মনে হচ্ছে আকাশটাই বুঝি কাছে এসে পড়েছে।

সবই মার্ক দেখল, আরও দেখল বৃষ্টিতে ভেজা পাঁচটা ঘোড়ার উপর পাঁচজন রাইফেলধারী লোক ওরই দিকে চেয়ে রয়েছে।

এতদূর এসে, এত কিছু করেও তা হলে শেষ রক্ষা আর হলো না। সবই বৃথা গেল।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। ওর মাথার ভিতর দ্রুত চিন্তা চলেছে। এই সব মুহূর্তে সময় যেন স্থির হয়ে যায় আর খুঁটিনাটি প্রতিটি ছাপ পড়ে মানুষের মনে।

ওই চৌকো মুখ আর শক্ত গড়নের লোকটাই তা হলে উইলফ্রেড হবে, চিনল সে। পাতলা, ছোটখাট বুড়োটা লুই পেরেজ। আর যারা আছে তাদের কাউকে চেনে না ও—হয়তো কোনদিন চিনবেও না। ওরা যেসব ঘোড়ার উপর বসে আছে তার মধ্যে তিনটে ঘোড়া একসময়ে তারই ছিল।

লোকগুলো, আর ওদের রাইফেল-পিস্তলগুলোর দিকে চাইল মার্ক। সে জানে খেলা শেষ হয়েছে এবার। তার শার্টের বোতাম খোলাই রয়েছে, উরুর সাথে সেঁটে আছে ওর পিস্তল। একজন, দুজন, হয়তোবা তিনজনকেও মারতে পারবে সে, কিন্তু তারপর তাকেও মরতে হবে।

অবশ্য এটা সম্ভব। আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। ডজ সিটিতে একটা পিস্তল যুদ্ধে মিস্টিরিয়াস ডেভ ম্যাথারস পাঁচজনকে হত্যা করেছিল। কমোডোর পেরি ওয়েন হলক্রুকে চারজনকে ঘায়েল করে ছিল।

কিন্তু তার পিছনে আগুনের ধারে মারিয়া ক্রিস্টিনা বসে আছে, গোলাগুলি শুরু হলে ওর গায়ে লাগতে পারে। আর তা না হলে যারা বেঁচে থাকবে তারা ওর উপর দিয়েই শোধ তুলবে।

'এই যে, এসো,' আলাপের সুরে বলল মার্ক। 'একেবারে ভিজে গেছ দেখছি।'

ওর গলা শুনে মারিয়া মুখ তুলে চাইল। ভয়ে বিস্ময়ে মুখ আড়ষ্ট হলো তার। হাঁটুর উপর দাঁড়াল সে।

ভারি লোকটা বৃষ্টির ভিতরে মার্ককে খুঁটিয়ে যাচাই করছে। পেরেজ ঠিকই বলেছিল, ভাবল সে। কোমাঞ্চেরো নেকড়ের মতই ভয়ঙ্কর এই লোকটা।

উইলের পাশ থেকে নিজের ঘোড়াটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পেরেজ। ঘোড়ার পিঠে বসে কৌতূহলী চোখে সে মার্ককে লক্ষ করছে।

'তুমি বুড়ো ওয়াল্টারকে মেরেছ?' উইলের প্রশ্ন অনেকটা মন্তব্যের মতই শোনাল।

'সেই আগে পিস্তল বের করার চেষ্টা করেছিল।'

'কিন্তু তুমি হত্যা করেছ তাকে...কারণ কী?'

'কেন মেরেছি তা তুমি ভাল করেই জানো। চুরি করা ঘোড়ার পিঠে ছিল সে–ওটা আমার থেকেই চুরি করা হয়েছিল।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের ঘোড়াগুলো দেখাল মার্ক। 'ওই স্টীলডাস্টটাও আমার–ওই সোরেলটাও। ওর "ডান" ঘোড়াটাকে পেট বলে ডাকলে সাড়া দেয়।'

ঘোড়াটার দিকে চেয়ে, 'পেট,' বলে ডাকল মার্ক। সাথেসাথেই ঘোড়াটা মাথা তুলে চাইল–কান খাড়া হলো ওর।

আরোহীরা সবাই চুপচাপ বসে আছে। উইলের কোন পরিবর্তন হলো না। কিন্তু মাগানসের ভিতর একটা অপরাধী ভাব ফুটে উঠল। ঘোড়াগুলো যে এই লোকেরই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সবাই টের পাচ্ছে অন্যায় একটা কাজ তারা করতে যাচ্ছে।

'ওসব ধানাই-পানাই করে লাভ হবে না,' বলল উইল, 'তোমাকে ফাঁসি দেব আমরা।'

'"আমরা" বোলো না...তোমাদের তিনজন বা চারজন তার আগেই মারা পড়বে। আগে গোলাগুলি শেষ হোক, তখন বোঝা যাবে আমাকে ফাঁসি দেয়ার মত কেউ বেঁচে থাকে কিনা।'

মার্কের দিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা মনে মনে ভাল করে বুঝে দেখছে উইল। বোকা নয় সে। মার্ক একা আর ওরা পাঁচজন...অবশ্য মেয়েটা যদি এতে যোগ না দেয় তবেই। কিন্তু মনে হয় মেয়েটা ওর পক্ষ নেবে, সেদিন ডেনিসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল সে।

ওদের সবার রাইফেলের মুখ নিচু করা রয়েছে, কারণ মার্কের অস্ত্রটা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছে ওরা–কেউ এর জন্য তৈরি ছিল না। রাইফেল তুলতে হবে ওদের, ওদিকে মার্কের পিস্তল বের করতে যা সময় লাগে; উইল জানে ওয়াল্টারকে যে সামনাসামনি পিস্তল চালিয়ে হারাতে পারে তার ওস্তাদ হতেই হবে।

সন্দেহ নেই গোলাগুলি শুরু হলে কেউ কেউ মারা পড়বে।

'তুমি তোমার পিস্তল ফেলে দাও,' বলল সে, 'তা হলে মেয়েটা ছাড়া পাবে।'

'না!'

চাবুকের মত শোনাল মারিয়ার গলা। 'ওদের কথা শুনো না মার্ক! ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে! তুমি পিস্তল ফেলে দিলে আমিই গুলি করব ওদের!'

শক্ত হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে উইলফোর্ড। জীবনে এই

প্রথমবারের সে ঢলমল অবস্থায় পড়েছে।

মর্টিমার নিশ্চয় গুলি করবে—ওর হাতে রাইফেল রয়েছে। ওকে মারা যেতে দেখতে পারবে বটে, কিন্তু এভাবে একটা মেয়েকে হত্যা করা সইতে পারবে না সে।

মেয়েটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মার্কের দিকে তাকাল উইল। এই মেয়েটির ভয়ানক লোকটির মুখ হঠাৎ দেখেছে, সেও না জানায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠেছে। কোন্দাপটা হয়েছে লোকটা। কিন্তু টের পেল সে।

আর মেয়েটা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। ওর দেহের সুগঠিত পেশী টান টান হয়ে আছে কারণ মৃত্যুর অপেক্ষায়। ওর বড় বড় চোখ দুটো সুন্দর, কিন্তু ওখানে বিস্ময়ের আভাস।

সে জানে আজ এখানে কিছু লোক আর এই মেয়েটা মারা পড়বে। কিন্তু মেয়েটিকে মেরে সে লজ্জায় আর কোনদিন কোন পুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। মার্কের দিকে আবার তাকাল উইল। পুরো এক মিনিট ওরা চোখে চোখে চেয়ে রইল। উইল বুঝতে পারছে আর কোন উপায় নেই, বিকল হয়েছে সে।

এখানে মিথ্যা বীরত্ব দেখানোর বাহাদুরির কোন মানে হয় না। এখানে সাহস দেখানোর বাড়াবাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। সাহস দেখাতে গিয়ে মরলে তাতে কিছুই প্রমাণিত হবে না।

আপাতদৃষ্টিতে এভাবে ছেড়ে দেবে বা মেয়েটিকে ভাবতে পারেনি উইল। ধাওয়া করে দূর থেকে মানুষ শিকার করা এক কথা আর এভাবে সামনাসামনি তার সাথে মোকাবিলা করে হাতে মারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

উইল একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বটে, কিন্তু সম্মান বাঁচিয়ে কীভাবে পিছু হটতে হয় সে তা জানে।

'এখানে সবাই মারা পড়ার না থেকে আমরা ফিরে আসলে আপত্তি আছে তোমাদের?' নরম সুরে প্রশ্ন করল উইল।

পুরো এক মিনিট কেউই কোন কথা বলল না। ওই এক মিনিট পেয়েছে ঘোড়া নিয়ে আরও দূরে সরে গেল। গোলাগুলির লাইন থেকে সরে গেছে সে। অবশ্য উইলকে সে আগেই একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল।

'জাহান্নাম, না!'

দলপতির পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল স্টিভেন। চিৎকারের সাথে সাথে পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল। উইল নরম হয়েছে বুঝতে পেরেই শক্ত হাতে হাল ধরতে চাইছে সে।

তীক্ষ্ণ চোখে পরিষ্কার পুরো ঘটনাটা লক্ষ করল মার্ক। ছেঁড়া-ধূসর আকাশের গায়ে মানুষগুলোর কালো আকৃতি ফুটে আছে। ঘোড়াগুলোর পায়ের ধুলো বৃষ্টিতে ভিজে প্যাক হয়েছে। স্টিভেনের হাত নড়ে উঠার আগে বুঝে নিতে মার্কের সময় লাগল না। যা আর সবাই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল স্টিভেনের খুনের নেশার তাড়নায় তা বাস্তব হয়ে গেল।

পাগল হয়ে হাত বাড়াল স্টিভেন। ওর হাত পিস্তলের হাতল আর বর্তমানের

জোড়া একসাথে চেপে ধরল। অবশ্য এমন না ঘটলেও ওর কোন লাভ হত না—পিস্তল উঠানোর সময় পেত না সে। গুলিটা ওর দেহ ভেদ করে চলে গেল। জিন থেকে পিছলে ওর দেহটা মাটিতে পড়ার আগেই আর একটা গুলিতে পরিষ্কার একটা ফুটো হলো ওর মাথায়। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল।

পরের কয়েকটা মুহূর্ত জুড়ে বিদ্যুৎ চমকানোর বদলে ব্যারেলের মুখে আগুনের ঝিলিক ঝলসে গেল।

এক মুহূর্ত—তাতেই শেষ হলো সব। স্টিফেন উল্টে মাটিতে পড়ল। তার পিছনের লোকটা ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে ব্যস্ত রইল।

স্টিফেনকে গুলি করেই ডান পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে চট করে ঘুরে উইলের দিকে গুলি চালিয়েছিল মার্ক। সে জানে ওদের মধ্যে উইলই সবচেয়ে শক্ত আর বিপজ্জনক লোক। গুলির ধাক্কায় জিনের একপাশে হেলে পড়ল উইল। তার গুলিটা সোজা মাটির ভিতর দিয়ে ঢুকল।

মার্কের কাছেই মাটির উপর থেকে .৭৩ উইনচেস্টারের অদ্ভুত আওয়াজ হলো। একটা বুলেট কোথা থেকে এসে তার কাঁধের কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। উইলকে আবার গুলি করার জন্য তাক করল মার্ক। স্টিফেনের ধাক্কায় যে লোকটা ভারসাম্য হারিয়েছিল মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে আছে সে। আবার গুলি করেই লাফিয়ে মারিয়ার কাছ থেকে সরে গেল মার্ক। তার উদ্দেশে ছোঁড়া গুলি মারিয়ার গায়ে লাগুক এটা চায় না সে। মেয়েটা আবার মাটি থেকে গুলি ছুঁড়ল। উইলের গুলিতে পাথর চুর হয়ে মার্কের মুখে এসে লাগল। ভারি লোকটাকে দ্বিতীয়বার গুলি করল মার্ক।

লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার পিঠে একটা লোক ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করার জন্য রাইফেল তুলল। মার্ক আর মারিয়া দুজনের আগ্নেয়াস্ত্রই একসাথে গর্জে উঠল। হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিল লোকটা।

ঘোড়াটা লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল—লোকটা ছয়-সাত লাফ পর্যন্ত টিকে থেকে ঝরে পড়ল। পানি ছিটিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে কাদার মধ্যে পড়ল ওর দেহ।

যেমন চট করে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল ওদের গুলিযুদ্ধ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল মার্ক। ওর দুহাতে দুটো পিস্তল। দ্বিতীয়টা সে কখন বের করেছে তা সে নিজেই জানে না। একটা খাপে ভরে রেখে অন্যটায় গুলি ভরতে শুরু করল সে। একটা সম্পূর্ণ খালি, আর একটায় মাত্র দুটো বুলেট রয়েছে। অথচ তার মাত্র তিনটে কি চারটে গুলি করার কথা মনে আছে।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মারিয়া। ওর পিছন থেকেই হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালিয়েছে সে।

'চোট পেয়েছ তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল মারিয়া।

'একটা আঁচড় লেগেছে।'

বৃষ্টির ভিতর দিয়ে দেখার চেষ্টায় মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকল মার্ক। লুই শেরেক এখানে কোথাও আছে। গোলাগুলি শুরু হবার আগেই সরে পড়েছিল সে। দূর থেকে আক্রমণ চালাতে পারে লোকটা। শোনা যায় রাইফেলে ওর হাত খুব

জাল।

ঝুপির ভিতর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল মার্ক, কিন্তু আশেপাশে কোথাও নেই পেরেজ।

স্টিফেন স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে। ঝুপির বেঁটেগাছের ওর চোখের পাতা পড়ছে না।

উইলও পড়ে আছে ওখানে, কিন্তু মরেনি সে।

তিনটে গুলি লেগেছে ওর গায়ে—একটা রাইফেলের। তার পড়ে থাকা পিস্তলটা দুর্বল ভাবে একবার ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মার্কের দিকে চেয়ে রইল সে।

'অবস্থা কি খুব খারাপ?'

মার্ক পরীক্ষা করে দেখল একটা গুলি বাম দিকে লেগেছে, কিন্তু বেশ নীচের দিকে। একটা ওর বুক ভেদ করে চলে গেছে। যথেষ্ট উপর দিয়ে যাওয়ায় ফুসফুস ফুটো হয়নি। তৃতীয়টা ওর উরুতে লেগেছে।

'জখম হয়েছ তুমি। খারাপও হতে পারে,' জবাব দিল মার্ক।

'আমার স্ত্রী রয়েছে,' বলল সে, 'খুব ভাল মেয়ে। পুরুষের সবদিক চিন্তা করা উচিত।'

মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে পরক্ষণেই আবার চোখ খুলল উইল। 'ওদের ঘোড়াগুলো চুরি করা ঠিক হয়নি। বোকার দল।'

স্টিফেনের ধাক্কা খেয়ে যে লোকটা পড়েছিল সে এখনও পড়েই আছে। কোন রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে না ওর গায়ে।

পিস্তল খাপে ভরে উইলকে তুলে নেবার জন্য ঝুঁকল মার্ক। রাইফেল কক করার শব্দে ঝট করে ঘুরে তাকাল সে।

পেরেজ দাঁড়িয়ে আছে ওর পিছনে। খালি হাত দুটো দেহ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে সে। মারিয়া উইনচেস্টার হাতে ওর উপর সতর্ক নজর রেখেছে।

'সাহায্য করব তোমাকে?' প্রশ্ন করল লুই। 'অনেক ওজন ওর।'

দুজনে মিলে ওকে তুলে ভিতরে নিয়ে গেল। পেরেজের হাবভাব কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে রাইফেল নামিয়ে রাখল মারিয়া। 'আগুন জ্বালাও,' পেরেজকে নির্দেশ দিল সে।

তারপর মার্কের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি আগে।'

'ওর আঘাতটা বেশি,' জবাব দিল মার্ক। 'আমি অপেক্ষা করতে পারব।'

'ও মরলে তোমার কী? ওইতো তোমাকে মারতে চেয়েছিল।'

'ও আগে,' সোজা-সাপ্টা গলায় আদেশ দিল সে। 'জলদি করো।'

কতক্ষণ বড় বড় চোখে মার্কের দিকে চেয়ে থেকে উইলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে। 'তুমি ভাবো অনেক শক্ত তুমি, আমার ধারণা তুমি একটা বোকা।'

শব্দ করে হেসে উঠেই বাথায় মুখ কুঁচকাল উইল। তারপর মার্কের দিকে ফিরে সে বলল, 'আর আমার ধারণা তোমার একজন ভাল প্রেমিকা জুটে গেছে।'

মার্কের পিছনে পেরেজের দিকে একবার ওর চোখ পড়ল। 'তোমার কী হয়েছিল?' ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রশ্ন করল উইল।

ফোকলা দাঁত বের করে হাসল পেরেজ। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম—ওকে খুঁজে বের করব আমি, কিন্তু ওর সাথে মারপিট করতে পারব না। যখন দেখলাম গিডিয়নের মতলব খারাপ তখন আস্তে করে কেটে পড়লাম।'

বাইরে আলো যেখানে পড়ে আছে সেদিকে চাইল মার্ক। গিডিয়নের ধাক্কা খেয়ে যে লোকটা পড়ে গিয়েছিল সে আর এখন ওখানে নেই। সম্ভবত গোলাগুলিতে ভয় পেয়ে ইচ্ছা করেই মাটিতে চুপচাপ পড়েছিল, এখন হয়তো সুযোগেই সরে পড়েছে।

ক্ষতগুলো পুরনো ন্যাকড়া আর কিছুটা ফোটানো গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিল মারিয়া, তারপর হাতটা শক্ত করে বেঁধে দিল। 'সাংগ্রে দি ক্রিস্টো' গাছের রস ব্যবহার করে ক্ষত থেকে রক্ত পড়া আগেই বন্ধ করেছে সে।

আহত মানুষের সেবা করে আর মরা মানুষ কবর দিতে দুপুর হয়ে গেল। পেরেজ ফিরে এসে খবর দিল আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। 'বিপদের জন্যে তৈরি থেকো।'

'বিপদ?'

'হ্যাঁ,' কিছুটা সময় নিল পেরেজ। 'একজন যে পালিয়েছে সে গিয়ে আমাদের পিছন পিছন যারা আসছিল তাদের খবর দিয়ে নিয়ে আসবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওরা তোমাকে শিকার করতে ছুটে আসবে।'

খড়ের গদির উপর থেকে উইল বলল, 'আমাদের ঝগড়া-বিবাদ সব শেষ, পুই। তুমি ওদের জানিয়ে দিও যে আমি একথা বলেছি। আর নয়।'

'আইভান হয়তো মানতে পারে তোমার কথা, কিন্তু ক্লুনো মানবে না। বাকি লোকজনেরও কেউকেউ হয়তো মানবে না।'

'তুমি তবে এখনই রওনা হয়ে ওদের ঠেকাও গিয়ে,' কর্কশভাবে বলে উঠল উইল। কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে। 'ওদের থামিয়ে জলদি আমার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আর ওদের যদি কোনমতেই ঠেকাতে না পারো তবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে আইনকে খবর দিও।'

মেঘে ভাঙন ধরে বৃষ্টি থেমে গেল। সূর্য বেরিয়ে এসেছে—জমে থাকা পানি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ওদের আস্তানা থেকে নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গায় চরার জন্য বেঁধে রেখে এল মার্ক। নীচু দলের লোকের থেকে আপাচিদের কথা ভেবেই ওর দুশ্চিন্তা হচ্ছে আরও বেশি। গত কয়েকদিনে ওরা সবাই মিলে সম্ভবত এদিকটায় অনেক চিহ্ন রেখে এসেছে, আর এটা হচ্ছে আপাচি এলাকা। এখানে ওদের অজান্তে কারও চলাফেরা করা অসম্ভব।

তা ছাড়া যে আপাচিরা মারিয়াকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তারাও নিশ্চয় এখন ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবু যেদিকেই চাইছে দেখছে মরুভূমিটা একেবারে ফাঁকা।

আস্তানায় ফিরে মার্ক দেখল মারিয়া একটা পাথরের ধারে রাইফেল হাতে বসে আছে। ওদের চোখেচোখে কথা হলো, ভাষার প্রয়োজন হলো না। দু'জনেই ইন্ডিয়ান দেশে বড় হয়েছে—বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ওরা বোঝে।

ওরা মাত্র দু'জন, ওদের হাতে রয়েছে একজন গুরুতর ভাবে আহত মানুষ। কখন যে সাহায্য এসে পৌঁছবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বৃষ্টিতে অবশ্য ওদের সব চিহ্ন মুছে গেছে কিন্তু অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানরা ভাল করেই জানে ওরা কোথায় কোনদিকে যাচ্ছে। যে-কোন সময়ে তারা ধরা পড়তে পারে।

এখন ওদের কাছে চারটে ঘোড়া রয়েছে। দুটো ঘোড়া একসাথে ব্যবহার করে উইলের জন্য একটা ঝুলি তৈরি করার কথাও ভেবেছে মার্ক। কিন্তু এসব ঘোড়া ওতে অভ্যস্ত নয়, সহজেই ভয় পাবে ওরা। ঘোড়াগুলোকে কেবল জিনের উপর লোক নিয়েই শেখানো হয়েছে।

ধীরে ধীরে সময় কেটে যাচ্ছে। ওদের বিপদও বাড়ছে। অস্থির হয়ে উঠেছে মার্ক।

বিড়বিড় করে প্রলাপ বকতে শুরু করল উইল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। পাশে বসে কাপড় ভিজিয়ে ওর মাথায় জল-পট্টি দিচ্ছে মারিয়া। কয়েকবার কী সব পাতার রস করে খাইয়েছে। এতে কিছুটা সাহায্য হলেও অনেক রক্ত হারিয়েছে বেচারা—ওর অবস্থা বেশ খারাপ।

সিয়েরা মাদ্রে থেকে ইন্ডিয়ানরা সচরাচর এই পথেই যাতায়াত করে। সীমান্তের উত্তরে পাহাড়ের মধ্যে চিরিকাহুয়াদের ঘাঁটি।

পরের দিন দুপুর বেলা কিছু একটা করা দরকার স্থির করল মার্ক। একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে মরুভূমির জ্বলন্ত ঢেউগুলো দেখতে দেখতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। কয়েকটা লাঠি আর দুটো কম্বল দিয়ে একটা ঝুলি তৈরি করে দুটো ঘোড়ার পিঠে তা বেঁধে দিল। তারপর মারিয়ার সাহায্য নিয়ে ধরাধরি করে উইলকে ঝুলিতে তুলল। ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ধীরে চলেও সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় আশ্রয় নিল।

উইলের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে—ওর অবস্থা বেশ খারাপ। লোকটার দিকে চেয়ে বিচিত্র নিয়তির কথাই ভাবছে মার্ক। এই লোকটা তাকে মারবে বলে শিকারে বেরিয়েছিল, আর এখন তারই গুলিতে আহত এই লোকটাকেই বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

রাইফেল হাতে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এল মার্ক। ক্রমে তারও ওজন অনেক কমে গেছে। রুক্ষ চেহারা আর দিনরাত পথে পথে একই কাপড়ে কাটিয়ে ওকে এখন সব সময় যেমন দেখায় তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন আর রুক্ষ দেখাচ্ছে।

মার্ক কঠিন জীবনযাপন করে অভ্যস্ত। বিজন এলাকায় সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা ওর জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অল্প কয়েক পা গিয়েই একজন পায়েচলা মানুষের চিহ্ন ওর চোখে পড়ল।

লোকটা আহত…ইন্ডিয়ান নয়, সাদা চামড়া।

হোঁচট খেতে খেতে এগিয়েছে লোকটা। একবার হাঁটু মুড়ে পড়ে গিয়েছিল। মনোযোগের সাথে চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে আধ মাইল চলে এল মার্ক। এরই মধ্যে দুবার পড়েছে লোকটা। দ্বিতীয় জায়গাটায় কিছু রক্তও চোখে পড়ল।

একটা ছোট টিলার উপর উঠে এলাকার চারপাশটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল মার্ক। হঠাৎ উত্তর দিকে একটা কালো জিনিস ওর নজরে পড়ল। ওটা পাথরও হতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা যেন আর কিছু। তাড়াতাড়ি উত্তর দিকে এগিয়ে গেল সে।

লোকটার কাছে পৌঁছানোর আগেই মার্ক টের পেল লোকটা কে। বুড়ো লুই গেরেরু অতীতে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে অভিযানে অনেকবারই অংশ নিয়েছে, কিন্তু এটাই ওর শেষ। লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ওর দেহ। কিন্তু দেহটা এখনও [illegible] বা নাড়া হয়নি।

তিনটে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে। তার মধ্যে একটা অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগের। বোঝা যাচ্ছে উইলের নির্দেশে বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার পথে আহত হয়েছে সে, আর সেই আঘাতে শেষ পর্যন্ত মারা পড়েছে। কোন কৌশলে অ্যাপাচিদের ফাঁকি দিতে পারে, সেটাই মনে পড়েছিল।

তাও, সম্ভবত কয়েক ঘণ্টা আগেই অ্যাপাচিরা আবার তাকে খুঁজে পেয়েছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই যদি অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের দল এদিক দিয়ে গিয়ে থাকে তবে ওদের পক্ষে চারটে ঘোড়া উত্তরে যাবার চিহ্নগুলো দেখে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়।

তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে গেল মার্ক। ফেরার পথেই প্ল্যান ঠিক করে নিল সে। মেয়েদের দুর্বল আর উইলের খারাপ অবস্থা সত্ত্বেও আজ রাতেই আবার ওদের রওনা হতে হবে। অ্যাপাচিরা রাতের বেলা খুব কমই আক্রমণ করে। আর রাতে পথ চলতে ওরা মোটেও পছন্দ করে না। সীমান্ত এখান থেকে বড় জোর পনেরো থেকে বিশ মাইল হবে। ওপাশেই আমাদের রাজ্য।

ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মারিয়া। কোন কিছু গোপন না করে সব কথাই মারিয়াকে খুলে বলল মার্ক।

সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়েই ছিল উইল। 'তোমরা দুজন এগিয়ে যাও,' বলল সে। 'আমার বাঁচার আশা এমনিতেই খুব কম।'

'মরবে না তুমি,' শুকনো গলায় বলল মার্ক। 'শক্ত লোক সহজে মরে না।'

রাত নামতেই আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। যাবার আগে আগুনে বেশ কিছু কাঠ চাপিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলবে আগুন। ক্ষুরধারা পাহাড়ের সোজা উত্তরে রওনা হয়ে গেল ওরা। রাস্তা এবড়োখেবড়ো পথ, তবু বেশ দ্রুত এগোচ্ছে।

'আরও জোরে যাও,' উইল বলল, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, অ্যাপাচিদের হাতে পড়লে আমি আহত বলে ওরা কোন খাতির করবে না।'

সারারাত চলার পরে ভোরের দিকে দূরে কতকগুলো বাড়ি ওদের চোখে পড়ল।

ঠিক এই সময় মারিয়া চিৎকার করে উঠল, 'মার্ক!'

পিছন ফিরল মার্ক। পিছনে পূর্বদিকে ওদের থেকে মাত্র ছয়শো গজ দূরেই দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে বারোজন ইন্ডিয়ান। একটা 'অ্যারোয়ো' থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। মনে হচ্ছে ওরাও মার্কদের দেখে অবাক হয়েছে।

'এগিয়ে যাও,' মেয়েটিকে বলল মার্ক। 'কোন কারণেই থেমো না।'

এগিয়ে চলল ওরা। একটু পরেই দেখা গেল ছড়িয়ে পড়ছে ইন্ডিয়ান দলটা। ওদের টাট্টুগুলো মাঝারি গতিতে ছুটতে শুরু করেছে।

নিজেদের গতি আরও বাড়াল মার্ক। বাড়িগুলোর দূরত্ব পাঁচ মাইলের বেশি হবে না। ইন্ডিয়ান লোকগুলো অনেক কাছে চলে এসেছে—দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা।

ঘুরে দাঁড়াল মার্ক। রাইফেল তুলে সতর্কতার সাথে তাক করল সে। বড় একটা দম নিয়ে ট্রিগার টেনে ঢিল কমিয়ে ফেলল। তারপর অর্ধেক দম ছেড়ে দিয়ে ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল—রাইফেলটা ঝাঁকি খেয়ে একটু উপরের দিকে উঠে গেল। শূন্যে লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। আরোহী ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

আরও দুবার গুলি করল মার্ক। তারপর একটু দাঁড়িয়ে তার গুলির ফলাফল দেখে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মারিয়া আর জুলির কাছে ফিরে গেল সে। তীক্ষ্ণ স্বরে যুদ্ধের ডাক দিতে দিতে ওদের দিকে ছুটে আসছে ইন্ডিয়ানরা। হঠাৎ বাড়িগুলোর ভিতর থেকে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক বেরিয়ে ওদের দিকে ছুটতে শুরু করল। ওর পিছনে একে একে আরও সাতজন বেরিয়ে এল।

গুলির শব্দ শুনে ঘোড়া ঘুরিয়ে দাঁড়াল মার্ক। দুশো গজ দূরে ইন্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে রাইফেল খালি করল সে। একজন তার ঘোড়া থেকে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার পড়ে গেল। গুলির মুখে আর একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। এবার ইন্ডিয়ানদের ধাওয়া করার গতি মন্থর হলো। ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

জুলির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিল মার্ক। তৈরি হয়ে পিছন ফিরে দেখল আক্রমণ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে ওরা।

র‍্যাঞ্চের লোকজন ওদের পাশে পৌঁছে গেল। ওদের নেতা একজন বেঁটে মত চওড়া কাঁধের লোক। ঠান্ডা ঘোলাটে সাদা চোখ।

'উইল!' ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'অ্যাপাচিরা গুলি করেছে তোমাকে?'

'না।' মার্ককে দেখিয়ে জবাব দিল সে, 'ও মেরেছে।'

স্যান বার্নার্ডিনো র‍্যাঞ্চে পৌঁছার পরদিন সকালে বাইরে বেরিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে হ্যাটটা টেনে একটু নীচে নামিয়ে দিল মার্ক। মাত্র সূর্য উঠেছে, সবাই নাস্তা খেতে বসেছে। উইল বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে—ওর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

পাঁচ দলের বাকি লোকের কোন খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

আইভান আর ক্রনো গোলাগুলির সময়ে উপস্থিত ছিল না। উইলকে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ওর হাবভাবে এমন কিছু ছিল যে মার্ক কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না।

পানি ফেলতে বাইরে এসেছিল ইন্ডিয়ান মেয়েটা। রান্নাঘরে কাজে সাহায্য করে সে। মার্ককে এক নজর দেখে আবার ফিরে যাচ্ছিল।

'মারিয়া ক্রিস্টিনাকে দেখেছ?' ওকে প্রশ্ন করল মার্ক।

কৌতূহলী চোখ তুলে মার্কের দিকে তাকাল মেয়েটা। পাত্রটা থেকে শেষ কয়েক ফোঁটা পানি ঝেড়ে ফেলল সে। 'চলে গেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা আগেই রওনা

হয়েছে।'

'কী?'

'হ্যাঁ। ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে। সবাইকে বিদায় জানাতে বলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'জানি না। কিছু বলেনি। না বলেই চলে গেছে।'

আস্তাবলের দিকে ঘুরল মার্ক। বড় লাল ঘোড়াটায় জিন চাপিয়ে ওর পিঠে উঠে বসল। তারপর একবারও পিছনে না চেয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

নিজের বাড়ি ফিরে গেছে মারিয়া। এর মধ্যে আর্চিবাল্ড আর রুপোর কোন খবর না পেয়ে খুব চিন্তিত ছিল সে। আর্চিবাল্ডকে মারিয়া চেনে, ওকে নিয়ে তেমন ভয় নেই। ভয় হলো রুপোকে নিয়ে। সেরেনাও এই কথাই বলেছিল। ডেনিস, স্টিফেন, ওদের সাথেই রুপোর ভাব বেশি। যতই ভাবছে মার্ক ততই মারিয়ার চিন্তিত হয়ে পড়ার কারণটা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে তার এভাবে চলে যাবার আরও কারণ আছে।

আহতের খোঁজে পৌঁছার পর থেকেই মারিয়া যেন মার্ককে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। একা ওর সাথে কথা বলার কোন সুযোগই সে মার্ককে দেয়নি।

অন্যমনস্ক চিন্তিত মনে এগোল মার্ক। মাঝে মাঝে মারিয়ার চিহ্ন ওর চোখে পড়ছে। বাঁক থেকে রওনা হয়ে হঠাৎ মাইল দূরে একটা পুকুরের ধারে সে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য থেমেছিল। আর কোন নতুন চিহ্ন ওর নজরে পড়ল না।

খবর পাওয়া গেছে অ্যাপাচি হামলাকারী দলগুলো যুদ্ধে বেরিয়েছে। এই একটা খবরই চলছিল এক রকম তথ্য যথেষ্ট। হঠাৎ সিডারের মুখে একজন আরোহীকে দেখতে পেল মার্ক। লোকটা তার দিকেই আসছে।

শিকারের ধাঁচে হাতে বাঁধা রাইফেলটা খুলে জিনের উপর নড়েচড়ে বসল। ঘোড়ার গতি কমাল না মার্ক। একটু ঢিলেঢালা ভাবে এগোচ্ছে ওদিকের লোকটা।

দূরত্ব দুশো গজ থাকতে ঘোড়ার গতি কমাল মার্ক। ঠিক সেই মুহূর্তেই লোকটাকেও চিনতে পারল। এই লোকই তাকে টোকেনওয়াল্লার ধারে সাবধান করেছিল।

'কী খবর?' লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল মার্ক।

লোকটার রোদে পোড়া মুখটাও এখন যেন একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'আমি ম্যাগনাস লীচ,' বলল সে। 'ঝগড়া বাধানো আমার উদ্দেশ্য নয়।'

'তা হলে ঝামেলা হবে না,' আশ্বাস দিল মার্ক।

পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল সে। 'তুমি—তোমার সাথে উইল আর তার দলের কারও দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে—আহতের ওখানে আছে উইল। বেঁচেই আছে সে, আমার ধারণা সেরে উঠবে ও।'

ম্যাগনাসের হাতে ধরা ম্যাচের কাঠিটা ভেঙে গেল। একটু ঝুঁকে আগুন ধরাবার জন্য নিজের জ্বলন্ত সিগারেটটা ওদিকে বাড়িয়ে দিল মার্ক।

'স্টিফেন?'

'মারা গেছে—শেরেকও নেই। তবে আমি মারিনি ওকে, ওটা অ্যাপাচিদের কাজ।'

সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল মার্ক।

'আসার পথে কাউকে দেখেছ?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'না,' ম্যাগনাসকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'কিন্তু কিছু চিহ্ন আমার চোখে পড়েছে। পিকিপথের গোড়ায় থেমে গেছে। লোকটা যে-ই হোক নিশ্চয়ই ফিরে গেছে।'

'আইভান আর ক্রুসোর কিছু খবর জানো?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাগনাস। 'ক্রুসো মারা গেছে—আইভান আহত হয়েছে তবে মারাত্মক কিছু না। সেটুকু জানেই ওরা উঠতে রওনা হয়েছিল জুডাসের কাছ থেকে জোর করে তার বোন কোথায় গেছে খবরটা আদায় করতে। তার আগেই শেরিফ্রেনের সাথে ওদের দেখা হয়ে যায়।'

'তারপর...?'

'আমরা এতদিন শেরিফ্রেনকে সবাই ভুল বুঝেছিলাম। আইভান বলল মোটেও ভয় পায়নি সে। উল্টো ক্রুসোকে জাহান্নামে যেতে বলায় পিস্তল বের করেছিল ক্রুসো। পরদিন সকালে ওকে কবর দিয়েছি আমরা।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাইছে মার্ক, কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও মীমাংসার অপেক্ষায় রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই লোকটাও সেদিন তার পরিবার ক্লেমেন্ট গোমেজকে হত্যা করার সময়ে উপস্থিত ছিল। হত্যা অনেক হয়েছে—এই লোকটাকে তার খুব খারাপ মনে হচ্ছে না।

'উইল বলেছে মারপিট এখানেই শেষ। আমার ঘোড়াগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হবে।'

'সে-ই আমাদের বস।' হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ম্যাগনাস। 'ওটা সত্যিই খুব বোকার মত কাজ হয়েছে।' অর্ধেক সিগারেট না খেয়েই ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। 'ডেনিস আর স্টিফেন...হ্যাঁ, ওদের সাথে ক্রুসোও ছিল, ওদের কথা শুনে এ পর্যন্ত আমাদের যে কত রকম ঝামেলায় পড়তে হয়েছে তার ঠিক নেই।'

'আবার দেখা হবে।' বিদায় নিয়ে ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল মার্ক।

রাত বারোটায় মারিয়ার বাড়িতে পৌঁছল মার্ক। ঘরে একটাও আলো নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু ইতস্তত করে দরজার দিকে এগোল সে। ফুটফুটে চাঁদের আলো পড়েছে বাড়িটার উপর।

টোকা দেওয়ার আগেই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। মারিয়া দাঁড়িয়ে দরজায়; ওর চোখ দুটো খুশিতে হাসছে।

'এমন করে পালিয়ে এলে কেন?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মার্ক।

'পালাইনি, বাড়ি ফিরেছি আমি,' জবাব দিল মারিয়া। 'তুমি এসেছ কেন?'

'...তোমাকে নিতে এসেছি।'

বড় বড় চোখে কয়েক সেকেন্ড মার্কের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল মারিয়া।

***